রৈবতক কাব্য

(১৩৬৬)

২

ক্ষুদ্র সূর্য্য এই, গ্রহ উপগ্রহ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম ওঁ।
ক্ষুদ্র বিশ্ব তব, অনন্ত সাগরে
নমো নারায়ণ ওঁ।

৩

শত শত সূর্য্য, সৌর রাজ্য শত
শত সংখ্যাতীত ওঁ
ছুটিছে অনন্তে, অনন্ত বিদারি,
নমশ্চিন্তাতীত ওঁ।

৪

অনন্ত দিকেতে, অনন্ত গতিতে
নিত্য সঞ্চালিত ওঁ!
অনন্ত সঙ্গীতে, অনন্ত প্লাবিত,
নমো জ্ঞানাতীত ওঁ।

৫

অহো! কিবা দৃশ্য!— অনন্ত বসুধা,
অনন্ত ভাস্কর ওঁ,
অনন্ত নক্ষত্র, অনন্ত ঝলসি,
নমো জ্যোতিশ্বর ওঁ।

৬

দিবস যামিনী, হেমন্ত বসন্ত,
ঋতু বিপরীত ওঁ,
শূন্য বিচিত্রিয়া, নিত্য বিরাজিত,
নমঃ কালাতীত ওঁ।

৭

নিত্য রূপান্তর, নিত্য স্থানান্তর,
নিত্য গুণান্তর ওঁ,
যার শক্তি বলে, বিশ্ব চরাচর,
নমঃ শক্তীশ্বর ওঁ।

৮

ক্ষুদ্র পুষ্প রেণু, প্রচণ্ড শেখর,
অনন্ত সাগর ওঁ,
যাঁহার অচিন্ত্য শকতি-দর্পণ,
নমো মহেশ্বর ওঁ।

গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি প্লাবিল গগন,
ভাসিল সমুদ্রমন্দ্রে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে
ছুটিল তরঙ্গপৃষ্ঠে দিগ্‌দিগন্তরে।
ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে, মহা জলধি-হৃদয়ে,
সেই মহাধ্বনি সহ শত শঙ্খধ্বনি,

ভাসিল সমুদ্রবাহী প্রভাত-অনিলে।
শঙ্খকণ্ঠ, সিন্ধুকণ্ঠ, নরকণ্ঠ মিলি,
সেই ধ্বনি, সেই ধ্যান, সে দৃশ্য মহান্!
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভরিল হৃদয়।
ধ্যানান্তে দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণ সহ,
কৃষ্ণার্জ্জুনে সম্ভাষিতে আসি ধীরে ধীরে,
বেদীর পশ্চাৎ হ'তে কহিলা মধুরে—
"হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসা ঋষি আশীর্ব্বাদ করে।"
একচিত্তে কৃষ্ণার্জ্জুন চাহি সিন্ধু পানে,
আত্মহারা, চিন্তামগ্ন, চেতনাবিহীন।

কৃষ্ণ। হায় অন্ধ উপাসক! হেন মহাশক্তি
নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে,
সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর—
জ্ঞানহীন, ইচ্ছাহীন, নিয়মের দাস!
যাহার উদয়, অস্ত, শূন্য-পর্য্যটন,
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন; হেন প্রভাকরে
কেন পূজিবেক পার্থ চেতন মানবে!
"অন্ধ-উপাসক পাপি! বিধর্ম্মী নাস্তিক!"—
ক্রোধে দন্তে দন্ত কাটি কহিলা দুর্ব্বাসা—
"হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসা ঋষি আশীর্ব্বাদ করে।"

কৃষ্ণ। তরঙ্গতাড়িত ওই বালুকার মত,
তপন অনন্ত শূন্যে হতেছে তাড়িত।
সমান নিয়মাধীন, সমান সৃজিত
উভয় ; উভয় অন্ধ ; চেতনাবিহীন ;
উভয় দুর্জ্জেয়। তবে বিধ্বস্ত মানব
না পূজিবে কেন পার্থ ক্ষুদ্র বালুকায়!

দুর্ব্বাসা। হে পার্থ! দুর্ব্বাসা আমি আশীর্ব্বাদ করি

কৃষ্ণ। মানব! চেতনাযুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন,
জড় ওই সূর্য্য হ'তে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃজিত চালিত এই বিশ্ব চরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে যাহার!
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর!
ক্ষুদ্র বালুকণা, আর প্রচণ্ড তপন,
এই মহা সিন্ধু, আর এই বসুন্ধরা,—
সেই জ্ঞান সাক্ষী, সেই জ্ঞান মূর্ত্তিমান!
দেখ, পার্থ, বিশ্ব-রূপী বিষ্ণু ভগবান
অনন্ত, অসীম!

ক্রোধে গর্জ্জিয়া তখন

বলিলা দুর্ব্বাসা—"মূঢ় কৃষ্ণ ধনঞ্জয়!
"আমি দুর্ব্বাসায় তুচ্ছ! লও অভিশাপ—
'যাদব কৌরবকুল হইবে বিনাশ!'"
ভাঙ্গে যথা অকস্মাৎ তন্দ্রা পথিকের
শুনিয়া শিয়রে ঘোর গোক্ষুরগর্জ্জন,
হঠাৎ ভাঙ্গিল ধ্যান; পার্থ বাসুদেব
ত্রস্তে ফিরাইয়া মুখ দেখিলা বিস্ময়ে,—
ক্রোধভরে ঋষি কেহ যাইছে ছুটিয়া
বেগে শিষ্যগণ সহ। ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন বাসুদেব—"দেখ ধনঞ্জয়!
দুর্ব্বাসার অত্যাচার। কথায় কথায়
"অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
"শার্দ্দূল যেমন ভাবে প্রাণিমাত্র সব
"সৃজিত তাহার ভক্ষ্য; তেমনি ইহারা
"ভাবে অন্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের।
"বিনা দোষে, অকারণে করিবে দংশন
"অভিশাপ বিষদন্তে; প্রবেশি' এরূপ
"ব্রাহ্মণ-রহস্যারণ্যে, নাহি কি হে কেহ
"আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে,
"তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন?"

পার্থের অচলা ভক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি,—
দেখিলা মহর্ষি তাহে,—কহিলা কাতরে—
"বাসুদেব! যদি তুমি দেও অনুমতি
"ক্রুদ্ধ মহর্ষিরে আমি আনি ফিরাইয়া।
"একে ধ্যানে চিন্তামগ্ন ছিলাম আমরা,
"অন্য দিকে এই মহা জলধিগর্জ্জন,
"শুনি নাই কেহ অভিবাদন ঋষির।
"তাহে এত ক্রুদ্ধ ঋষি; ব্রাহ্মণের ক্রোধ
"আশু স্তুতিবাদে কৃষ্ণ! হইবে শীতল।
"কি দারুণ শাপ!"

কৃষ্ণ কহিলা হাসিয়া—
"অর্জ্জুন! বালক তুমি। নরের অদৃষ্ট
"ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইতে যদ্যপি,
"আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান।
"উঠিতেছে বেলা। আছে পথ নিরখিয়া—
"রৈবতকে পরিজন তব প্রতীক্ষায়।"

দ্বিতীয় সর্গ।

ব্যাসাশ্রম।

কৃষ্ণ। পবিত্র আশ্রম! দেখ পবিত্র শেখর
রৈবতক স্থিরভাবে,
সুনীল আকাশপটে,
স্থাপিয়া শ্যামল বপুঃ—শান্ত প্রীতিকর—
সমাধিস্থ প্রকৃতির মহা যোগিবর!
বেষ্টিয়া আশ্রমপ্রান্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে
ছুটিয়াছে শৈলশ্রেণী উত্তরে দক্ষিণে
নানা অবয়বে। কভু উচ্চ, কভু নীচ,
কভু বা তরঙ্গায়িত আকাশের পটে।
কোথাও প্রাচীর মত
দুরারোহ শৈল-অঙ্গ,
আবার কোথাও অঙ্গ পড়েছে ঢলিয়া
সমতল শস্যক্ষেত্রে তরঙ্গ খেলিয়া।
অর্জ্জুন। এই তীর্থ পর্য্যটনে করেছি দর্শন
বহু তপোবন, কিন্তু এমন সুন্দর,

এমন মহিমাময়
পবিত্র স্বভাবশোভা,
প্রীতিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, দেখিনি এমন—
যেমন মহর্ষি ব্যাস, যোগ্য তপোবন !
কি সুন্দর শত শত বিটপী বল্লরী,
অশোক, কিংশুক, বক, চম্পক, শিরীষ,
কদম্ব, কাঞ্চন, নিম্ব, দাড়িম্ব, বকুল,
পনস, বদরী, বিল্ব, আম্র, আতা, জাম,
ফলবান্ পুষ্পবান্ তরু মনোহর
অধিত্যকা উপত্যকা করি আচ্ছাদিত,
কেহ ফলে, কেহ ফুলে, পল্লবে, মুকুলে
সাজায়ে শ্যামল অঙ্গ, আছে চিত্রার্পিত।
মরি কিবা স্বভাবের বিশৃঙ্খল শোভা !
প্রথম প্রহর বেলা। বালসূর্য্যালোকে
কোথাও বিশাল বট বিটপী-ঈশ্বর,
প্রসারি পল্লব-ছত্র আছে দাঁড়াইয়া,
সৃজি ছায়াতলে শাখা-কক্ষ মনোহর।
স্থানে স্থানে রাজমন্ত্রী অশ্বথ, তমাল,
করিছে কানন-রাজ্য-মহত্ত্ব বর্দ্ধন।
দূরদর্শী, শীর্ণকায়, জটাজূট শির

কানন-সমাজ হ'তে বহু উচ্চে তুলি,
দাঁড়ায়ে খর্জ্জুর, তাল, বন-ঋষিদ্বয়,
ধ্যানে অবিচল দেহ নির্বাক উভয়।
কেবল কথন বনকুক্কুটের ধ্বনি,
তীব্র শিখিকণ্ঠ, তীব্র কুরঙ্গনিনাদ,
কভু ক্রীড়াসক্ত, ঋষি-শিশু কণ্ঠাভাস—
ছিন্ন বাশরীর তান,—প্রতিধ্বনি তুলি
কি মধুরে গিরি-অঙ্গে যাইছে উছলি।
কানন-বিহঙ্গ কোথা পত্রে আবরিত
বরষিছে কিবা শান্তি, কি সুধা সঙ্গীত।

কৃষ্ণ। ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব!
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস!
সংসার-সমুদ্রে তীর! আকাঙ্ক্ষা-লহরী—
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনা বৃক্ষে; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টকবৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দাহন।
ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে

স্বরগের প্রতিকৃতি! কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে; জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা আঁধারে। নীরব, নির্জ্জন,
এই তপোবন হ'তে যখন যে জ্যোতি,
পার্থ, হয় বিনির্গত; সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হতেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ, সকলি—সকলি—
নীরব, নির্জ্জন হেন আশ্রমপ্রসূত।
ভারত সমাজদেহ; আশ্রমনিচয়
তাহার হৃদয়যন্ত্র; মস্তক তাহার
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম।
ওই যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ দেখিছ সম্মুখে
যাহার বিশাল বট,
মরক্ত মুকুট মত,
সানুদেশে সমুজ্জ্বল—সেই "যোগ-শৃঙ্গ",
সেই বট "জ্ঞানদ্রুম" বিখ্যাত ভারতে।
মহর্ষি বসিয়া তথা সায়াহ্নে, প্রভাতে,
অনন্ত সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে

অনন্ত জ্ঞানের সিন্ধু করেন মন্থন।
শৈলসুতা "সরস্বতী" সেই শৃঙ্গ হ'তে
অবতরি গিরিপার্শ্বে,—স্থানে স্থানে স্থানে
সুন্দর সলিলখণ্ড করিয়া সৃজন,
ভ্রমিতেছে গিরিমূলে কাননছায়ায়,
বহুল নির্ঝরকর করিয়া গ্রহণ।

অর্জ্জুন। আশ্রমের কি মাহাত্ম্য, দেখ বাসুদেব,
কুরঙ্গ, শশক, মেষ, অজ, নীল গাভী,
চরিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়হৃদয়।
নির্ভয়হৃদয়ে দেখ চরিছে কেমন
ময়ূর, কুকুট, ঘুঘু, কপোত, শালিক,—
বনচর পক্ষী নানা। কেমন সুন্দর
প্রীতিপূর্ণনেত্রে, দেখ, রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে গ্রীবা হেলাইয়া।

কৃষ্ণ। মহর্ষি ব্যাসের ওই "শান্তি-সরোবর"
দেখ পার্থ সম্মুখেতে কিবা মনোহর।
ঋষিশিশুগণ সহ নানা জলচর
খেলিতেছে কি আনন্দে! ভাই ভগ্নী মত
দেখ শিশুগণ কত করিছে আদর।
শিশুদের উচ্চ হাস্য, পক্ষিকলরব,

থেকে থেকে নানাবিধ মীন-আস্ফালন,
সরসী আনন্দপূর্ণ করিছে কেমন!
জলজ কুসুম তুলি, দেখ পরস্পরে
সাজাইছে কি কৌশলে; সাজিছে কেহ বা;
কেহ বা গাইছে শুন কি মধুর স্বরে।
চারি তীরে মনোহর দেখ পুষ্পবন,
পুষ্পবনে পুষ্পময়ী ঋষিকন্যাগণ—
ততোধিক মনোহরা! বল্কলে আবৃতা,
শোভিছে পল্লবে ঢাকা কুসুমিতা লতা।
কেহ তুলিতেছে ফুল; গাঁথিছে কেহ বা
চারু ফুলহার; কেহ আপনার মত
নিরাশ্রয়া বল্লরীরে দিতেছে আশ্রয়।
কেহ পুষ্পবৃক্ষমূলে যোগাইছে জল
মৃণ্ময় কলসী কক্ষে; কেহ বা কেমন
সরল নয়নে দেখ রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে, কি দৃষ্টি শীতল!—
পূর্ণিমা গগন যেন চেয়ে ধরাতল।

অর্জ্জুন। আশ্রমের অঙ্কে অঙ্কে পল্লবকুটীর
দেখ ঋষিদের, চারু অবয়বে কত
শোভিতেছে লতাবৃত বন গুল্ম মত।

কুটীরসম্মুখে ক্ষুদ্র মার্জ্জিত প্রাঙ্গণ,
বেষ্টিত সুন্দর ক্ষুদ্র গুল্মের প্রাচীরে,
পুষ্পিত কুসুমে নানা,—শ্বেত, রক্ত, নীল,
শোভিতেছে কি সুন্দর কারুকার্য্য মত,
প্রশস্ত কাননে নবদূর্ব্বাবিমণ্ডিত।
প্রাঙ্গণের কোণে কোণে ঋষিপত্নীগণ
নানা কার্য্যে নিয়োজিত,—কেহ পুষ্পপাত্র
সাজায় কদলীপত্রে; রাখিছে সাজায়ে
কেহ বা কদলীপত্রে বন ফল মূল।
স্থানে স্থানে তরুতলে বসি ঋষিগণ,—
কেহ ধ্যানমগ্ন স্থির; কেহ মগ্ন পাঠে;
লিখিছেন কেহ; কেহ নিমজ্জিত
অন্য ঋষি সহ শাস্ত্রালাপে সুললিত;
করিতেছে অধ্যয়ন ঋষিপুত্রগণ
স্থানে স্থানে; আশে পাশে নিঃশঙ্কহৃদয়
চরিতেছে বনপশু, বনপক্ষিচয়।

দেখি কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ক্ষুদ্র শিশুগণ
আসিল ছুটিয়া রঙ্গে করি কোলাহল।
বালক বালিকাগণ পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া
করিলেক অভ্যর্থনা। আধ আধ কণ্ঠে

পঞ্চমবর্ষীয় এক শিশু কর তুলি
কহে হাসি—"মহালাজ ! আশীর্ব্বাদ কলি।"
হাসিলেন কৃষ্ণার্জ্জুন। ক্রোড়ে করি তারে
পুষ্পনিভ মুখখানি চুম্বিলা আদরে।
কারো কর, কারো পৃষ্ঠ, চিবুক কাহার,
পরশিয়া হাসিমুখে পার্থ পীতাম্বর
জনে জনে শিশুগণে করিলা আদর।
খাদ্য, বস্ত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়ার পুতুল,
দারুকের হস্ত হ'তে করিয়া গ্রহণ
বিলাইলা শিশুগণে। চলিলা উভয়ে
দেখিতে দেখিতে, রঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ
চলিল নাচিয়া করি পথ প্রদর্শন।
যাইতে যাইতে, কত ফুল, কত ফল,
কত ছাই পাঁশ, দেখাইল নিরন্তর,—
কত বৃক্ষ, কত লতা, পক্ষী মনোহর।
ভীষণ শার্দ্দূল এক পথ আগুলিয়া
রহিয়াছে নিদ্রাগত। ত্রস্তে অর্জ্জুনের
পড়িল কার্ম্মুকে কর; হাসিয়া কেশব
কহিলেন—"আছে দুই পালিত শার্দ্দূল
"মহর্ষির, নাম তার 'সুশীল', 'সুবোধ',

"ব্যাঘ্র জাতিমধ্যে শান্ত ঋষি দুই জন।
"আশ্চর্য্য প্রীতির ধর্ম্ম ; হিংস্র মাংসাহারা
"আপন স্বভাব ভুলি, শোণিতলোলুপ,
"ফলমূলাহারী এবে!" জনৈক বালক
কহিল—"সুবোধ! পথ দেও হে ছাড়িয়া।"
মাথা তুলি, শান্তনেত্রে চাহি মুহূর্ত্তেক
আগন্তুক পানে, ব্যাঘ্র করিয়া জৃম্ভণ,
সরি পাদদ্বয় পুনঃ করিল শয়ন।
একটি বালক গিয়া করি আলিঙ্গন
গায়ে বুলাইয়া হাত, বলিল—"সুবোধ!
বড় ভাল ছেলে তুমি।" আনন্দে শার্দ্দূল
চাটিতে লাগিল ক্ষুদ্র অঙ্গ বালকের,
দাঁড়াইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন মূর্ত্তি বিস্ময়ের।

কৃষ্ণ। দেখ দেখ, ধনঞ্জয়, ওই তরুতলে
কি সুন্দরী ঋষিকন্যা বসি এক জন।
ক্ষুদ্র মৃগশিশু এক দেখ কি সুন্দর
খেলিছে যুবতী সঙ্গে! ছুটিয়া ছুটিয়া
কেমন ফিরিয়া পুনঃ লুকাইছে মুখ
যুবতীর চারু অঙ্কে,—চুম্বি চারু বুক।
দেখ ক্ষুদ্র পা দুখানি রাখি অংসোপরে

চাটিছে কেমন ওই অনিন্দ্য বদন,—
চুম্বিতেছে প্রতিদানে যুবতী কেমন!

অর্জ্জুন। দক্ষিণে কেশব, ওই শেফালিকামূলে
দেখ কিবা চারু চিত্র! বসি একাকিনী
একটি যুবতী শুন
কি মধুরে গুণ গুণ
গাইছে; গাঁথিছে মালা শেফালিকাফুলে।
রজতকুসুমনিভ ক্ষুদ্র পুষ্পরাশি,
যুবতীর চারি পার্শ্বে রয়েছে পড়িয়া
সংখ্যাতীত; সংখ্যাতীত রয়েছে ঝরিয়া
পত্রে পত্রে কি সুন্দর!
মধুলোভে পুষ্পোপর
একটি ভ্রমর দেখ গুণ গুণ স্বরে
বসিতে চাহিছে যেই, একে একে একে
পত্র হ'তে ক্ষুদ্র পুষ্প পড়িছে ঝরিয়া
যুবতীর অঙ্গে অঙ্গে কি শোভা খুলিয়া।
আরক্ত বল্কলবাসে, বিমুক্ত অলকে,
অংসে, পৃষ্ঠে, অঙ্কে, ভুজে, হীরকের মত
শোভিতেছে পুষ্পরাশি। করি নেত্র নত
পুষ্পস্থিতা, পুষ্পবৃতা, পুষ্পমালা-কর,

শোভিছে কেমন পুষ্পরূপিণী সুন্দর!
"যোগ-শৃঙ্গ" হতে কল কলে "সরস্বতী"
যথায় পড়িতেছিলা রজত ধারায়—
নীরস্তম্ভ পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে হস্ত পঞ্চাশৎ,
বসিলেন শিলাখণ্ডে কিরীটী কেশব।
আশে পাশে শিশুগণ বসিয়া আহ্লাদে
কতই সরল কথা—শিশুহৃদয়ের
শিশুভাব, শিশুভাষা বলিতে লাগিল।
চুপে চুপে কাণে কাণে কেহ বা কাহারে
কহিছে কি কথা। কোন শিশু বাখানিছে
কেশবের পীতাম্বর; কেহ বা কুণ্ডল;
কেহ কণ্ঠহার; কেহ দেখে ভীতমন
ফাল্গুনীর গুণভ্রষ্ট মহাশরাসন।
কিছু দিন পূর্ব্বে ভদ্রা এ'লে তপোবনে,
কোন্ শিশু তাঁর কাছে কেমন আদর
পেয়েছিল, জনে জনে কহিতে সুন্দর
বাজিল তুমুল রণ। একটি বালিকা
বাম করে জড়াইয়া কণ্ঠ অর্জ্জুনের,
অন্যতর ক্ষুদ্র করে ধরিয়া চিবুক,
কহিল আহ্লাদে—"দেখ, সুভদ্রা জননী

কেমন সুন্দর বস্ত্র, কুণ্ডল, বলয়,
দিয়াছেন—আমার যে নাহি মাতা পিতা!”
নিরাশ্রয় বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি,
সকরুণ ভাষা, তার দৃষ্টি সকরুণ,—
ভরিল পার্থের বুক, ভিজিল নয়ন।
ফিরায়ে বদন কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
“কে সুভদ্রা, বাসুদেব?” সজলনয়নে
উত্তরিলা যদুশ্রেষ্ঠ—“আমার ভগিনী,
সারণের সহোদরা, প্রাণের অধিক
আমি ভালবাসি তারে। স্নেহে ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক; স্নেহসুধারাশি
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্ব্বত্র সমান,
পালিত বনের পশু, বিহঙ্গনিচয়ে,
উদ্যান-কুসুমে,—সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা অজস্রধারায়।
যেইখানে রোগী, শোকী, ভদ্রা সেইখানে,
মূর্ত্তিমতী শান্তিরূপা। অশ্রু যেইখানে,
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পলতা, আছে সেইখানে

সলিলরূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু, পক্ষী, দরিদ্র ভিক্ষুক,
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।
যথায় পুষ্পিত তরু বল্লরী উদ্যানে,
প্রকৃতির উপাসিকা সুভদ্রা তথায়
বসি আত্মহারা সুখে। যথা পক্ষিগণ
বসি তরুডালে গায় সায়াহ্ন কাকলী,
ভদ্রা আত্মহারা তথা। একদা, অর্জ্জুন,
বহিছে ঝটিকা ঘোর রৈবতকশিরে
বিলোড়িয়া বনস্থলী; আচ্ছন্ন গগন
নব বরিষার মেঘে;—সুভদ্রা কোথায়?
ছুটিলেক পরিজন; ছুটিলাম আমি
অন্বেষণে। দেখিলাম শেখরসীমায়
সায়াহ্ন গগনতলে, ঘোর ঝটিকায়,
দশমবর্ষীয়া ভদ্রা বসি একাকিনী
একটি উপলখণ্ডে, স্থির দু' নয়নে
সমেঘ পশ্চিমাকাশ রয়েছে চাহিয়া।
উড়িতেছে ঝড়বেগে মুক্ত কেশরাশি,—
এ কি মূর্ত্তি! মূহূর্ত্তেক হইনু অচল।
পার্থ, প্রকৃতির এই মহা উপাসনা

ভাঙ্গিতে আমার নাহি সরিল বচন
মুহূর্ত্তেক। মুহূর্ত্তেক পরে ডাকিলাম—
'সুভদ্রে!' চমকি ভদ্রা কহিল হাসিয়া—
দেখ, দাদা, ওই উচ্চ পর্ব্বতশেখরে
কেমন নিবিড় মেঘে খেলিছে কেমন
অনল-ভুজঙ্গ মত বিজলি সুন্দর।'
গৌরবে ভরিল বুক; চুম্বিয়া আদরে,
ধ্যানভঙ্গ করি তারে আনিলাম গৃহে।
আপনি আদরে তারে পড়ায়েছি আমি;
শিখায়েছি অস্ত্রবিদ্যা, সঙ্গীত সুন্দর।
কিন্তু কি যে উদাসীন হৃদয় তাহার
বুঝিতে না পারি। ভদ্রা বাজাইছে বীণা,-
আলাপি' রাগিণী বীণা হইল নীরব,
রহিল বসিয়া ভদ্রা শূন্য নিরখিয়া,—
শেষ তানে আত্মহারা চিত্রিতার মত!
সংসারের স্বার্থ-ছায়া, কুটিলতা-দাগ,
নাহি পায় স্থান পার্থ তাহার হৃদয়ে,—
নির্ম্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।
চির-উদাসিনী ভদ্রা; দরিদ্র দেখিলে
খুলে দেবে আপনার অঙ্গের ভূষণ

গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রমদর্শন ;
আসিলে আশ্রমে, ক'রে যায় সর্ব্বঅঙ্গ
আভরণহীন। যদি কর তিরস্কার,—
সতত সজল দুই প্রশস্ত নয়ন
স্থাপিয়া তোমার মুখে রহিবে চাহিয়া
নিরুত্তরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের,
নহে বালিকার তাহা, নহে মানবীর।"
অর্জ্জুন—হৃদয়হারা বিহ্বল অর্জ্জুন,—
যোগ-শৃঙ্গ পানে স্থির রহিলা চাহিয়া।
দেখিলা বালিকা এক বসি একাকিনী
সেই উচ্চ শৃঙ্গপ্রান্তে, ঘোর ঝটিকায়,
সান্দ্র গগনতলে। প্রশস্ত নয়নে
চাহি আকাশের—না, না—অর্জ্জুনের পানে
স্থিরনেত্রে ; মুক্ত কেশ উড়িছে আকাশে !
অর্জ্জুন ভাবিলা মনে সেই গিরিমূলে,
সেই প্রপাতের পার্শ্বে, নির্ঝরিণীকূলে,
বিসর্জ্জিয়া রাজ্য, ধন, বীরত্ব-পিপাসা
রহিবেন, নির্ম্মাইয়া পল্লবকুটীর,
ওই মুখখানি পানে চাহিয়া চাহিয়া।
মুহূর্ত্ত নীরব কৃষ্ণ শূন্য নিরখিয়া,—

ভদ্রার চরিত্রে, স্নেহে, চিত্ত উচ্ছ্বসিত।
মুহূর্ত্তেক পরে পার্থে ফিরাইয়া মুখ
কহিলা—"অর্জ্জুন, বেলা দ্বিতীয় প্রহর !
মহর্ষির প্রাতর্ধ্যান হইবে এখন
সমাপন ; চল যাই করিগে দর্শন।"

তৃতীয় সর্গ।

অদৃষ্টবাদ।

ভ্রমিয়া আশ্রমারণ্য পর্য্যটকদ্বয়
আরোহিতে যোগশৃঙ্গ, কটিদেশে এক
দেখিলেন মনোহর বেদিকা সুন্দর।
অষ্টকোণ শৈলবেদী; চারি প্রস্রবণ
চারি পার্শ্বে, সুশোভিত প্রস্তর-প্রাচীরে।
শোভে তিন দিকে তিন প্রস্তরসোপান
মনোহর; অন্য দিকে বেদীর পশ্চাতে
শোভে গিরিগর্ভে এক কক্ষ মনোহর;
অর্দ্ধ-চন্দ্র-শীর্ষ স্তম্ভে শোভিছে সুন্দর
দ্বারত্রয়। কক্ষ, স্তম্ভ, বেদী, প্রস্রবণ,
সুন্দর সোপানশ্রেণী,—দক্ষ শিল্পকর
কাটি গিরিপার্শ্ব শিল্পে করেছে নির্ম্মাণ
বিচিত্র কৌশলে। সুন্দর বকুল এক,
প্রসারি নিবিড় ছায়া আছে দাঁড়াইয়া,
বেদী-কেন্দ্রস্থলে। আছে স্থানে স্থানে স্থানে

তরু, লতা, ফলে পুষ্পে বিচিত্র শোভন,
ফলিয়া, ফুটিয়া ; করি শান্ত শৈলানিল
পবিত্রিত, সুবাসিত। "বসি এইখানে"—
কহিলা যাদবশ্রেষ্ঠ, "করিলা মহর্ষি
সঙ্কলন চারি বেদ—চারি কীর্ত্তিস্তম্ভ
সর্ব্ব-ধ্বংসী কালগর্ভে ; চারি হিমাচল
চিন্তার জগতে ; চারি অনন্ত ভাস্কর
মানবের জ্ঞানাকাশে। সে হেতু ইহার
নাম 'বেদমঞ্চ' ; দেখ শোভে চারি পাশে-
'ঋক যজু সামাথর্ব্ব'—চারি প্রস্রবণ।
সম্মুখে তোমার দেখ, 'ধ্যানকক্ষ' ওই।"
দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ পাদপ-ছায়ায়,
সুবাসিত শৈলানিলে জুড়াইলা দেহ।
শুনিলা অমৃতবর্ষী শান্ত সুশীতল
প্রস্রবণ কল কণ্ঠ—ঋষিচতুষ্টয়
গাইছে পবিত্র বেদ গলা মিলাইয়া,
মৃদু মৃদু কণ্ঠে যেন, নির্জ্জনে বসিয়া।
চারিটি পবিত্র ধারা, দেখিলা কেমন,
যজ্ঞোপবীতের মত, গিরিপার্শ্ববাহী
হইয়াছে সরস্বতী-স্রোতে পরিণত।

আরোহিয়া "যোগ-শৃঙ্গ" দেখিলা উভয়ে
বিশাল প্রভাস সিন্ধু শোভিছে দক্ষিণে,
নীলাকাশে মিশি নীল আকাশের মত,
রবিকরে সমুজ্জল। উত্তরে, পশ্চিমে,
নীলাকাশে মিশি, নীল আকাশের মত,
ছুটিয়াছে গিরি-শ্রেণী আনত উন্নত,
চক্রে চক্রে নির্ম্মাইয়া স্থানে স্থানে স্থানে
অধিত্যকা, উপত্যকা, অপূর্ব্বদর্শন।
পূর্ব্বে সমতল ক্ষেত্র রহেছে পড়িয়া,
নানা রঙে সুরঞ্জিত চিত্রপট মত—
অপূর্ব্বদর্শন! ক্ষুদ্রপরিসর শৃঙ্গে,
"জ্ঞানদ্রুম"-মূলে, চারু অজিন-আসনে
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস—ধ্যানে অভিভূত!
এক পার্শ্বে বেদীমূলে "সুশীলা" শার্দ্দূলী
নীরবে শাবক-অঙ্গ করিছে লেহন
অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে। অন্য দিকে তথা
অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে বসিয়া নীরবে—
"সুলোচন" "সুলোচনা" কুরঙ্গযুগল,
আশ্রমপালিত মৃগ;—নীরব সকল।
নীরব সে প্রকৃতির রাজ্য সুবিশাল।

বহিতেছে ধীরে ধীরে শৈল সমীরণ
নীরবে। নীরবে কাঁপে বৃক্ষপত্রদল।
সকলই ধীর, স্থির, স্তম্ভিত, গম্ভীর,
অ-বাতবিক্ষুব্ধ স্থির জলধির মত।
নিমীলিতনেত্রে বসি মহর্ষি একাকী।
সমুন্নত কলেবর; শ্লথ করদ্বয়
ন্যস্ত পদ্মাসন-অঙ্কে; শ্বেত শ্মশ্রুরাশি
আবক্ষ; সজ্জিত শিরে জটার কিরীট।
উন্নত ললাট স্বর্গ। মুখে মহিমার
সুপ্রসন্ন হাসি, যেন কোন কূট তত্ত্ব
সরল সিদ্ধান্তে এবে হয়েছে মথিত।
স্তম্ভিতের মত স্থির রহিলা চাহিয়া
পার্থ বাসুদেব, চিত্ত ভক্তিতে অচল,
সেই মহামূর্ত্তি পানে। কিছুক্ষণ পরে
মহর্ষি মেলিলা নেত্র। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
প্রণমিয়া পদধূলি করিলে গ্রহণ,
আশীষি মহর্ষি ধীরে সুপ্রসন্ন মুখে,
কহিলা বসিতে পাতি অজিন-আসন,
লয়ে বৃক্ষশাখা হ'তে। বসিলা দু' জন।

কৃষ্ণ। তীর্থপর্য্যটনে পার্থ, মধ্যম পাণ্ডব,

এসেছেন প্রভাসেতে। আমন্ত্রিয়া তাঁরে
যেতেছিনু রৈবতকে; আসিনু উভয়ে
ভক্তিভরে মহর্ষির পূজিতে চরণ।

ব্যাস। তীর্থপর্য্যটন এই কিশোর বয়সে
কেন, বৎস ধনঞ্জয়? ভগবান রবি
সমস্ত দৈনিক কার্য্য করি সমাপন,
অস্তাচলে যথা দেব করেন বিশ্রাম,
তেমতি নৃপতিগণ, নিজ ভুজবলে
পালিয়া আপন রাজ্য, জীবন-সন্ধ্যায়
প্রবেশেন তীর্থাশ্রমে, শান্তির সদন,
লভিতে বিশ্রাম, শান্তি। তুমি বৎস! এই
সুকুমার অঙ্গ কেন করিতেছ ক্ষয়
সেই বাণপ্রস্থক্লেশে, জীবনপূর্ব্বাহ্ণ
ছায়াময় অপরাহ্নে করি পরিণত?

অর্জ্জুন। বাণপ্রস্থ নহে, প্রভু, উদ্দেশ্য আমার।
যে জ্ঞান ত্রিকালব্যাপী; যাঁহার নয়ন
সর্ব্বদর্শী; করস্থিত রুদ্রাক্ষের মত
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহার অধীন;
লুকায়ে তাঁহার কাছে, আছে কোন ফল,
আমি ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতর মন।

এক দিন ইন্দ্রপ্রস্থে জনৈক ব্রাহ্মণ
উর্দ্ধশ্বাসে আসি, দেব, হিল কাঁদিয়া
ত্রাসে, দস্যু কেহ আসি নিতেছে লুটিয়া
ব্রাহ্মণের গাভীগণ। বলিলাম—"যাও
নগরপালের কাছে, পাবে প্রতীকার।
বলিল কাঁদিয়া বিপ্র—"নগরপালের
সাধ্য নহে, ধনঞ্জয়, করিতে উদ্ধার
গাভীগণ, দস্যুরাজে পরাভবি রণে।"
সারথি আনিল রথ ; ছুটিলাম বেগে
সশস্ত্র ; যুঝিল দস্যু অসমসাহসে।
বহুযুদ্ধে দস্যুরাজে পাড়ি ভূমিতলে,
তাহার বীরত্বে প্রভু হইয়া বিস্মিত.
গেলাম দেখিতে কে সে। বলিলাম খেদে-
"তস্কর! ব্রহ্মস্ব এই করিতে হরণ
আসি ক্ষুদ্র অর্থতরে হারাইলে প্রাণ।"
"হারাইনু প্রাণ,"—দস্যু করিল উত্তর,
"অর্জ্জুন, তোমার অস্ত্রে নাহি খেদ মম,
বীরসিংহ তুমি! কিন্তু—তস্কর! তস্কর!
নাগরাজ চন্দ্রচূড়! তস্কর সে আজি!
হা বিধাতঃ! ইহাও কি অদৃষ্টে তাহার

লিখেছিল? নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ
ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রসুখে বিহরে যাহারা
সাধু তারা—নাগরাজ! তস্কর সে আজি
অষ্টমবর্ষীয়া শিশু বালিকা তাহার
কাঁদে দুগ্ধ লাগি; কাঁদে জননী তাহার
অনাহারে— নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
একটি বিশাল রাজ্য হরিল যাহারা
পশুবলে, নররক্তে ভাসায়ে ধরণী,—
করিল খাণ্ডবপ্রস্থ এই বনস্থলী,
হিংস্র নর জন্তু বাস, অগ্নিতে, অসিতে,—
সাধু তারা; মহাসাধু তাদের সন্তান!
আর সে প্রাচীন জাতি মরিয়া পুড়িয়া,
সাধু আর্য্যজাতি ভয়ে লইল আশ্রয়
হিংস্র বন্য জন্তুদের, তাদের সন্তান
জ্বলিয়া জঠরানলে করিলে গ্রহণ
মুষ্ট্যন্ন সে আর্য্যদের—তস্কর তাহারা!
একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী, ভিক্ষাব্যবসায়ী;
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে

পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা,—
সাধু তারা ; আর সেই জাতি বিদলিত,
আপনার রাজ্যে চাহে মুষ্টিভিক্ষা যদি,—
তস্কর তাহারা ! এই আর্য্যধর্ম্মনীতি
অসভ্য অনার্য্য জাতি বুঝিবে কেমনে !
ভূতনাথ ! নাহি জানি করিল কি পাপ
নিরীহ অনার্য্য জাতি। এত অত্যাচারে
কাঁপিবে না তোমার কি করের ত্রিশূল ?"
নীরবিল নাগপতি। বিশাল ত্রিশূল
আমার হৃদয়ে যেন করিল প্রবেশ ;
কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ থর থর থর।
নাগরাজমৃতদেহ করিয়া দাহন
নিজ হস্তে, আসিলাম গৃহে ফিরি ; কিন্তু
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকা
ভাসিতে লাগিল, দেব, নয়নে আমার।
বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীব্র মনস্তাপ, হৃদয়ে আমার
বসাইল বিষদন্ত ; সুখ শান্তি মম
হইল বিষাক্ত সব। তীর্থপর্য্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।

অষ্টম বৎসর আজি দেশদেশান্তরে
বেড়াইনু; কিন্তু নাহি পাইনু সন্ধান,
অষ্টমবর্ষীয়া সেই শিশু অনাথার।

ব্যাস। কি ফল তাহার, বৎস, করিয়া সন্ধান?
তুমি যে পারিবে সুখী করিতে তাহারে
জানিলে কেমনে বল। বৎস ধনঞ্জয়,
মানবের সুখ দুঃখ পূর্ণ ইচ্ছাধীন
নহে মানবের। ওই উত্তাল সমুদ্রে,
তরঙ্গে তাড়িত ওই ক্ষুদ্র বালুকণা—
বলিবে কি স্বেচ্ছাধীন? তেমতি—তেমতি
মানব, মানব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,
বালুকার কণা এই সৃষ্টির সাগরে,
ঘটনা-তরঙ্গে, খর অবস্থার স্রোতে!

কৃষ্ণ। সে কি কথা, ভগবান, জড় ও চেতন
উভয় কি সমভাবে অবস্থার দাস?
নাহি কি স্বাধীন ইচ্ছা জড়-চেতনের,
জড়-চেতনের শ্রেষ্ঠ, নাহি মানবের?
এই বিশ্বব্যাপী চিন্তা, মুহূর্ত্তেকে যাহা
অনন্ত জগত রাজ্য বেড়ায় ঘুরিয়া,
যাহার প্রভাবে গণি সৌররাজ্য-গতি,

বুঝি সূক্ষ্ম ধর্ম্মনীতি, তত্ত্ব সমাজের,
গড়ি রাজ্য অবহেলে, ঘটাই বিপ্লব,—
যেই চিন্তা-শক্তিবলে মহর্ষি আপনি
ত্রিকালজ্ঞ, স্বাধীনতা নাহি কি তাহার?
"আছে"—ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ব্যাস—
"আছে। মানবের চিন্তা, ইচ্ছা যে স্বাধীন
অস্বীকার্য্য বাসুদেব। কার্য্য ইচ্ছাধীন;
কভু ইচ্ছার স্বাধীন। ঘটনার স্রোতে
—দুর্লঙ্ঘ্য, অপ্রতিহত—নিয়া ভাসাইয়া
অনিচ্ছায় কার্য্যমগ্ন করিতে মানবে
দেখিয়াছ। দেখিয়াছ ঝটিকার বেগে
অকালে অপক্ক ফল পড়িতে ঝরিয়া
ভূমিতলে। মানি তবু কার্য্য ইচ্ছাধীন!
কিন্তু তার সফলতা, শেষ পরিণাম
নহে মানবের জ্ঞান ইচ্ছার অধীন।
জানিতেন অর্জ্জুন কি চলিলেন যবে
বিপ্রের গোধন বলে করিতে উদ্ধার,
এই উদাসীনব্রত হবে পরিণাম?
জানিবেন কিসে তবে, পাইলে সন্ধান
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালার

হবে কোন্‌ পরিণাম ? নহে অসম্ভব
বিষম অশুভ তার সেই দরশনে,
শিশিরের সম্মিলনে পদ্মিনীর যথা।
যেমতি রজনীগন্ধা ভানুর উদয়ে
ক্রমে শুকাইয়া বৃন্তে পড়ে ভূমিতলে,
হয় ত তেমতি বালা ক্রমে শুকাইয়া
জীবনের বৃন্ত হ'তে পড়িবে ঝরিয়া।
নহে অসম্ভব কৃষ্ণ, পার্থ হুতাশন,
প্রবেশিয়া অনাথার জীবন-উদ্যানে,
পোড়াইবে একে একে আশার কুসুম
দুঃখিনীর। পোড়াইবে পতঙ্গের মত
তারে। নহে অসম্ভব হইবে অর্জ্জুন
সেই অনাথিনীহন্তা—
উঠিল শিহরি
অর্জ্জুনের কলেবর। হৃদয়ে তাঁহার
কে যেন তুষারধারা দিলেক ঢালিয়া।
মহর্ষির মুখ পানে স্থির দু' নয়নে
রহিলেন নিরখিয়া।

ব্যাস — না, না, ধনঞ্জয়!
এই উদাসীন-ব্রত করি উদযাপন

যাও ফিরে ইন্দ্রপ্রস্থে ; করগে পালন
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম,—রাজত্ব শাসন।
ওই বীরকান্তি তব করে তিরস্কার
রক্তবাসে ; তিরস্কার করে কমণ্ডলু
কার্ম্মুক-অঙ্কিত তব বাহু সুবিশাল।
আপন কর্ত্তব্য পথ রয়েছে তোমার
সম্মুখেতে প্রসারিত, ত্যজিয়া তাহায়
অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ।

কৃষ্ণ। "অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ"।—
মহর্ষি! অদৃষ্টবাদ মানিব কি তবে?
মানব-অদৃষ্ট-লিপি কপাল-লিখন—
সত্য সঙ্গত, কি তবে? পাপ পুণ্য সব
মিথ্যা কথা? এত আশা, এতই উদ্যোগ,
এত ধ্যান, এত জ্ঞান, নিষ্ফল সকল,—
যা আছে কপালে তাহা ঘটিবে নিশ্চয়!
ভাবিলেও মনে, প্রভু, কি যেন জড়তা
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আসি হয় সঞ্চারিত।
নিষ্ঠুর সৃষ্টির কর্ত্তা! মানিব কি তবে
দারুণ অদৃষ্টবাদ, ললাট-লিখন?

ব্যাস। মানিবে অদৃষ্টবাদ। ললাট-লিখন

মূর্খের সান্ত্বনা, কৃষ্ণ, অলসের আশা!
মানিবে অদৃষ্ট। দুই অনন্ত জগৎ,—
মানস ও জড় সৃষ্টি,—রয়েছে পড়িয়া।
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র নর, খদ্যোতের মত,
একটি বালুকা নাহি পারে দেখিবারে,
একটি বালুকা নাহি পারে বুঝিবারে,
সেই দুই অনন্তের। রয়েছে পড়িয়া
কত তত্ত্ব-তত্ত্ব-রাশি গর্ভে উভয়ের—
অদৃষ্ট তাহার নাম; মানিবে না কেন?
মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত।
কি ঘটিবে কোথা হ'তে মুহূর্ত্তেক পরে
নাহি জানে অন্ধ নর। দেখিয়াছ তুমি,
মানবের কত মহা কার্য্যের তরণী,
উড়াইয়া বৈজয়ন্তী পাইতেছে কূল,
একটি ঘটনা-ঊর্ম্মি আসি আচম্বিতে
অমনি অতলগর্ভে ডুবাইল তারে,—
হে কৃষ্ণ, অদৃষ্ট তবে মানিবে না কেন?
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে মিথ্যা কথা।
দেখিবে কর্ত্তব্য যাহা জ্ঞানের আলোকে,
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য; চল সেই পথে।

ততোধিক মানবের নাহি অধিকার।
হইলে নিষ্ফল যদি, জানিবে নিশ্চয়
সেই নিষ্ফলতা-বীজ ছিল লুক্কায়িত
কার্য্যে তব জ্ঞানাতীত, অদৃষ্ট তোমার।
সৃষ্টিকর্ত্তা, বাসুদেব, নহেন নিষ্ঠুর!
বলিবে কি তবে, তত্ত্ব অনন্ত ভাণ্ডার
নাহি করিলেন কেন নরজ্ঞানাধীন?
অশীতিবর্ষীয় জ্ঞান না দিলা শিশুরে?
একই উত্তর তার—অদৃষ্ট নরের
সেই মহা তত্ত্ব। ওই মহা পারাবার
পতঙ্গের করায়ত্ত হইবে কেমনে!
মানবের জ্ঞানালোকে দৃশ্যমান যাহা
আপনি, পুরুষোত্তম, দেখ তুমি সব,
কি কাজ আমাকে বল জিজ্ঞাসিয়া আর!
যাও, বৎস, রৈবতকে আশীর্ব্বাদ করি।
ইন্দ্রপ্রস্থে সব্যসাচী ফিরিবে যখন,
জনে জনে পরিজনে বলিও ব্যাসের
আশীর্ব্বাদ। নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করি
কৌরবকুলের এই সুখসম্মিলন
হয় যেন চিরস্থায়ী,—গঙ্গা-যমুনার

পুণ্য সম্মিলন যথা,—এক স্রোতে সদা
আর্য্যাবর্ত্তে শান্তিসুধা করি বরিষণ।

অর্জ্জুন। "হইবেক চিরস্থায়ী!"—কত দিন আর
রবে ভগবান, এই বালির বন্ধন
দুর্য্যোধন দ্বেষ-স্রোতে? পূর্ব্বকথা সব
আপনি জানেন, প্রভু। অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত;
পিতা বর্ত্তমানে তাঁর নাহি অধিকার
সিংহাসনে, সেই হেতু পিতৃদেব মম
হইয়া যৌবনে যোগী পশিলেন বনে,
রাজরাণী পত্নীদ্বয় হইলা যোগিনী।
হতভাগ্য পঞ্চ ভাই জন্মিলাম বনে।
বনে বনে কাটাইনু সুখের শৈশব
কত কষ্টে, কত কষ্টে পালিলেন পিতা।
রাজপুত্র মোরা,—হায়! ছিল আমাদের
ক্রীড়াভূমি বনস্থলী; বন্যপশুচয়
ক্রীড়াসহচর; শয্যা বনদূর্ব্বাদল;
বসন বল্কল। কভু কণ্টকেতে ক্ষত
হ'লে কলেবর; কভু অনাহারে শুষ্ক
হইলে বদন; ক্ষুদ্র যোগী মুখ চাহি
কাঁদিতা জননী দুঃখে; কিন্তু জনকের

সতত প্রসন্ন সেই প্রশান্ত বদনে
একটি কষ্টের রেখা দেখি নাই কভু।
সেই সুপ্রসন্ন মুখে সম্বরিলা লীলা
পিতৃদেব ; বনস্থলী কাঁদিল বিষাদে।
হেন ভ্রাতৃভক্তি, হেন সর্ব্ব-সহিষ্ণুতা,
নিঃস্বার্থতা, অকাতরে আত্ম-বিসর্জ্জন,—
এমন দৃষ্টান্ত প্রভু আছে কি জগতে ?
স্বর্গীয়া বিমাতা সাধ্বী আরোহিলা চিতা
অকাতরে, পঞ্চ ভাই কত কাঁদিলাম
বেষ্টিয়া তাঁহারে! সেই করুণ মুখ-শ্রী,
সেই স্নেহের গগন শান্ত সুশীতল,
সে চুম্বন, আলিঙ্গন, সেই স্নেহ-ভাষা,
পড়ে যবে মনে, প্রভু!—

হলো কণ্ঠ-রোধ।

অশ্রু দুই ধারা বেগে ঝরিতে লাগিল
পার্থের বিশাল বক্ষে। মুছিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তেক পরে পার্থ আরম্ভিলা পুনঃ—
"অনাথিনী মাতা সহ অনাথ আমরা
ফিরিলাম হস্তিনায়, দীন নিরাশ্রয়!
হস্তিনায়!—না, না, প্রভু পশিলাম বনে,—

অরণ্য ভীষণতর! পড়িলাম হায়!
যেই হিংস্রজন্তুদন্তে, অরণ্যে দুর্ল্লভ।
সে অবধি ছলে, বলে, অস্ত্রে ও অনলে
বিনাশিতে আমাদের ক'রেছে কৌশল
দুর্য্যোধন কতরূপে, জানেন আপনি।
অতুল কৌরবরাজ্য ত্যজিলেন পিতা
যেই জ্যেষ্ঠতাত তরে, সেই ধৃতরাষ্ট্র
একটি উচ্ছিষ্ট অন্ন না দিলা তাঁহার
অনাথ সন্তানগণে। প্রতিদানে শেষে
প্রেরিলা বারণাবতে মরিতে পুড়িয়া
ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত!"

পুনঃ অর্জ্জুনের
হলো কণ্ঠরোধ ক্রোধে। সম্বরিয়া ক্রোধ
বলিতে লাগিলা পুনঃ—

"দ্বাদশ বৎসর
ভ্রমিলাম বনে পুনঃ। শৈশব, কৈশোর
এইরূপে আমাদের গিয়াছে কাননে।
কি করিব? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক সুশীল,
পিতৃগুণে অলঙ্কৃত, না দিবে কখন
জ্ঞাতিরক্তে কলুষিতে পবিত্র বসুধা।

এখন যে ইন্দ্রপ্রস্থ ক'রেছে অর্পণ,
কে বলিবে ষড়যন্ত্র, নিগূঢ় মন্ত্রণা,
নাহি পাপিষ্ঠের মনে! সেই বিষধর
থাকিতে কৌরবগৃহে শান্তি অসম্ভব।
তাহার হিংসার স্রোত দেখিতে দেখিতে
বাড়িতেছে সিন্ধুমুখী ভাগীরথী মত,
বালির বন্ধন তাহে রবে কত দিন?"

কৃষ্ণ। শুধু হস্তিনায় নহে। এই হিংসা-বিষ
সমস্ত ভারতবর্ষে, মগধে, চেদিতে,
হইতেছে বিধূমিত। প্রত্যেক নৃপতি,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল মত, রহেছে চাহিয়া
নিজ-প্রতিবাসী পানে! ভাবিছে সুযোগ
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কেমনে।
দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদাশ্রিত বাণিজ্য-কমল,
জ্ঞানের সহস্রদল ভারতী-আশ্রয়,
শুকাইছে; পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্য্য-সভ্যতার রবি। আর্য্য-ধর্ম্ম-নীতি
—প্রীতিময়, প্রেমময়, শান্তিসুধাময়,—
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।

রাজ্যভেদ, গৃহভেদ, জাতিভেদ প্রভু,
ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটাইছে হায়!
বলবান কোনো জাতি পশ্চিম হইতে
আসিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্য্যজাতি তৃণরাশি মত—
অহো! কিবা পরিণাম!

ব্যাস। সত্য, বাসুদেব,
বড় শোচনীয় দশা আজি ভারতের!
স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি, জানিও নিশ্চয়
স্বেচ্ছাচারে নহে, বৎস, চালিত রক্ষিত।
কিবা জন, কিবা জাতি, উভয় সমান
দুর্লঙ্ঘ্যনিয়মাধীন। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড
যত বলে নিক্ষেপিবে শিলা স্তম্ভতরে,
তত বলে প্রতিক্ষেপ হইবে নিশ্চয়।
যেইরূপে আর্য্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য্য দুর্ব্বলে,
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
এক দিন। বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব,
রাজত্বের মহাদর্শ। নহে পশুবল
ভিত্তি, কিম্বা, হে কংসারি, নিয়ম ইহার।

বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য, রাজত্ব দয়ার।
বিশ্বরাজ্য ন্যায়-রাজ্য, রাজত্ব নীতির।
ক্ষুদ্র বন-পুষ্প হ'তে অনন্ত গগন—
সর্ব্বত্র অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল,
সর্ব্বত্র অনন্ত প্রীতি। হেন মহারাজ্য
যত দিন যদুশ্রেষ্ঠ না হবে স্থাপন,
তত দিন আর্য্য-রাজ্য, জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ কালের স্রোতে বালির সৃজন।

"মহারাজ্য"—ধীরে ধীরে দেবকীনন্দন
চাহি দূর সিন্ধু পানে বলিতে লাগিলা—
"হে মাতা ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায়।
তুষার-কিরীট শীর্ষ, বিরাট-মূরতি,
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে,
প্রসারিত ভুজদ্বয় করি সম্মিলিত
পদতলে কুমারীতে ভীষণ মুষ্টিতে,
আপনি ভারতবর্ষ করেন রক্ষণ।
ভীষণ ভুজাগ্রদ্বয়—মহেন্দ্র, মলয়,—
তুচ্ছ মানবের কথা, সমুদ্র আপনি
না পারি লঙ্ঘিতে বলে মানি পরাজয়,

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে শোভিছে কেমন
ভারতের পদতল করি প্রক্ষালন!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈলপ্রাচীরের মধ্য পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিত—
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

ব্যাস। বড়ই দুরূহ ব্রত!

কৃষ্ণ। জননী ভারত!
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী!
ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জ্জুনের,
তোমার সেবায় মাতঃ! হ'লে নিয়োজিত,
কোন্ কার্য্য নাহি পারে হইতে সাধিত!

রহিলেন তিন জন চিত্রার্পিতপ্রায়
চাহি দূর সিন্ধু পানে। কিছুক্ষণ পরে,
বন্দি মহর্ষির পদ, কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
চলিলেন রৈবতকে হইয়া বিদায়!
কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া,
শৃঙ্গ হ'তে অবতীর্ণ হইলে উভয়,
কহিলা মহর্ষি ধীরে—

"দুজ্ঞের্য় মানব!

আশৈশব স্থিরভাবে গ্রন্থের মতন
তোমার ঘটনাপূর্ণ বিচিত্র জীবন
করিয়াছি অধ্যয়ন। বিপুল ভারতে
যদি কেহ কদাচিৎ পারে সাধিবারে
হেন মহাব্রত, তবে, হে কৃষ্ণ! সে তুমি!
ব্যাস অর্জ্জুনের সাধ্য নহে কদাচন।”

চতুর্থ সর্গ।

মহাসন্ধি।

পশ্চিমজলধিগর্ভে যেই পুণ্যভূমি
শোভিতেছে মনোহর অঞ্জলির মত,
—রাজরাজেশ্বরীরূপা ভারত-জননী
চাহিছেন যেন চারু অঞ্জলি পাতিয়া
রত্নকরে রত্নকর, রত্নাকর কাছে,—
বেষ্টিয়া যে করপদ্ম জলধি সতত
বর্ষিছে হীরকরাশি, প্রকোষ্ঠে তাহার
রৈবতক গিরিমালা, কারুকার্য্যময়,
শোভিতেছে মরকত-বলয়ের মত!
পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে শৈল-বলয়ের
শোভিতেছে স্বর্গসম ব্যাসের আশ্রম।
পূরব উত্তর প্রান্তে, শিলাকক্ষে এক
নিবিড় নিশীথে, ঘন নিবিড় কাননে,
বসিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি ধ্যানে নিমগন।
অতি দুরারোহ কক্ষ; স্বভাব-সৃজিত

বিশাল প্রস্তরখণ্ডে; প্রবেশের দ্বার
সঙ্কীর্ণ সঙ্কটময় বিবরের মত।
ব্যাঘ্রের বিবর ভাবি বনচর কেহ
দিবসেও কভু নাহি আসিত নিকটে!
ইদানীং বিধূমিত দেখি কক্ষদ্বার,
অপদেবতার ভয়ে, দিবা দ্বিপ্রহরে,
হয়েছিল বনস্থলী মানববর্জ্জিত।
জরৎকার নামধারী মহর্ষি দুর্ব্বাসা
চিন্তামগ্ন বসি কক্ষে, ক্ষুদ্র কলেবর
ঘোর কৃষ্ণ,—কক্ষতলে শিলাখণ্ড যেন!
একটি অনলশিখা, সম্মুখে তাঁহার
খেলিতেছে কক্ষতলে, সর্পজিহ্বা মত,—
ইন্ধন-বিহীন অগ্নি—জ্বলিয়া নিবিয়া
ছায়াবাজি মত, ক্ষীণ আলো-অন্ধকারে
করিয়া ভীষণ কক্ষ দ্বিগুণ ভীষণ।
ভৌতিক অনলক্রীড়া চাহিয়া চাহিয়া
জ্বলিতেছে কোটরস্থ যুগল নয়ন,
ভুজঙ্গের নেত্র মত বিষাক্ত উজ্জ্বল।
বলিতে লাগিলা ঋষি—"দেব, বৈশ্বানর!
এই গিরি-কোটরেতে মূর্ত্তিমান তুমি!

কহ, দেব, কোন দোষে করিল পাপিষ্ঠ
শিষ্যের সম্মুখে মম এত অপমান!
বলিলাম—'বাসুদেব! আশীর্ব্বাদ করি!'
যত বার, তত বার তুচ্ছ করি দম্ভী
অবজ্ঞায় নিরুত্তর রহিল যে ভাবে,
হে অগ্নি! তুমিও তাহে হইতে দাহিত।
যেই রাবণের চিতা হৃদয়ে আমার
জ্বলিতেছে দুর্ব্বিষহ সেই অপমানে,—
সপ্তম দিবস আজি, জলবিন্দু নাই
পশিয়াছে দেহে মম। সপ্তম বৎসর
থাকে যদি অনাহারে এই ঋষিদেহ,
রাখিব তা। যদবধি না করি উপায়
এই প্রতিহিংসা-ব্রত করিতে সাধন,
জলবিন্দু নাহি, দেব, করিব গ্রহণ।
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি, এত অপমান
নীচ গোপজাতি হস্তে, সহিব কেমনে,
বহিব কেমনে বুকে? শুধু সেই দিন?
নহে এক দিন; দেখি যেখানে সেখানে
তুচ্ছ করে ব্রাহ্মণেরে, ঋষি অবহেলে,
তুচ্ছ করে যাগ যজ্ঞ। ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়ি

গোবর্দ্ধন পূজা ব্রজে করিল প্রচার;—
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন!
জন্ম নীচ গোপকুলে, কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
চাহে জ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ব; পূজ্যমাত্র তার
জারজ ম্লেচ্ছজ সেই ব্যাস দুরাচার,—
শিষ্য-উপযোগী গুরু! সহিব কেমনে
গোপের ক্ষত্রিয়-গর্ব্ব, ব্রহ্মত্ব ম্লেচ্ছের?
কাকের এ কোকিলত্ব? থাকিতে জীবন,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে রসাতল
সহিব কেমনে তাহা? যেই ব্রহ্মতেজে,
হে তাত পরশুরাম! করিলে ভারত
একাক্রমে নিঃক্ষত্রিয় একবিংশ বার,
ব্রাহ্মণের সেই তেজ গেছে কি নিবিয়া?
নাহি ভুজবল সত্য; কিন্তু বুদ্ধিবলে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য করিব রক্ষণ
অচল অটল, এই রৈবতক মত!"
নীরবেতে অন্যমনা থাকি কিছুক্ষণ
কহিলা, "হইল নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
আসিল না তবে বুঝি?" কক্ষের দুয়ারে
শুনি শুষ্কপত্র-শব্দ মুদিয়া নয়ন

বসিলা কৃত্রিম ধ্যানে। বহুক্ষণ পরে
কহিলা বিরক্ত কণ্ঠে—"এখন ত কই
আসিল না? নীচ জাতি অনার্য্য অধম
ভাঙ্গিল প্রতিজ্ঞা বুঝি। মহামূর্খ আমি
হেন ইতরের কথা—সলিলের লেখা,—
করেছি বিশ্বাস! মনে করিয়াছি স্থির
এই ভগ্ন কাষ্ঠে সিন্ধু করিতে লঙ্ঘন
উত্তালতরঙ্গপূর্ণ!" আবার সে শব্দ!
আবার তেমতি ধ্যানে বসিলা দুর্ব্বাসা;
রহিলেন বহুক্ষণ;—আসিল না কেহ।
এই বারো বন্যজন্তু-পদ-সঞ্চালন
কক্ষদ্বারে শুষ্ক পত্রে। এবার ঋষির
ক্রোধ মহাসিন্ধু ধৈর্য্য বালির বন্ধন
নিল উড়াইয়া, বেগে ত্যজিয়া আসন
উন্মত্তের মত কক্ষে লাগিলা ঘুরিতে;—
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয় বারেক পশ্চাতে,
বারেক নিরত দীর্ঘ-শ্মশ্রু-উৎপাটনে।
অঙ্গভঙ্গী, মুখভঙ্গী, কর-সঞ্চালন,
ভীষণ ভ্রুকুটী, কভু দন্ত কড়মড়ি
অনাগত জনোদ্দেশে,—দেখিত সে যদি

নিশ্চয় ভাবিত মনে প্রেতযোনি কেহ
মন্ত্রবলে আছে বদ্ধ এই কারাগারে।
ভ্রষ্টাহার বিষধর হয় বদ্ধ যদি
গৃহস্থের গৃহে, যথা করে ছুটাছুটি
গরজি নিষ্ফল ক্রোধে, তেমতি দুর্ব্বাসা
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কক্ষে গরজিয়া ক্রোধে
বলিতে লাগিলা—"সত্য, পাপী নরাধম!
আমি দুর্ব্বাসার সঙ্গে এই প্রতারণা?
পার্থ কৃষ্ণ গণনায় নাহি আসে যার,
তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা? ধরিস্ রে তুই
এক দেহে ক'টি প্রাণ? পঞ্চ প্রাণ তোর
হয় যদি পঞ্চশত, পঞ্চদশ শত,
নাহিক নিস্তার তোর দুর্ব্বাসার ক্রোধে!
যেই বজ্রানলে দগ্ধ হয় গিরিচূড়া
তার কাছে তুই তৃণ! বিধর্ম্মী তস্কর!
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে এবে বন্যজন্তু মত
ভ্রমিস কাননে ভয়ে, দুর্ব্বাসার ক্রোধে,
পৃথিবীর গর্ভে যদি করিস প্রবেশ,—
নাগের উচিত বাস,—জানিস তথাপি
নাহি পরিত্রাণ কভু! নাগ নাম কেন,

বুঝিলাম এত দিনে। নীচ সর্প মত
লুকায়ে নিবিড় বনে, পর্ব্বত-গহ্বরে,
দংশিবারে তুই নীচ তস্করের মত
নিদ্রাতুরে, অসতর্কে! সাজিবে কি তোরে
এই বীরব্রত, এই বীরের উত্তম?”
কক্ষদ্বার পানে ক্রোধে চাহিয়া চাহিয়া—
“আসিলি না? আসিলি না? আসিলি না তুই?
ভাঙ্গিলি প্রতিজ্ঞা তোর, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র মত
এক লম্ফে পড়ি তোর বক্ষের উপরে,
হৃদয়শোণিত তোর না করিব পান
যত দিন, না যুড়াবে এই ক্রোধ মম;
তত দিন নহে নাম দুর্ব্বাসা আমার।”
কি শব্দ আবার! ত্রস্তে উঠি, ভুলি ব্যথা,
ছুটিলা আসনে, ত্রস্তে বসিলা সে ধ্যানে।
একটি মানবমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ধীরে
প্রবেশিয়া কক্ষদ্বার, ধীরে ধীরে ধীরে
দাঁড়াইল ঋষিপার্শ্বে,—শৈলকক্ষে যেন
দৃঢ় শৈলস্তম্ভ এক হইল স্থাপিত।
বর্ণ কৃষ্ণ, দেহ খর্ব্ব, বলিষ্ঠ শরীরে
স্থানে স্থানে মাংসপেশী উঠিছে ফাটিয়া।

স্থূল অঙ্গ, স্থূল নাসা, স্থূল ওষ্ঠাধর,
নেত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল! ব্যাঘ্রের মতন
কি যে এক বিভীষিকা মুখভঙ্গিমায়
গাম্ভীর্য্যের সনে যেন রয়েছে মিশিয়া,
দেখিলে হৃদয়ে হয় ভীতির সঞ্চার।
কটি বদ্ধ রক্তবাসে; ক্ষুদ্র রক্তবাসে
আবরিয়া বাম ভুজ শোভে উত্তরীয়!
রক্তবাসে বিমণ্ডিত মস্তক উপরে
শোভে বেণীবদ্ধ কেশ উষ্ণীষের মত।
চাহিয়া চাহিয়া সেই অগ্নিশিখা পানে
—আশ্চর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অযোনিসম্ভব!—
ঈষৎ কাঁপিল সেই নির্ভীক হৃদয়।
"কেমনে জ্বলিছে অগ্নি নিবিছে কেমনে,"—
ভাবিল সে মনে,—"কিছু বুঝিতে না পারি
পড়িয়াছি আমি কোনো অপদেবতার
নিদারুণ ছলনায়; কে দেখেছে কোথা
পাষাণে জ্বলিতে অগ্নি ইন্ধনবিহীন।
নহে মিথ্যা তবে এই বিবরের কথা
শুনিয়াছি যাহা,"—শিখা নিবিল হঠাৎ,
আবার তাহার বুক উঠিল কাঁপিয়া,

সেই ঘোর অন্ধকারে। আবার যখন
জ্বলিল সে অগ্নি, ধীরে ধ্যানান্তে দুর্ব্বাসা
চাহি আগন্তুক পানে হাসিলা ঈষৎ।
হাসি!—কেন এই হাসি? আরো ভয় মনে
হইল সঞ্চার তাহে। ভাবিল সে মনে
হাসিতেছে করায়ত্ত দেখিয়া আমায়।
মহাদেব! মহাদেব—কম্পিতহৃদয়ে
লাগিল জপিতে। ধীরে উঠিয়া দুর্ব্বাসা
দাঁড়াইয়া কক্ষদ্বারে, অতি সাবধানে
বহুক্ষণ সসন্দেহে দেখিলা বাহিরে,
শুনিলা নীরবে স্থির শ্রবণ পাতিয়া।
ফিরিয়া আসনে পুনঃ ঈষৎ হাসিয়া
বলিলা—"বাসুকি! তুমি করেছ পালন
প্রতিজ্ঞা তোমার। দেখ তপস্যায় যার
মূর্ত্তিমান্ এই কক্ষে দেব বৈশ্বানর,
কর প্রবঞ্চনা যদি, বল মিথ্যা কথা,
তার কাছে, নাগপতি, জানিও নিশ্চয়
এক লম্ফে অগ্নিশিখা পশিয়া হৃদয়ে
পোড়াবে হৃদয় তব,—পোড়াও যেমতি
মৃগমাংস মৃগয়ার অনার্য্য তোমরা,

হোমানলে যজ্ঞশেষে পোড়াই আমরা।
কি ছিল প্রতিজ্ঞা সব আছে তব মনে—
এসেছ একক তুমি ?”

বাসুকি। একক।

দুর্ব্বাসা। নিরস্ত্র ?

বাসুকি। নিরস্ত্র।

দুর্ব্বাসা। আসিতে পথে দেখেছ কি কিছু ?

বাসুকি। দেখেছি। শুনেছি যাহা দেখেছি সকল।
নিজে বনচর আমি, নির্ভয়হৃদয়ে
ভ্রমি যথা তথা বনে দিবসে নিশীথে,
কিন্তু হেন ভয়ানক প্রেতপুরী আর
দেখি নাই কদাচিৎ, শুনি নাই কভু।
যেই এই বনপ্রান্তে করিনু প্রবেশ,
কি যেন দারুণ শীত হইল সঞ্চার
সর্ব্বাঙ্গে, পড়িল বুকে বৃহৎ পাষাণ।
ফেলি এক পদ, শুনি পদশব্দ দুই,
আসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পশ্চাতে!
কহিতেছে কাণে কাণে কি যেন সতত!
দাঁড়াইলে সে দাঁড়ায়, ছুটিলে সে ছুটে,
কাশিলে সে কাশে সঙ্গে, হাসিলে সে হাসে।

কত বার মনে ভাবি দেখিব ফিরিয়া
কিন্তু নাহি সাধ্য, গলা সে যেন ধরিয়া
রাখিয়াছে, কর তার মৃতের মতন
দৃঢ়, হিম, সেই করে ঠেলিছে সম্মুখে।
সেই কর, সে পরশ করিয়া স্মরণ—
তুষারের সর্প এক বেষ্টিয়া গলায়
কসিতেছে চক্র যেন—এখনো আমার
হইতেছে রুদ্ধশ্বাস, কাঁপিতেছে বুক।
সহিতেছি যে যন্ত্রণা, শত গুণ তার
সহি যদি, দেও যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,
বল যদি মৃত্যুমুখে করিতে গমন,
যাইব নির্ভয়ে, কিন্তু এই বনে, ঋষি,
প্রাণান্তে কখন আমি আসিব না আর।

দুর্ব্বাসা। ভগবান্ ভূতনাথ, অনার্য্য-ঈশ্বর,—
এই তাঁর ক্রীড়াভূমি। প্রেতগণ সহ
বিরাজেন নিত্য প্রভু এই মহাবনে
সদাশিব সদানন্দে। মহাভক্ত তাঁর,
তুমি হে অনার্য্যপতি, প্রেতগণ হ'তে
নাহি তব ভয়; তব দরশনে তারা,
বায়ুর স্বজন, যাবে বায়ুতে মিশিয়া।

প্রথম পরীক্ষা তব হইয়াছে শেষ—
উত্তীর্ণ বাসুকি তুমি!

বাসুকি। প্রতিজ্ঞা আপন
ঋষি জরৎকার! তবে করহ পালন।
আপন প্রতিজ্ঞামতে দেও হে বলিয়া
কিরূপে হইবে মম বৈরনির্য্যাতন।
নিষ্ফল যে হিংসা-বহ্নি হৃদয় আমার
দহিতেছে অনুক্ষণ, দেও হে বলিয়া
কিরূপে আহুতি তাহে করিব প্রদান।

দুর্ব্বাসা। ভুলিয়াছ প্রতিশ্রুতি, নাগেন্দ্র বাসুকি!
আছিল প্রতিজ্ঞা এই—একে একে তিন
কঠিন পরীক্ষা তব করিব গ্রহণ,
দেখিব সে ব্রতযোগ্য আছে কি হে তব
দৃঢ়তা, সাহস, শক্তি, সর্ব্বত্যাগী পণ।
একে একে একে তিন সেতু ক্ষুরধার
হও যদি পার, তবে যথা ইচ্ছা মম,
যথাস্থানে, যথাকালে, করিব দীক্ষিত
সেই মহামন্ত্রে আমি, যাহাতে নিশ্চিত
তব প্রতিহিংসা-ব্রত হবে উদ্‌যাপিত।

বাসুকি। যে পরীক্ষা ইচ্ছা তব করহ গ্রহণ

এই দণ্ডে, আর প্রাণে সহিতে না পারি
এই আত্ম-ধ্বংসী ক্রোধ। বৃক্ষের কোটরে
অগ্নিকণা কেহ যদি বিক্ষেপে কখন,
অলক্ষিতে যথা বহ্নি দহে অন্তঃস্থল
ক্রমে ক্রমে; ক্রমে ক্রমে শুকায় পল্লব,
শুকায় বল্কল শাখা; ক্রমে ক্রমে শেষে
সুবিশাল বনস্পতি করে ভস্মীভূত;
তেমতি এ ক্রোধ-বহ্নি দহিছে আমায়
তিল তিল, নিরন্তর সহিতে না পারি
হৃদয়ের হৃদয়ে এ বৃশ্চিকদংশন।

দুর্ব্বাসা কি সে ক্রোধ? কেমনে তো হইল সঞ্চার?
পারি আমি যোগবলে, দেখেছ, বাসুকি,
পড়িতে পরের চিত্ত গ্রন্থের মতন।
তথাপি যে তব মুখে শুনিতে বাসনা—
কি সে ক্রোধ, কোন্ রূপে হইল সঞ্চার,
দেখিব এ ক্রোধ তব গভীর কেমন।
দাবানল মত তাহা যাইবে বুঝিয়া
যদবুধি ভস্ম নাহি হইবে কানন;
কিম্বা দীপশিখা মত যাইবে নিবিয়া
একই ফুৎকারে তাহা। বহে বজ্রানল

বরষার মেঘ মত; কিম্বা যাইবে উড়িয়া
শরতের মেঘ মত গরজি নিষ্ফল।

বাসুকি কি সে ক্রোধ, কোন্ রূপে হইল সঞ্চার?
যেই উগ্র বহ্নি ভস্মে আছে আচ্ছাদিত,
যেই বিষ বিষদন্তে আছে লুক্কায়িত,
উত্তেজিত করি তারে লভিবে কি ফল?
কেবল হইবে ভস্ম অধিক ভস্মিত,
কেবল হইবে সর্প উন্মত্ত অধিক।
বলিতেছি—মথুরায় কংস নরপতি
দুরাচার যেইরূপে দলিল চরণে
অসহায় নাগজাতি অসুরসহায়,
কাটিয়া অনার্য্যগ্রীবা অনার্য্য অসিতে
করিল দুর্দ্ধর্ষবলে রাজ্যের বিস্তার,
জান তুমি সব। ত্রিংশত বর্ষ আজি
শুনিলা জনক মম স্বর্গীয় বাসুকি
সেই মহাবল কংস দেখেছে স্বপন—
দেবকীর গর্ভে যেই জন্মিবে কুমার
করিবে বিনাশ তারে; বিনাশিতে শিশু
সসত্ত্বা-ভগিনীপুরী রাখিয়াছে ঘেরি
সশস্ত্র অসুরদলে দিবস যামিনী।

নিরাশ্রয় বসুদেব মাগিলা আশ্রয়।
কৌশলে প্রহরিগণে করি প্রতারিত,
অপহৃত শিশু এক রাখিয়া কৌশলে,
হরিলেন পিতা সদ্যঃপ্রসূত কুমার!
ভাদ্র মাস, কৃষ্ণাষ্টমী, নিবিড় রজনী;
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন নিশীথ-গগন;
নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন মথুরা নগরী।
ঘন বর্ষিতেছে মেঘ, স্বনিছে পবন
রহিয়া রহিয়া ঘন; বিদারি তিমির
দৃপ্ত অগ্নি-শররাশি ছুটিছে বিজলী।
উত্তাল তরঙ্গে পূর্ণ যমুনাহৃদয়,
বিলোড়িত, বিঘোষিত, ভূতনাথ যেন
উন্মত্ত ভীষণ নৃত্যে ভূতগণ সহ,
অতিক্রমি বহু কষ্টে, প্রবেশি গোকুলে,
অপহৃত সেই শিশু আসিল রাখিয়া
—বসুদেব পুত্রহীন নন্দের আলয়ে।
কিরূপে সহায়ে মম প্রথম যৌবনে
বিনাশি কংসের বীর সেনাপতিচয়,
আক্রমি মথুরা, কৃষ্ণ কংসে বিনাশিল—
শুনিয়াছ ঋষি সেই বীরত্ব-কাহিনী।

দুর্ব্বাসা। শুনিয়াছি আমি সেই বীরত্বকাহিনী···
বস্ত্র-চুরি, জলস্থলে সতীত্ব-বিনাশ
গোপিনীর অনূঢ়ার প্রতি ব্যভিচার !
বাসুকি। মিথ্যা কথা। শত্রু কৃষ্ণ পরম আমার।
শত্রুর অযথা নিন্দা কিন্তু অনার্য্যের
নহে বীরধর্ম্ম ঋষি। যমুনার জল
নহে তত সুশীতল পবিত্র নির্ম্মল,
জানি আমি গোবিন্দের চরিত্র যেমন।
তাহার প্রশস্ত বক্ষে, উন্নত ললাটে,
গর্ব্বিত অধরপ্রান্তে, উজ্জ্বল নয়নে,
দীর্ঘ বীর-অবয়বে আছে বিরাজিত
যে দেবত্ব, দেখি নাই মানবে কখন।
সে কিশোর দেবমূর্ত্তি দেখেছি যখন
বনে কিবা রণক্ষেত্রে, জানু পাতি ভূমে,
স্থির ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহি গগনের পানে,
জ্ঞানশূন্য ধ্যানমগ্ন ; শুনেছি যখন
সহচরগণ-মধ্যে করিতে প্রচার
সে অপূর্ব্ব নব ধর্ম্ম আনন্দে বিহ্বল,
ভাবিয়াছি নহে কৃষ্ণ মানব কখন।
নীল নীরদের মত সেই কলেবর

বীরত্ব বিদ্যুতে পূর্ণ, প্রেমের সলিলে।
বিশ্বব্যাপী সেই প্রেম, নীরদের মত,
বরষেন বাসুদেব প্রাণিমাত্র সবে.
অভিন্ন অনার্য্যে আর্য্যে সর্ব্বত্র সমান।
বনের শার্দ্দূল আমি, আমাব হৃদয়,
যখন তাহার আমি হই সম্মুখীন,
ভয়েতে ভক্তিতে হয় বালকের মত।
কি প্রতিজ্ঞা, কি দৃঢ়তা, বীরতা অতুল!
বল যদি কেশরীর হ'ব সম্মুখীন,
কিন্তু বিমুখিতে কৃষ্ণে না সরে চরণ;
দেব কি মানব তাহা বুঝিতে না পারি।

দুর্ব্বাসা। সত্য কথা, নাগরাজ, পার নাই তুমি
বুঝিতে সে প্রবঞ্চকে। দয়া ধর্ম্ম তার
সকলই প্রবঞ্চনা। সমস্ত ভারতে
আপন একাধিপত্য করিবে স্থাপন,
বাঁধিয়া অনার্য্য আর্য্য দাসত্বশৃঙ্খলে।

বাসুকি। তবে কেন মথুরার লব্ধ সিংহাসন
অর্পিল : স উগ্রসেনে?

দুর্ব্বাসা। সে গূঢ় রহস্য—
সে বিড়াল-তপস্বিতা—বুঝাব তোমায়

অন্য দিন, ক্রমে তুমি পারিবে বুঝিতে।
বল কি ঘটিল পরে।

বাসুকি। হইলে সাধিত
মথুরা-বিজয়, দুষ্ট কংসের নিধন,
দুরাশায় মত্ত আমি হায়! ভাবিলাম
মথুরার সিংহাসন লইব মাগিয়া—
প্রাচীন অনার্য্য-রাজ্য; লইব মাগিয়া
সুভদ্রার করপদ্ম,— কমলকলিকা
ফুটে নাই ফুট ফুট, তাহে ভর করি
সমস্ত অনার্য্য-রাজ্য করিব উদ্ধার।
বলিলাম—"বাসুদেব! এই দুই দান,
জীবনদাতার পুত্রে দেও প্রতিদান,
আপন অনন্ত ঋণ করহ উদ্ধার।"
স্থিরকণ্ঠে ধীরে কৃষ্ণ করিলা উত্তর—
"বাসুকি! অনন্ত ঋণে ঋণী আমি তব।
জান তুমি, উগ্রসেন ভোজবংশপতি,
এই সিংহাসন তাঁর; করিতে অর্পণ
তিলার্দ্ধ তাহার মম নাহি অধিকার।
তবে যেই রাজ্য তব হরেছিল বলে
কংসরাজ, প্রত্যর্পণ মাগিব তাহার।

সন্ধির সুখদ সূত্রে বন-সিংহাসন
মথুরার সিংহাসনে করিয়া বন্ধন
উভয়ে অক্ষয় শান্তি করিব বিধান।
এখনো বালিকা ভদ্রা, কেমনে তাহারে
অর্পিব পাশব বলে? হে নাগেন্দ্র! হেন
পৈশাচিক পরিণয় আর্য্যধর্ম্ম নহে।"
যেই তরু এত দিন অঙ্কুর হইতে
পালিলাম, হইল কি সম্পূর্ণ নিষ্ফল?
তীরে এসে এত দিনে আশার তরণী
ডুবিল কি ,এইরূপে? গেল পলাইয়া
আশার পালিত মৃগ বিদ্যুতের মত?
হইনু অধীর ক্রোধে;—"কৃতঘ্ন! আমার
জীবনের সব আশা করিলি বিফল.!
লও প্রতিফল তার।" উলঙ্গিয়া অসি
হানিলাম বক্ষে তার, বজ্র পদাঘাতে
বলরাম মুহূর্ত্তেকে ফেলিয়া ভূতলে,—
উড়িয়া পড়িল অসি,—বসাইয়া বুকে
তালবৃক্ষ সম জানু, বলিল, চাপিয়া
শার্দ্দূল মুষ্টিতে গ্রীবা—"অসভ্য দুর্ম্মুখ!
জীবনের সব আশা হইবে সফল

এইক্ষণ। বনরাজ্য ছাড়ি, যাও যম-
রাজ্যে এবে! মিশাইবি যাদবশোণিত
তুই বন্য জন্তু সহ!” দ্রুত সরাইয়া
সেই কাল মুষ্টি কৃষ্ণ কহিলা কাতরে—
“কি কর কি কর দাদা নাগরাজ মম
প্রাণদাতা; উঠ, ক্রোধ কর সংবরণ।”
করে ধরি শান্তভাবে তুলিয়া আমায়
বলিলা—“যে প্রাণ তুমি করিয়াছ দান,
কেন কলঙ্কিবে অসি বিনাশিয়া তারে
নাগপতি?” না শুনিনু কি বলিলা আর।
মস্তক ঘুরিতেছিল কণ্ঠনিষ্পীড়নে;
অবশ ইন্দ্রিয় ক্রোধে। মুখে না আসিল
কথা, সঘৃণ নয়নে উত্তরিয়া দর্পে,
আসিনু চলিয়া বেগে। কত বর্ষ আজি,
সেই ক্রোধবহ্নি ঋষি! জ্বলিছে তেমন।

দুর্ব্বাসা। শুধু কৃষ্ণ বলরাম শত্রু তবে তব?

বাসুকি শত্রু মম আর্য্য জাতি ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে,
—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,—আসমুদ্র গিরি
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্য্য-শোণিতে।

এখনো যে দিকে দেখি তপ্ত রক্ত জ্যোতিঃ
জ্বলিতেছে প্রজ্জ্বলিত দাবানল মত
তীব্র আর্য্যরবিকরে। সেই রক্তে স্নাত
সমুদিত সেই রবি, সেই রক্তে স্নাত
হইবে কি অস্তমিত? সেই রক্তার্ণবে
শত শত আর্য্য-রাজ্য হয়েছে স্থাপিত;
সেই রক্তার্ণবে তাহা হতেছে বর্দ্ধিত;
সেই রক্তার্ণবে তাহা হবে কি ধ্বংসিত?
আছিল যে জাতি এই ভারত-ঈশ্বর,
আজি তারা, হা বিধাতঃ! বিদরে হৃদয়,
অস্পৃশ্য উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর-অধম!
তাহাদের শূদ্র নাম; দাসত্ব ব্যবসা;
অর্দ্ধাহার, অনাহার, জীবন নিয়ম,
পরমার্থ আর্য্যদের চরণ-লেহন!
পদ-চিহ্ন পুরস্কার। দেখিবে যখন
পবিত্র আর্য্যের মূর্ত্তি, যাইবে সরিয়া
শত হস্ত; প্রণমিবে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া।
কেবল সঞ্চিবে অর্থ, ধরিবে জীবন,
আর্য্যের সেবার তরে। তিরস্কার ভাষা;
পদাঘাত সদাচার; করে হত্যা যদি

আর্য্য কেহ, নরহত্যা নহে কদাচন!
দুর্ব্বল অনার্য্য জাতি; শক্তি, সভ্যতায়,
নহে আর্য্য-সমকক্ষ; অন্তব-বিগ্রহে—
ক্ষত, খণ্ডীকৃত; কিন্তু একই শোণিত
বহিছে অনার্য্য আর্য্য উভয় শরীরে,—
এই নির্য্যাতন তবে সহিব কেমনে?
দেখিয়াছ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অধম
হইলে আহত ক্রোধে হ'তে উত্তেজিত;
আমরা মানব হায়! তবু জিজ্ঞাসিবে—
কি সে ক্রোধ? কেমনে তা হইল সঞ্চার?
কিন্তু বৃথা; তব কাছে প্রকাশি কি ফল
এ গভীর ক্রোধশিখা। যেই নীতিচক্রে
হতেছে অনার্য্য জাতি এত নিষ্পেষিত,
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার
শীর্ষস্থানে ঋষিগণ! তুমি কি হে তবে
করিবে আহুতি দান এই হুতাশনে
আপন হৃদয়-রক্তে? কি স্বার্থ তোমার?
কহ তবে কি করিতে এ ঘোর নিশীথে,
এমন ভীষণ স্থানে, আনিলে আমায়?
প্রতিহিংসা-পথ মম দিবে হে বলিয়া?

বলিবে কেমনে তাহা; বলিবে যে কেন,
বুঝিতে না পারি, তাহে কি স্বার্থ তোমার ?
প্রবঞ্চনা ষড়যন্ত্র থাকে যদি মনে,
নিরস্ত্র যদিও আমি এক পদাঘাতে
করিব বিচূর্ণ ওই অস্থির পঞ্জর।
বাসুকি সক্রোধে উঠি স্থিরনেত্রে চাহি
দুর্ব্বাসার মুখ পানে, কহিলা গর্জ্জিয়া—
"এক পদাঘাতে করিব বিচূর্ণ ওই
অস্থির পঞ্জর।" ঋষি ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা স্থিরকণ্ঠে—"নাগেন্দ্র বাসুকি!
নাগ যে জাতির নাম, সেই জাতিপতি
হবে ক্রোধহিংসাধীন, না ভাবি বিস্ময়।
কিন্তু শান্ত কর ক্রোধ। জানিল যে জন
তোমার হৃদয়তত্ত্ব; আনিল হেথায়
বলিতে উপায়-মন্ত্র; যার তপোবলে
ওই দেখ জ্বলিতেছে প্রস্তরে অনল;
পদাঘাতে বিচূর্ণিত হবে না সে জন।
শান্ত কর ক্রোধ; শুন কি স্বার্থ আমার,
ষড়যন্ত্র সত্য কথা, নহে প্রবঞ্চনা!
কি স্বার্থ আমার? এই বিপুল ভারত

হয় নাই আজি কিম্বা কালি আর্য্যাধীন।
শত শত বর্ষ গত; তথাপিও যদি
পূর্ব্ব-আধিপত্য-স্মৃতি হৃদয়ে তোমার
জ্বালায় এ মহাবহ্নি, পার কি বুঝিতে
ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ব্রাহ্মণ যে বলে
ভারতের শীর্যস্থানে, রাহুগ্রস্ত দেখি,
জ্বলিয়াছে কি অনল হৃদয়ে আমার?
বিধর্ম্মী নাস্তিক ওই গোপের কুমার
বেদদ্বেষী নবধর্ম্মে যেই ক্ষুদ্রানল
জ্বালায়েছে এই প্রান্তে, পার কি বুঝিতে
অঙ্কুরেতে যদি নাহি হয় নির্ব্বাপিত
ভস্মিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম সেই পাপানল
প্লাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত?
পড়িলে ব্রাহ্মণ, সেই স্থান ক্ষত্রিয়েরা
আনন্দে ক্ষত্রিয় জাতি অনন্ত অসিতে
অনার্য্যের, ব্রাহ্মণের, পার কি বুঝিতে,
কাটিয়া ধর্ম্মের তরু, করিবে বিস্তার
সেই অনলের পথ? পার কি বুঝিতে,
হবে ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ, ধরার ঈশ্বর;
শীর্ষস্থানে তার,—সেই ভণ্ড নারায়ণ

সুশীল ব্রাহ্মণ, নহে শত্রু অনার্য্যের!
ব্রাহ্মণ না ধরে অস্ত্র, নাহি লয় বলে
পরের রাজত্ব, নহে যুদ্ধব্যবসায়ী।
ব্রাহ্মণের নীতিবলে জাতীয় পার্থক্য
না থাকিত যদি, যথা প্রবল সলিলে
মিশিয়া সলিল ক্ষুদ্র হয় বর্ণহীন,
হইত অনার্য্যজাতি বিলুপ্ত তেমন।
নবীন ধর্ম্মের এই তরঙ্গে যখন
জাতীয় ধর্ম্মের রেখা নিবে উড়াইয়া,
হবে কিবা পরিণাম পার কি বুঝিতে?—
এক কৃষ্ণ, এক ধর্ম্ম সমস্ত ভারতে;
দুই জাতি,—প্রভু, দাস। প্রভু ক্ষত্রিয়েরা;
দাস বৈশ্য, শূদ্র, আর পতিত ব্রাহ্মণ!
নিষ্পেষণী যন্ত্রে যথা করে নিষ্পেষিত
দুই শিলামধ্যস্থিত তণ্ডুলনিচয়,
আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য্য শিলায়,
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত-রাজ্য করিব সৃজন।
তোমরা অনার্য্য জাতি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী,
নহ ভীত রণে বনে অস্ত্রসঞ্চালনে

লও ক্ষত্রিয়ের স্থান, হইলে চালিত
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় অনার্য্যের অসি,
ব্রাহ্মণ-মস্তিষ্ক সহ, হইলে মিশ্রিত
অনার্য্যের ভুজবল, হইবে নিহত
বর্ব্বর ক্ষত্রিয়-জাতি তৃণরাশি মত।
পারিবে কি নাগরাজ?

বাসুকি। পারিব।

দুর্ব্বাসা। পারিবে?
আইস তবে, অগ্নি সাক্ষী করি
এই মহাসন্ধি আজি করিব স্থাপন।

প্রসারি দক্ষিণ কর উভয়ে তখন
ধরি করে কর, মুষ্টি করিলা স্থাপন
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে,—নিবিল অনল।
ভীষণ বিষাণধ্বনি উঠিল ধ্বনিয়া
ঘোর অন্ধকার কক্ষে, আবার যখন
জ্বলিয়া উঠিল বহ্নি, দেখিলা বিস্ময়ে
সম্মুখে বিরাটমূর্ত্তি। একি অকস্মাৎ
ধবলা গিরির চূড়া পড়িল কি খসি!
শুভ্র ভীম কলেবর ভস্মে আচ্ছাদিত;
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, নাগ উপবীত;

ত্রিনয়ন ; জটাজূট ; ললাট উপরে
শোভিতেছে অৰ্দ্ধ-চন্দ্র, অষ্টমীর চন্দ্র
ধবলা গিরির শিরে শোভিতেছে যথা।
সেই অৰ্দ্ধ চন্দ্র মাঝে ভুজঙ্গ দ্বিতীয়
সমাসীন, সর্পদ্বয় তীব্র বিষধর,
শোভে মুহুর্মুহু ফণা সঙ্কোচি বিস্তারি,
সঞ্চালিয়া বিষজিহ্বা অগ্নিশিখা সম।
শোভিছে দক্ষিণ করে ভীষণ ত্রিশূল,
ধরি অন্য করে এক প্রচণ্ড বিষাণ
ধ্বনিতেছে মেঘমন্দ্রে। ভয়ে ও বিস্ময়ে
বাসুকি পড়িতেছিলা মূর্চ্ছিত হইয়া,
দুর্ব্বাসা ধরিলা ত্রস্তে ; বলিলা গম্ভীরে—
"বাসুকি! সম্মুখে দেখ দেবদেবেশ্বর
মহাদেব! ভক্তিভরে কর প্রণিপাত।"
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে ভূমে, করি করযোড়,
দাঁড়াইলা দুই জন। গম্ভীরে তখন
কহিতে লাগিলা মূর্ত্তি—"দুর্ব্বাসা! বাসুকি!
সাধু সন্ধি! সাধু ব্রত! এই সন্ধিবলে
আর্য্য অনার্য্যের ধর্ম্ম, জাতি উভয়ের,
পবিত্র প্রণয়সূত্রে করিয়া বন্ধন,

নাস্তিক এ নবধর্ম্ম নাশিয়া অঙ্কুরে,
নাশিয়া ক্ষত্রিয় জাতি, করহ স্থাপন
অনার্য্যের মহারাজ্য। বাসুকি আপনি
সমগ্র ধরার ভার করহ বহন।
অন্যথা, হ'তেছে যেই চিতা বিধূমিত
দুষ্ট গোপসুত করে, জাতি ধর্ম্ম সহ
করিবে উভয়ে ভস্ম,—অনার্য্য ব্রাহ্মণ!
সতর্ক দুর্ব্বাসা!—শত সতর্ক বাসুকি!"
আবার নিবিল বহ্নি। ধ্বনিল বিষাণ
বিদারিয়া গিরিকক্ষ, প্রতিধ্বনি তুলি
স্থির নিশীথিনী গর্ভে নিবিড় কাননে।
আবার সে বহ্নিশিখা জ্বলিল যখন
উভয়ে বিস্ময়ে, ভয়ে, দেখিলা সে মূর্ত্তি
বিষাণনিনাদ সহ গেছে মিশাইয়া।

পঞ্চম সর্গ।

অনুরাগ।

রৈবতক শৃঙ্গে বিচিত্র কানন,
চিচিত্র পাদপচয় ;
স্বভাবে রোপিত, স্বভাবে বর্দ্ধিত,
স্বভাবের শোভাময়।
কোথায় তমাল, কোথায় বা তাল,
কোথায় অশ্বথ বট ;
ফল-বৃক্ষ নানা, ফুল-বৃক্ষ সহ
সাজায়ে বিচিত্র পট।
কোথায় দীর্ঘিকা সরসী কোথায়,
নীল নভঃ অনুকারী।
ঝরিছে নির্জ্জনে, মধুর নিক্কণে
কোথায় নির্ঝরবারি।
বন-অন্তরালে পুষ্পের উদ্যান,
পুষ্পের উদ্যানে ঘর,
প্রস্তরে নির্ম্মিত, কোথায় লতায়,
নিকুঞ্জ নিথর থর।

শৃঙ্গ প্রান্তভাগ লঙ্ঘনীয় যথা
শোভিছে তোরণ দৃঢ় ;
শোভে মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাসাদ
গগন পরশি শির।
প্রাসাদ পশ্চাতে একটি উদ্যানে,
একটি নিকুঞ্জে বসি,
সখী সুলোচনা গাঁথে ফুলমালা,—
মেঘমালা মুখ-শশী।
শ্যামা সুলোচনা, মধ্যমযৌবনা
মধ্যম শরীরখানি ;
লাবণ্য মাধুরী অজ্ঞাতে কে চুরি,
কে যেন করিছে হানি।
কৈশোরে তাহার প্রেমের কলিকা
পড়েছে ঝরিয়া, বালা
শূন্য বৃন্ত বহে, শূন্য হৃদয়েতে,
সহে সে কণ্টকজ্বালা।
নিরজনে যথা বসি একাকিনী
কপোত-কূজনে নীড়ে,
নিকুঞ্জে বসিয়া নিরজনে তথা
গাঁথে মালা, গায় ধীরে।

গীত।

১

ফুলের প্রণয়-ভাষা মরি কি মধুর রে!
আঁধারে আঁধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি মরে থাকে সরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে, উহু বাজে তার মরমে!
কিবা নব অনুরাগ কামিনী কুসুমে রে!

২

প্রেমের কৈশোরভাব রজনীগন্ধায় রে!
আঁধারে আঁধারে থাকে,
আঁধারে লুকায়ে রাখে
শীতল সৌরভভরা সুকোমল শরীরে;
কিন্তু সহে দরশন,
সুকোমল পরশন,
তোল তারে,—প্রেমভরে কাঁদিবেক শিশিরে।
প্রেমের কৈশোর ভাষা রজনীগন্ধায় রে!

৩

প্রেমের যৌবন দেখ! বিকচ গোলাপে রে!
প্রীতিময়, প্রেমময়;
শোভাময়, সুধাময়;
ব্রীড়ার ঈষৎ হাসি ভাসিতেছে অধরে!
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে,
তথাপি কোমল প্রাণ, ঝড়বেগে ঝরে রে!
প্রেমের যৌবনভাব বিকচ গোলাপে রে!

৪

প্রেমের প্রৌঢ়তা-মূর্ত্তি পদ্মিনী সুন্দরী রে!
সুখ শান্তি স্বরূপিণী,
প্রীতিপূর্ণ সরোজিনী,
যৌবনসৌরভ আছে হৃদয়েতে লুকায়ে;
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়া নাই,
সেই চঞ্চলতা নাই,
প্রীতি-পারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে,
ঝড়ে বজ্রে নাহি টলে পদ্মিনী সুন্দরী রে!

৫

প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে!

গলায় গলায় থাকে,
হৃদয়ে হৃদয়ে মাখে,
শয্যায় পড়িয়া থাকে অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া,
বিরহতাপিত প্রাণে
কি যে শীতলতা আনে,
সুকোমল সৌরভেতে মন প্রাণ মোহিয়া!
প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে!

৬

প্রেমের দুরাশা ব্রতী ওই সূর্য্যমুখী রে!
কোথায় গগনে রবি,
প্রচণ্ড অনল ছবি,
কোথা গন্ধহীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়া!
কি দুরাশা হৃদে বহে!
অনিমিষনেত্রে রহে,
যায় শুকাইয়া সেই রবিপানে চাহিয়া,
প্রেমের দুরাশা ছবি ওই সূর্য্যমুখী রে!

৭

প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে!
আঁধারে আঁধারে ফুটে,
আঁধারে ভূতলে লুঠে

কাঁদি সারা নিশি, পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া।
মাটিতে রাখিয়া বুক,
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া;
প্রেমের বিধবা হায়! ওই শেফালিকা রে!

পশ্চাৎ হইতে কে আসি অজ্ঞাতে,
নয়ন চাপিয়া ধরি,
রহিলা নীরবে। কহে সুলোচনা
হাসিয়া—"আ মরি! মরি!
হেন সুবাসিত, বিকচ গোলাপ,
কে বর্ষিতে পারে আর,
বিনে সত্যভামা ফুলকুলেশ্বরী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ রূপে যার!"
ঠোন্‌কা মারি গালে, ভ্রুকুটি করিয়া,
বলিলা আসিয়া আগে—
"ঠাট্টা, পোড়ামুখী, গোলাপের কাঁটা
ফুটিতে কেমন লাগে?"
"তোর মাথা খাই ঠাট্টা নহে দিদি,
সত্য বলি এই বার—

বিমে সত্যভামা, দুর্জ্জয় মানিনী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ মানে যার।”
সুন্দরী কাড়িয়া, লয়ে ফুলমালা,
বলিলা কৃত্রিম রাগে,—
“ছিঁড়ি ফুলমালা, দিব ফেলাইয়া,
দেখিব লাগে না লাগে !”
হাসি সুলোচনা, কহিল তখন,—

“সত্যভামা হার
গলায়' যাহার,
কি কাজ তাহার,
ফুলের মালা ?
আছে, কোন ফুল
সাজাতে এমন,
ভূতলে অতুল
রূপের ডালা।”

পুন ঠোন্‌কা গালে পড়িল হঠাৎ,
বাড়িল দ্বিগুণ ক্রোধ,
বাড়িল সখীর হাসির তরঙ্গ,
হাসির নাহিক রোধ।

বাম কর কক্ষে, দক্ষিণ করেতে
শোভিছে মোহিনী মালা,
মালা করে নিজে শোভিছে মোহিনী
কানন করিয়া আলা।
গৌরাঙ্গ গৌরবে ঈষৎ রক্তিমা,—
তরুণ অরুণাভাস ;
সুগোল বদন বালার্কমণ্ডলে
মহিমার পরকাশ।
বিলাস-বিহ্বল বিস্তৃত নয়নে
মদালস দুই তারা ;
যৌবন তরঙ্গ ছুটিয়া, ফাটিয়া,
অঙ্গে অঙ্গে মাতোয়ারা।
ঈষৎ ফুলান রক্তিম অধরে
বাসনা সমুদ্র জাগে ;
সুপ্ত ক্রোধানল, মানের ঝটিকা,
সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগে।
ভুবন-মোহিনী দাঁড়ায়ে নীরবে
দেখিছে সখীর হাসি ;
হাসি হাসি সখী, নয়ন ভরিয়া,
দেখিছে রূপের রাশি।

"মার দিদি মার"— কহে সুলোচনা,—
মার পুন ধরি পায় ;
রক্ত শতদল, মরি ! আরবার,
লাগুক আমার গায়।
যে কর-পরশে রমণীর প্রাণে
এমন অমৃত ঢালে !
আলিঙ্গনে তার, পুরুষের প্রাণে,
না জানি কি শিখা জ্বালে !"
মুখ-ভঙ্গিমায়, করিয়া উত্তর,
স্থিরকণ্ঠে কহে রাণী,—
"কাঁদ্‌ছিলি তুই বল্‌ পোড়ামুখী,
তোর সব আমি জানি।
মিথ্যা যদি তুই বলিবি আবার
নিশ্চয় খাইবি মার।"
"মিথ্যা তবে বলি,— না দিদি এবার,
সত্য ভিন্ন নহে আর।
কর-কোকনদ পরশে তোমার
যুগল নয়ন মম
আনন্দে শিশির, করিল বর্ষণ ;—
ক্ষম, পায় পড়ি ক্ষম"—

দু' হাতে সাপটি কেশরাশিভার
ধরিলা মহিষী পুনঃ,—
"ছাড় দিদি ছাড়, উহু বড় লাগে,
সত্য বলিতেছি শুন।"
মুক্ত হ'ল কেশ, ধীরে সুলোচনা
বলিল ঈষৎ হাসি—
"সত্য সত্য দিদি, কাঁদিতেছিলাম,
কান্না বড় ভালবাসি।"
"কিসের রোদন ?"— "মধুর প্রেমের।"
"কার প্রেম ?"—"নাথ মম।"
"বালবিধবার, নাথ কে আবার ?"
"হৃদয়েতে যেই জন।"
"অসম্ভব কথা, বালিকা-হৃদয়ে
কেমনে রহিবে ছায়া ?"
"নাহি ছিল দিদি, কিন্তু তুমি হায় !
জান না প্রেমের মায়া।
"বুঝিবে না তুমি এ প্রেম আমার,
শরীরে বিমুগ্ধ তুমি ;
"তোমার প্রণয় বাসুদেব যদি
যান পঙ্ক পদ চুমি।

সম্মুখ-সমরে পড়িলেন পতি,—
এইমাত্র জানি আমি ;
সম্মুখ-সমরে পড়িলেন পতি,—
এই স্মৃতি মম স্বামী।
এ চারিটি কথা শরীর তাহার,
তাহার অতুল মুখ ;
জিনি কৃষ্ণার্জ্জুন সে রূপ তাহার
যুড়ায় আমার বুক।
সমস্ত শর্ব্বরী সেই পতি মম
আমারে হৃদয়ে রাখে।
সমস্ত দিবস সেই পতি মম
আমার হৃদয়ে থাকে।
আমার এ প্রেমে মুহূর্ত্ত বিরহ
নাহি ঘটে কদাচন ;
নাহি উঠে কভু ঈর্ষ্যার গরল ;
মানের ঝটিকা রণ।
আমার এ প্রেম শান্তি-পারাবার,
হৃদয় ভরিয়া যায়,"—
"মর গিয়া তুমি, সেই পারাবারে
সত্যভামা নাহি চায়।

এলো পোড়ামুখী বালিকা বিধবা
আমায় শিখাতে প্রেম,
আসিল কাঙ্গাল দেখাতে ধনীরে
কাহাকে যে বলে হেম।
তরঙ্গ-বিহীন সে প্রেম কি প্রেম?—
ক্ষুদ্র সরসীর জল;
মহাপারাবারে কভু শান্তি, কভু
উত্তাল তরঙ্গদল।
শান্তি ঝটিকায়, আঁধারে জ্যোৎস্না,
জলদে বিজলী-খেলা,
নাহি যেই প্রেমে; না পারে যে প্রেম
প্লাবিয়া পর্ব্বতবেলা—
নিতে ভাসাইয়া, তৃণের মতন,
উন্মত্ত সংসার করি;
না ছুটে বিদারি হৃদয়-ভূধর
গৈরিক-মূরতি ধরি;
হাসিতে জ্যোৎস্না, ধাঁধিতে বিদ্যুৎ,
গর্জ্জিতে অশনিপ্রায়,
না পারে যে প্রেমে, সেই তুচ্ছ প্রেম
সত্যভামা নাহি চায়।"

বলিয়া গরবে বসি গরবিণী
লাগিলা গাঁথিতে হার;
কিছুক্ষণ পরে, ধীরে সুলোচনা
আরম্ভিলা আরবার;—
"সত্যভামা-প্রেম বুঝি বা না বুঝি,—
বজর বিদ্যুৎ গাঁথা,
বুঝিয়াছি আমি আর এক জন
খেয়েছে আপন মাথা।"

সত্যভামা। কে সে ছিন্নমস্তা?
সুলোচনা। সুভদ্রা আমার।
স। বুঝিয়াছ ভাল তবে।
সেই উদাসিনী? তারো প্রাণনাথ
চারিটি কথাই হবে।
সু। কথা নহে দিদি, তার চিত্তচোর
সেই বীরচূড়ামণি।
স। বাসুদেব তবে,— বিনে সেই চোর
বীর কারে নাহি গণি।
সু। বাসুদেব বীর! এ সংবাদ, দিদি,
কোথায় পাইলে তুমি?

সেই দিন সেই অস্ত্র-অভিনয়,
ভুলিলে সে রঙ্গভূমি ?
তব বাসুদেব দাঁড়াইয়া পাশে
ছিলা ফেল্ ফেল্ চেয়ে ;
"ধন্য ধনঞ্জয়" !— যবে বারম্বার
উঠিল আকাশ ছেয়ে।
বাঘিনীর মত পড়ি বক্ষে তার,
সখীরে ভূতলে ফেলি,
"ছোট মুখে তোর, এত বড় কথা!"—
বলিলা চরণে ঠেলি।
"ছাড়্ দিদি ছাড়্ তোর মাথা খাই,
এমন কব' না আর"—
ব'লে সুলোচনা হাসিতে হাসিতে
বাঁধিল কেশের ভার।
স। বল্ তবে তুই বুঝিলি কেমনে,
সুভদ্রার অনুরাগ ?
সু। বুঝ তুমি কিসে বীণাঙ্ক আমার
বাজে কি রাগিণী রাগ ?
স। বুঝিয়াছি আহা! বুঝাবি আমায়
কোকিলের কুহুস্বনে,—

তাহাও ত নাই, দুরন্ত শরতে
গেছে মলয়ের সনে।
ভ্রমর গুঞ্জনে, কুসুম-কাননে,
বলিবি ভদ্রার জ্ঞান
যায় হারাইয়া, পদ্মপত্রে শু'য়ে
যুড়ায় তাপিত প্রাণ।
অন্ন নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়,
দিবানিশি কাঁদে বসি ;
জ্যোৎস্না দেখিলে, উহু উহু বলে,
বরণ হয়েছে মসী।
পড়িছে খসিয়া প্রকোষ্ঠ-বলয়,
বিশুষ্ক অধরদল ;
না যতনে আর পশুপক্ষিগণে,
নাহি দেয় বিন্দু জল।
সু। এ সব লক্ষণ নহে সুভদ্রার,
ছাড় উপহাস, বলি,—
নিশ্চয় জানিও ফোট ফোট ফোট
ভদ্রার প্রণয়-কলি।
সেই উদাসীন নয়ন তাহার
নহে লক্ষ্যহীন আর ;

অথচ সে লজ্জা চাহে লুকাইতে
অন্তরে অন্তরে তার।
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ নীলিমা
নয়ন-তারায় ভাসে,
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ রক্তিমা
অধরকোণায় হাসে।
কি যেন হয়েছে কোমলতা আরো
সন্ধ্যার কোমল মুখে;
কি যেন কি ভাব, কোমলতা আরো
হয়েছে সন্ধ্যার বুকে।
ফুট ফুট ফুট কমল-কলিতে
পড়েছে অরুণাভাস,
স্থির সিন্ধু-জলে হয়েছে ঈষৎ
জ্যোৎস্নার পরকাশ।
বরঞ্চ অধিক যতনে সুভদ্রা
আপনার পক্ষীগুলি;
দিতেছে আহার, কিন্তু চেয়ে দেখ
কি যেন ভাবিছে ভুলি।
কোমলতাময় মূরতি তাহার
হয়েছে কোমলতর;—

যাই আমি তারে আনিব এখনি,
মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর!
ছুটিল রমণী, বারিভরা মেঘ
ছুটিল পবনে যথা;
মুহূর্ত্তেক পরে হাসিতে হাসিতে
ফিরিয়া আসিল তথা।
পশ্চাতে সুভদ্রা, ক্ষুদ্র দুই কর
বাঁধা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে,
হাসি, সুলোচনা চোরের মতন
টানিয়া আনিছে বলে।
"জয় মহারাজ, অখণ্ড-প্রতাপ!"—
নমি বামা ভূমিতলে,
কৃতাঞ্জলিপুটে, বলিতে লাগিল,—
"নিবেদি চরণতলে,—
রাজপ্রাসাদের, রুদ্ধ এক কক্ষে
নির্জ্জনে বসিয়া চোর,
করিতেছে চুরি, ধরিয়াছি আমি
পুরস্কার হ'ক মোর।
চোরাধন সহ আনিয়াছি চোর,
হউক বিচার তার!

সত্যভামা-রাজ্যে হয় হেন চুরি,
স্বয়ং কৃষ্ণ চোর যার!”
অঞ্চল হইতে চিত্রপট এক
দিল সত্যভামা-করে;
মহিষীর মুখ হইল গম্ভীর,
চলিলা আপন ঘরে।
“ছবি,—ছবিখানি,— দিয়ে যাও দিদি”—
সুভদ্রা বলিলা ডাকি।
ফণিনীর মত মুখ ফিরাইয়া,—
“ভদ্রা হেন ছবি আঁকি,
চাহিস্ আবার নিতে ফিরাইয়া”,—
বলিলা মহিষী রোষে,
“দেখাব ভ্রাতারে ভগিনীর গুণ,
গেল কুল তোর দোষে!”
বলে সুলোচনা,— “সাধু পুরস্কার
নাহি এই ভূমণ্ডলে;”
চলিল গাইয়া, আপনার মালা
পরিয়া আপন গলে।

গীত।

ফুলের প্রণয়-ভাষা মরি কি মধুর রে।
অাঁধারে অাঁধারে থাকি,
পাতায় পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি   ম'রে থাকে সরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে উহু!   বাজে তার মরমে,
কিবা নব অনুরাগ কামিনী কুসুমে রে!

ষষ্ঠ সর্গ।

পুরোদ্যানে।

"গগনের মধ্যস্থলে দেব অংশুমালী,
সৌর রঙ্গভূমে যথা সৌরেন্দ্র কেশরী,"—
বলিলা ফাল্গুনী ধীরে,
আরোহিয়া শৃঙ্গশিরে,—
"বর্ষিছেন কি অনল! বন অন্তরালে
সে প্রখর কররাশি পড়ি শত শত,
জ্বলিতেছে যেন খণ্ড দাবানল মত।
শারদীয় দিন!—
জীবনের প্রতিমূর্ত্তি। প্রভাত তাহার
হাস্যময়, সুকোমল,
সমুজ্জ্বল, সুশীতল;
মধ্যাহ্নে হৃদয়ে জ্বলে জ্বলন্ত অনল;
অপরাহ্নে,—হায়! এই মানব জীবন,
হয় কি তেমতি শান্ত, তেমতি শীতল?"
বসি এক তরুতলে,
শরাসন শরদলে,

রাখিয়া ভূতলে; ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণে
রহিলেন কিছুক্ষণ চাহি শূন্য পানে।
"নাহি জানি আজি,
কি ভাবিলা বাসুদেব! একি বিড়ম্বনা!
সম্মুখে রয়েছে মৃগ দেখিতে না পাই,
মৃগ এক দিকে, আমি অন্য দিকে যাই।
মৃগ লক্ষ্য করি যত হানিলাম শর,
—হাসিলেন বাসুদেব—হলো লক্ষ্যান্তর।"
কিছুক্ষণ অন্যমন;—
লয়ে তূণ শরাসন
ধীরে অট্টালিকামুখে চলিলা যখন,—
কুঞ্জগৃহে ও কি মূর্ত্তি!—থামিল চরণ।

২

সুন্দর একটি শ্বেত মর্ম্মর-আসনে,
বসি একাকিনী ভদ্রা! সেই আসনের
শ্বেতপৃষ্ঠ উপাধানে
রয়েছে অসাবধানে
অধোমুখ; সদ্যঃস্নাত কেশরাশি পড়ি,
রাখিয়াছে তনু মুখ সর্ব্বাঙ্গ আবরি।

একটি হরিণশিশু বসি পদতলে,
কভু ঘ্রাণিতেছে পদ রক্ত শতদল,
কভু নিরখিছে লুপ্ত বদনমণ্ডল।
দূর হ'তে স্থিরনেত্রে পার্থ বহুক্ষণ,
সেই মূর্ত্তি সেই রূপ করিলা দর্শন।
"আকাশের অন্তরালে রয়েছে ত্রিদিব"—
বলিতে লাগিলা পার্থ,—
"তথাপি সে স্বর্গশোভা নিরখি যেমন;
কেশরাশি-অন্তরালে রহিয়াছে পড়ি
যেই স্বর্গ দীনভাবে, নয়নে আমার
তাহার অতুল শোভা ভাসিছে তেমন,
পবিত্রতা, শীতলতা, করি বরিষণ।
পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত,
অলক-আঁধারে ওই অতুল আনন
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা বিকাশি,
নিদ্রার আঁধারে যেন স্বপনের হাসি;—
অতীতের সুখ-স্মৃতি; ভবিষ্যৎ আশা;
নিরাশার অন্ধকারে যেন ভালবাসা!"

সুভদ্রা। ছি ছি কি লজ্জার কথা! বাসুদেব আজি
দেখিবে সেই চিত্র! পুরবাসীগণ

দেখিবে, হাসিবে সবে ; ভাবিবে কি—কেন ?
আমি ত কতই চিত্র করেছি অঙ্কিত,
—কত বীররূপ,—কই কেহ ত কখন,
সত্যভামা কখনো ত, দোষে নি এমন ?

অর্জ্জুন। ঈষৎ ঈষৎ ওই আরক্ত অধর
স্থধাসিক্ত কাঁপিতেছে ; মন্দ সমীরণে
কাঁপিতেছে দুই ফুল্ল গোলাপের দল,
পল্লবের অন্তরালে, শিশিরে সজল ?
না পাই শুনিতে কণ্ঠ ; তবু কাণে মম
কি সঙ্গীত প্রেমময় হতেছে বর্ষণ,
নিশীথে স্বপনশ্রুত দূর বংশীমত,—
মধুর, অশ্রুতপূর্ব্ব ! হৃদয় কঠিন
নৈশ সমীরণ মত হতেছে বিলীন
অজ্ঞাতে তাহাতে ; কোনো পুণ্যের জীবন
ত্রিদিব-জ্যোৎস্না-গর্ভে মিশিছে যেমন !

স্থ। নাহি কোনো দোষ ? তবে হৃদয় আমার
এমন হইল কেন ? আঁকিয়াছি আমি
কত চিত্র, কত রূপ, এই চিত্র খানি
কেন লুকাইয়া আঁকি,
কেন লুকাইয়া রাখি,

কেন ইচ্ছা হয় সদা লুকাইয়া দেখি?
কত আবরণে রাখি,
কত আবরণে ঢাকি,
ঢাকিলেও কেন পুনঃ ভয় হয় মনে
দেখা যাইতেছে চিত্র? ভূতলে, গগনে,
প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে, হৃদয়ে আমার,
দেখি সেই ঢাকা চিত্র ভাসে অনিবার!
কত দেখি তবু কিছু দেখিতে না পাই,
কিসে মম দু' নয়ন
করে আসি আবরণ,
কি ভয় হৃদয়ে মম হয় সঞ্চারিত,
কাঁপে দুরু দুরু বুক, হারাই সম্বিত!

অ। নিশ্চয় ভুলেছি পথ; এই পুষ্পোদ্যানে
পুষ্প-স্বরূপিণী, যত পুর-নিবাসিনী
করেন বিহার। কিন্তু নাহি শক্তি মম
যাই অন্য পথে। মেঘ আবরণে থাকি
শশাঙ্ক যেমতি করে সিন্ধু বিচঞ্চল,
কেশ আবরণে ওই শশাঙ্ক বদন,
করেছে তেমনি মম হৃদয় বিহ্বল।
যাই স্থানান্তরে,—কই নাহি চাহে মন।

যাই তার কাছে,—কই চলে না চরণ।
কিবা রণে, কিবা বনে,
পশেছে নির্ভয় মনে
যেই জন; আজি তার কাঁপিছে হৃদয়,
একটি বালিকা কাছে করিতে গমন;
কাঁপিতেছে পদ ভীত শিশুর মতন।

সু। কত বার কত যত্নে সেই মুখখানি
আঁকিলাম, কিন্তু কই হ'ল না তেমন!
হইবে কেমনে? আমি—আমি ত কখন
দেখি নাই সেই মুখ ভরিয়া নয়ন।
দেখিতে কি জানি হয় হৃদয়ে সঞ্চার,
না পারি তুলিতে মুখ, চাহিতে আবার।
সেই বীরত্বের রেখা, গর্ব্বিত ভঙ্গিমা,
সে গৌরব, সে গাম্ভীর্য্য, অনন্ত মহিমা,
উজ্জ্বল নয়নে সেই বীর্য্য-কালানল,
—দয়াতে মণ্ডিত, সদা স্নেহেতে সজল,
কঠিনতা সনে পর-দুঃখ-কাতরতা,
সেই দৃঢ়তার সনে সেই সরলতা,
সুনীল গগন সেই বদনমণ্ডল,
আলিঙ্গি মধ্যাহ্ন-রবি শশী পূর্ণিমার,—

আতপ-জ্যোৎস্না-মাখা,—চিত্রে সাধ্য কার ?
অর্জ্জুন—ফাগুনী—পার্থ!
"সুভদ্রে! সুভদ্রে!"-
আসি লতা-গৃহদ্বারে ধীরে ধনঞ্জয়
কহিলা তরল-কণ্ঠে—"একি, কে তোমারে
এমন নিষ্ঠুররূপে করিল বন্ধন ?"
চমকি উঠিলা ভদ্রা; সম্বরি বসন
ভাবিলেন যাই চলি। ঘুরিল মস্তক;
আশ্রয়বিহীনা দীনা লতার মতন,
আসনে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা পড়িলেন ঢলি।
কালাদহ সম আলুলায়িত কুন্তল
পড়িল তরঙ্গে খেলি আঁধারি ভূতল।
অ। দেও অনুমতি, কর-কমল যুগল
বন্ধন হইতে, ভদ্রা, করি বিমোচন।
কে দিবে উত্তর ?
বালিকার অবসন্ন প্রাণে ধীরে ধীরে,
ক্লান্ত বিশ্বে প্রদোষের ছায়ার মতন,
সুকোমল নিদ্রা যেন করিছে প্রবেশ!
ভদ্রা ভাবিতেছে মনে—"দেবি বসুন্ধরে!
তোমার হৃদয়ে মাতা লুকাও আমায়।"

সেই নিরাশ্রিতা ক্ষুদ্র লাবণ্যের লতা
নিপতিতা, অর্দ্ধসুপ্তা, কেশ-অন্ধকারে,—
মুহূর্ত্তেক ধনঞ্জয় হেরিলা নীরবে
অচলহৃদয়ে। জানু পাতি ভূমিতলে
বসি পার্শ্বে; ধীরে—ধীরে বদ্ধকরদ্বয়
লইয়া আপন করে; মধুর পরশে
কি অমৃত উভয়ের শিরায় শিরায়
বহিতে লাগিল ধীরে,—স্রোত জ্যোছনার!
নিবিল মধ্যাহ্ন রবি, ডুবিল সংসার!
দেখিলা উভয়ে,—
কৌমুদী-মণ্ডিত এক অপূর্ব্ব উদ্যান,
পুষ্পময়, ফলময়, বৃক্ষলতারাজি
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে হাসে চন্দ্রালোকে
ছায়াহীন। চন্দ্রালোকে, স্ফটিকের মত,
বিভাসিত স্বচ্ছ দেহ শ্যাম শোভাময়।
সেই চন্দ্রকর স্থির; সেই ফল ফুল
সদ্যস্ফুট, সুধাপূর্ণ সুসৌরভময়।
সেই মৃদু সমীরণ, জাগায় হৃদয়ে
কি যেন কি সুখস্মৃতি, সুখের স্বপন।
শান্ত, নিরঞ্জন, স্থির সেই উপবনে

অর্জ্জুন দেখিলা ভদ্রা,—বিমুক্ত-কবরী
বসি একাকিনী স্থির, কানন-ঈশ্বরী,
সেই স্থির জ্যোছনার স্থির পূর্ণশশী !
সুভদ্রা দেখিলা পার্থ, একক সে বনে।
নীল নভঃ সম সেই বপু মনোহর
গৌরব-জ্যোছনা-পূর্ণ করিছে কানন।
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়, দেখিলা উভয়
প্রেম-চন্দ্রালোকে, সেই হৃদয়-কানন,
উভয়ে উভয়মূর্ত্তি অতৃপ্ত নয়নে।
বেঁধেছিল সুলোচনা এতই কি দৃঢ় ?
নাহি জানি। কিন্তু জানি বীর ফাল্গুনীর,
বহুক্ষণ সে বন্ধন লাগিল খুলেতে।
বহুক্ষণ করে কর, কমলে কমল,
আলিঙ্গিল,—আলিঙ্গন কতই মধুর !
বহুক্ষণ করে কর, কমলে কমল,
কি যেন কহিল,—ভাষা নীরব সুন্দর !
বহুক্ষণ করে কর, আত্ম সমর্পিল
নীরবতে,—সমর্পণ অতি মনোহর !
কিছুক্ষণ পরে ভদ্রা, স্বপ্নান্তে যেমন,
নিলা সরাইয়া কর, জাগিয়া অর্জ্জুন

জিজ্ঞাসিলা হাসি—"ভদ্রে করিল বন্ধন
কে তোমারে ?" জিজ্ঞাসিলা আবার আবার,
বহুবার। ধীরে ভদ্রা কুন্তল-কাননে
লুকাইয়া অধোমুখ উত্তরিলা ধীরে—
"সুলোচনা"
"সুলোচনা!"—জিজ্ঞাসিলা পুনঃ
ধনঞ্জয়—"সুলোচনা! কেন—কোন দোষ ?"
নীরব,—শুনিলা প্রশ্ন পাষাণপ্রতিমা!
জিজ্ঞাসিলা বহুবার,—ভদ্রা নিরুত্তর।
হাসিয়া কহিলা পার্থ.—"তবে পুনর্ব্বার
বাঁধিব বন্ধন যাহা করেছি মোচন!"
চমকি সরিয়া ভদ্রা, মেঘখণ্ড মত,
উত্তরিলা ধীরে—"চিত্র"
"বিচিত্র উত্তর!"—
হাসিয়া হাসিয়া পার্থ, কহিলা আবার—
"কি চিত্র ? কাহার চিত্র ? কি হয়েছে তার ?"
এবার বিপদ ঘোর! দিবেন উত্তর
—,কি লজ্জা!—কেমনে ভদ্রা! নাহি দেন যদি
অর্জ্জুন বাঁধিবে,—অঙ্গ উঠিল শিহরি।
পুনঃ ব সুধার বালা ডাকিলা কাতরে

লুকাইতে এই লজ্জা,—শুনিলা ধরণী,
আনিলা সহায় এক বীরচূড়ামণি।
পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্র শিশু মনমথ,
অবতীর্ণ রঙ্গভূমে!
ফুলধনু, ফুলতূণ, শরফুলাঙ্কুর,
বাজাইছে রণবাদ্য কিঙ্কিণী নূপুর।
অঙ্গে পুষ্প আভরণ
শোভিতেছে অগণন,
কুঞ্চিত কুন্তল শোভে ললাট উপর,
শোভে তদুপরে পুষ্প কিরীট সুন্দর।
ফুল চোক, ফুল মুখ, ফুল তনু খান
ফুলের পুতুল যেন ফুলে শোভমান।
হাসি হাসি ফুলরাশি
আনন্দে ছুটিয়া আসি,
জলদ-চিকুরজালে পশি, বাম করে
ধরিল ভদ্রার গলা; পরম আদরে
ভদ্রা ফুলরাশি বক্ষে করিয়া ধারণ,
বরষিলা ফুলে ফুল, সহস্র চুম্বন।
চুপে চুপে কাণে কাণে ফুলে ফুল রাখি—
"সেই ছবিখানি—সেই, এঁকেছিলে তুমি!

ছোট মা করিল চুরি” —আরো চুপে চুপে
“এই দেখ, চুরি করি আনিয়াছি আমি!”
বলিয়া হাসিয়া শিশু, পুষ্পতূণ হ’তে
টানিয়া লইয়া চিত্র, করিল অর্পণ
সুভদ্রার করে,—পার্থ লইলা কাড়িয়া
দ্রুত হস্তে। এ কি চিত্র! পড়িল যেমন
দৃষ্টি চিত্রে, আর নাহি ফিরিল নয়ন।
চিত্র অর্জ্জুনের। চিত্রে, যাদবসভায়
অর্জ্জুন সপ্তাহপূর্ব্বে যেই অস্ত্রক্রীড়া
দেখাইলা রৈবতকে, রয়েছে অঙ্কিত।
রঙ্গভূমি চক্রাকারে করিয়া বেষ্টন,
বসিয়াছে বীরগণ ইন্দ্রধনু মত,
যাদব-ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে ঝলসি নয়ন
এক দিকে; অন্য দিকে পুরনারীগণ
শোভিতেছে যেন ফুল্ল কুসুম-কানন।
অসংখ্য দর্শকবৃন্দ পশ্চাতে তাহার
শোভিছে অনন্ত ঘন আকাশের মত,—
প্রশান্ত গম্ভীর স্থির! পার্থ কেন্দ্রস্থলে
আকর্ণ টানিয়া ধনু করিছে গগন
অদ্ভুত আয়ুধপূর্ণ অদ্ভুত কৌশলে,—

মহিমার প্রতিমূর্ত্তি! পুরনারীগণ—
সুভদ্রা নাহিক তথা,—ছাইয়া গগন
পুষ্প-করে করিতেছে পুষ্প বরিষণ।
রঙ্গভূমি এক প্রান্তে শ্লথ-শরাসনে
হেলাইয়া বীর দেহ, ত্রিভঙ্গ-মূরতি,
দাঁড়াইয়া বাসুদেব,—স্থির ছু' নয়ন,
অধরে ঈষৎ হাসি। যদুবীরগণ
স্থানে স্থানে প্রান্তভাগে, স্তম্ভিত-বদন।
অর্জ্জুন অনন্যমনে লাগিলা দেখিতে
আপনার প্রতিকৃতি। চিত্র যেন তাঁরে
নীরবে কহিতেছিল,—"দেখ ধনঞ্জয়,
প্রত্যেক রেখায় তব দেখ চিত্রকর
কি হৃদয়, কি প্রণয়, দিয়াছে ঢালিয়া
ভাষাপূর্ণ,—গীতিপূর্ণ!" উচ্ছ্বসিত চিতে,
সে গীত, সে ভাষা, পার্থ লাগিলা দেখিতে
অর্জ্জুনের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া
জিজ্ঞাসিল শিশু কাম,—"মম সনে তুমি
করিবে সমর?" ভদ্রা হাসিয়া বদন
লুকাইলা, পৃষ্ঠে তার। হাসিয়া অর্জ্জুন
উত্তরিলা—"বৎস তুমি যেই ফুলবাণ

ধরিয়াছ, সাজিয়াছ যেই রণবেশে,
পশিয়াছ যেই দুর্গে, কামারি আপনি
নাহি সাধ্য তব সনে করিবেন রণ।"

ম। কেমন সুন্দর বাণ, কেমন ভূষণ,
দিয়াছে আমায় দেখ পিসীমা আমার;
তোমার ধনুক কই? আছে কি এমন?

অ। না বৎস, কোথায় পাব? পিসীমা তোমার
যেই ফুলবাণে, বৎস, সাজান তোমারে,
করেন আহতমাত্র হৃদয় আমার।
উচ্চ হাসি হাসি' শিশু বলিল তখন—
"তবে—তবে—পিসীমার সঙ্গে রণে,—তবে
নাহি পার তুমি?"

অ। সত্য কহিয়াছ, বাছা,
বিনা যুদ্ধে তাঁর কাছে জিত ধনঞ্জয়।
তখন আনন্দে শিশু হাসি পিসীমার
জড়াইয়া ধরি গলা, বলিল আবার—
"দেখ পিসীমায় আমি কত ভাল বাসি,
তুমিও কি বাস?"

অ। বাসি বৎস মনমথ!
আমায় কি পিসী তব বাসে সেই মত?

বাম করে ধরি গলা, চিবুক দক্ষিণে,
সুভদ্রার, জিজ্ঞাসিল শিশু কাম—“বাস ?”
লজ্জা-ম্রিয়মাণা ভদ্রা ; অধোমুখ যত
করেন আনত, শিশু তত অধোমুখে
জিজ্ঞাসে—“পিসীমা বাস ?” না পেয়ে উত্তর
“পিসীমাও বাসে”—বলি হাসিল সত্বর।

অ। পারি অকাতরে এই জীবন আমার,
দিতে বিনিময়ে ওই একটি কথার!
অকস্মাৎ চিত্রপট কে নিল কাড়িয়া ?
উচ্চ বংশীরবে হাসি শিশু মনমথ
লুকাইল পুষ্পবনে পুষ্পরাশি মত।
ফাল্গুনী ফিরায়ে মুখ দেখিলা বিস্ময়ে,—
সত্যভামা! প্রণিপাত করিলা চরণে
সসম্ভ্রমে। ভদ্রা ধীরে যেতেছে চলিয়া।
সুলোচনা দ্রুতগতি আনিলা ধরিয়া।

স। না জানি কি ভাগ্য আজি! মধ্যাহ্ন সময়
অন্তঃপুর-উদ্যানেতে পার্থের উদয়।

সু। ভাগ্য বটে! এক চোর আসিনু খুঁজিতে
মিলাইল দুই চোর—

অ। পেতেছি দেখিতে

তুই চোরচূড়ামণি! পারিনু বুঝিতে
চোরের উদ্যান এই; পশি একবার
হৃদয় লইয়া যায় সাধ্য আছে কার?
মহিষি! প্রভাতে আজি মৃগয়ার তরে
পশিলাম মহাবনে। বিদ্যুৎ-বিক্রমে
ছুটিল মৃগেন্দ্র এক; ছুটিলেন বেগে
বাসুদেব এক পথে, অন্য পথে আমি।
পশিয়া নিবিড় বনে হারাইনু মৃগ,
হারাইনু পথ আমি—

সু। "আসিলাম শেষে
রমণী-উদ্যানে ভ্রমে!" বীর ধনঞ্জয়,
মৃগ তাঁর নারী জাতি,—

অ। না, সখি, তা নয়;
ওই চারি নেত্র ব্যাধ, মৃগ ধনঞ্জয়!
আপনি গোবিন্দ বদ্ধ মৃগের মতন
যার রূপজালে; যার যুগল নয়ন
অনন্ত অস্ত্রের তূণ; সাধ্য আছে কার
তাহার উদ্যানে করে মৃগয়া আবার।
আপনি আহত আমি!

সু। বল, মৃগরাজ,

খুলিল বন্দিনী মম, কাহার এ কায ?
অ। আগে বল কোন দোষে বন্দিনী হইল—
সু। সু-ভ-দ্রা, বাজিল নাম গলায় পার্থের !
ভদ্রা চোর।
অ। জানি আমি কিন্তু, সুলোচনে,
কেমনে জানিলে তুমি ?
সু। একি বিড়ম্বনা !
যে অভাগী জেনে শুনে গোপনে গোপনে,
আপন সর্ব্বস্ব দেয় হইতে হরণ,
সে যদি না হবে চোর ? রাগে অঙ্গ জ্বলে,
না জানি ধরিতে অস্ত্র ; অন্যথা এখন
হেন অভাগীর ধন হরিল যে জন,
বাঁধিতাম নাগপাশে মনের মতন
সেই সুচতুর চোরে—
অ। চোর আমি তবে,
আপনসর্ব্বস্বহারা। কিবা কায আর
অন্য অস্ত্রে ? ব্রহ্ম-অস্ত্র জিহ্বাগ্রে তোমার।
"চুরি করে, গালি পাড়ে, চোখের উপর
রাজার সম্মুখে চোর, হেন রাজ্যে আর
থাকিব না, চল ভদ্রা"—ক্রোধে সুলোচনা

জড়াইয়া সুভদ্রারে চলিল ঝঙ্কারি।
হাসি হাসি সত্যভামা চলিল পশ্চাতে,
অর্জ্জুন কহিলা হাসি—"মহারাজ্ঞি! মম
হইয়াছে গুরু দণ্ড; কেন দণ্ড আর?
দেহ ভিক্ষা ছবিখানি"

স। বিনিময়ে তার
কি দিবে?

অ। সপত্নী এক।

স। এক লক্ষ আর।
কত তারা ছায়াতলে থাকে চন্দ্রিকার।

মহিষী চলিলা গর্ব্বে। স্থির দু' নয়নে
অবলম্বি বৃক্ষ এক দেখিলা অর্জ্জুন
ধীরে তিন শশিকলা বন-অন্তরালে
গেলা অস্ত। বৃক্ষ হতে পড়িল ভূতলে
এ কি অকস্মাৎ? পার্থ দেখিলা চমকি
ভীষণ উরগ এক পড়ি পদতলে
বিদ্ধফণা তীক্ষ্ণ-শরে। দিক লক্ষ্য করি
গেলে পার্থ কিছু দূর, দেখিলা বিস্ময়ে
কিশোরবর্ষীয় এক বালক সুন্দর
কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, ধনুর্ব্বাণ করে।

"দেখিতে বালক তুমি"—কহিলা অর্জ্জুন—
"কিন্তু যে কৌশলে বিন্ধি ভীষণ উরগে
রক্ষিলে জীবন মম, মানিনু বিস্ময়,—
অসামান্য শিক্ষা তব! কি নাম তোমার?
আসিয়াছ কেন হেথা, আসিলে কেমনে?
দিয়াছ জীবন মম কি দিব তোমায়?"
জানু পাতি করযোড়ে পড়ি পদতলে
সম্ভ্রমে কহিল যুবা—"বীরচূড়ামণি!
মৃগয়া হইতে তব পদ অনুসরি
আসিয়াছে এই দাস; শৈল নাম তার;
সেবিবে চরণাম্বুজ, ভিক্ষা চাহে আর।"

সপ্তম সর্গ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

শারদীয় শুক্লাষ্টমী। সন্ধ্যা সুশীতল
ধীরে মিশাইছে ছায়া কাঞ্চন-বিভায়
দিবসান্তে আতপের ;—মিশিতেছে ধীরে
সুখশান্তি ছায়া যেন সন্তাপ-শিখায়।
উঠিছে পূরবে ভাসি ধীরে নীলতর
নীলাম্বর ; নীলাম্বরে শুক্ল শশধর।
শারদীয় শুক্লাষ্টমী। কৃষ্ণের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সেই রজত-তিলক
প্রকৃতিললাটে,—স্থির নীলিমা-সাগরে
শুক্ল ফেণাখণ্ড যেন। পার্থের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সান্ধ্য নীলাম্বরতলে
সায়াহ্ন ভূধরশোভা, প্রীতিফুল্ল মন ;—
পুরশৃঙ্গ পূর্ব্বপ্রান্তে বসিয়া দু' জন।
"কেশব !"—ফিরায়ে মুখ বলিলা ফাল্গুনী,
"শুনিয়াছি জনরব সহস্র-জিহ্বায়
কহিতে সহস্ররূপে জীবন তোমার।

বড় সাধ শুনি সেই অদ্ভুত কাহিনী
তব মুখে, সেই সাধ পুরাও আমার।
সেই বাল্যক্রীড়া, সেই কৈশোর-প্রমোদ,
যৌবনের সে বীরত্ব, দেবত্ব তোমার,
সর্ব্বশেষ প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার
রৈবতকে এ অভেদ্য দুর্গের নির্ম্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারবতী অলকা সমান,—
অদ্ভুত কাহিনী সব! আকুল এ মন
শুনিতে তোমার মুখে; কহ নরোত্তম,
কহ লীলাপূর্ণ তব বিগত জীবন।”

কানন কাকলীপূর্ণ; বিহঙ্গনিচয়
গাইতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে; পালে পালে পালে
গোদল মহিষদল ফিরিছে আলয়।
তাহাদের হাম্বা রব গল-ঘণ্টা-ধ্বনি;
রাখালের উচ্চ বংশীরবে সম্ভাষণ;
ইন্ধনবাহিনী ইন্দুমুখীর সঙ্গীত;
হলবাহী অন্যমনা কৃষকের গীত;—
দূরবাহী শৈলানিলে মধুর হইয়া
করিতেছে গিরিশৃঙ্গে অমৃত বর্ষণ।
একটি উপলখণ্ডে পৃষ্ঠ হেলাইয়া

কেশব বসিয়া ; স্থির বিশাল নয়নে
নীরবে দেখিতেছিলা শুক্ল শশধর,—
ক্রমে শুক্লতর! সেই রজত-দর্পণে
রয়েছে বিম্বিত যেন বিগত জীবন।
নীরবে শুনিতেছিলা,—কাকলীর স্বনে
বিগত জীবন যেন হতেছে কীর্ত্তন।
সে গোপাল, সে রাখাল, গীত সুললিত,—
হতেছিল যেন সেই কাব্য অভিনীত।
"অদ্ভুত কাহিনী"—ধীরে ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা—"সত্য পার্থ, অদ্ভুত-কাহিনী
আমার জীবন। মিলি শত্রু মিত্র সব
করেছে অদ্ভুততর ; পার্থ, সর্ব্বশেষ
করেছে অদ্ভুততম অন্ধ জনরব।
কিন্তু ধনঞ্জয়, এই মহা বিশ্ব ক্ষেত্রে
কি নহে অদ্ভুত বল? অনন্ত সংসারে
অসংখ্য কুসুম মাঝে একটি কুসুম,
—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—শোভা-সৌরভ-বিহীন,
কোথায় যে অরণ্যের নিভৃত কোণায়
ফুটিয়া ঝরিছে হায়! অনন্ত নক্ষত্রে
খচিত অনন্ত ওই গগনের তলে,

অসংখ্য জোনাকিমাঝে, একটি জোনাকি
কোথায় যে প্রান্তরের নিভৃত আঁধারে
জ্বলিয়া নিবেছে হায়! অনন্ত জগতে
সংখ্যাতীত পরমাণু, কোথা যে একটি
ক্ষুদ্রতম পরমাণু রহিয়াছে পড়ি
অনন্ত সিন্ধুর গর্ভে; অনন্ত সাগরে
অসংখ্য তরঙ্গমাঝে কোথায় নীরবে
ক্ষুদ্র জলবিম্ব,এক সিন্ধু বিলোড়নে
ফুটিয়া মিশিছে হায়; তাহার জীবন
নহে কি অদ্ভুত পার্থ! তাহারাও এই
নর-জ্ঞানাতীত, এই বিস্ময়-পূরিত,
অনন্ত বিশ্বের অংশ! অহো কি রহস্য!
এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রে তাহারাও হায়!
কোনো গূঢ় কার্য্য ধ্রুব করিছে সাধিত
অচিন্ত্য; নিষ্ফল সৃষ্টি নহে বিধাতার।
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব হইতে
হতেছে তেমতি কোনো কার্য্যের সাধন
নহে যাহা ক্ষুদ্র নর-জ্ঞানের অধীন।
ভাব যদি এইরূপ, ভাব যদি মনে,
যেই মহারঙ্গভূমে সৌর-জগতের

হতেছে অনন্তব্যাপী মহা অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, তুমিও তথায়
করিতেছ রূপান্তরে কত অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, আত্মগরিমায়
ভরিবে হৃদয়, পার্থ। তখন তোমায়
পতঙ্গ বলিয়া আর নাহি হবে জ্ঞান।
তখন,—অনন্ত এই অভিনয়স্থানে,
অনন্ত এ অভিনয়ে, তুমিও অনন্ত
অভিনেতা কি অদ্ভুত মধ্যম জীবনে
দাঁড়াইয়া,এস তবে দেখি, ধনঞ্জয়,
পশ্চাৎ ফিরায়ে মুখ,—দেখি ভবিষ্যৎ
জীবনের ছায়া ভূত জীবন দর্পণে।
দেখি তাহে জীবনের কর্ত্তব্যের রেখা
পড়িয়াছে কোন রূপ; জীবন-তরণী
সেই রেখা অনুসারি দিব ভাসাইয়া।
ঝটিকা তাড়িত যেই অরণ্য অর্ণব,
বিশাল ভূধরমালা হইয়াছি পার,
দেখিয়া হৃদয়ে, পার্থ, পাইব শকতি
দেখিয়াছি মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত
যেই সুখ-স্নেহ-মুখ—নির্ম্মল, শীতল,—

করিবেক ভবিষ্যৎ আশায় পূরিত।
এস তবে, ধনঞ্জয়, রাখিব লিখিয়া
প্রশস্ত হৃদয়ে তব, বীরচূড়ামণি,
আজি মম জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস,—
শত্রুর অযথা নিন্দা, মূর্খতা মিত্রের,
সত্যের বিমলালোকে হইবে বিনাশ।
"স্থান বৃন্দাবন; দৃশ্য যমুনার তীর;
সন্তাপ-হারিণী শান্ত বরিষার শেষ;—
খুলিল জীবন কাব্য। প্রথমাঙ্কে তার
অভিনেতা,—পিতা নন্দ, জননী যশোদা,
সহচর দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
শুনেছি শৈশবে, ছাড়ি গোকুল নগর
নানা অমঙ্গল ভয়ে ভীত গোপগণ
প্রবেশিল বৃন্দাবন নবীন কানন;—
অস্পৃষ্ট নবীন তৃণপল্লবে শ্যামল,
অশ্রান্ত যমুনানিলে সতত শীতল!
গোবর্দ্ধনপদমূলে, যমুনার কূলে,
তরুলতা-সুশোভিত সেই বৃন্দাবনে,
শৈশবের উষা-অন্তে, হইল আমার
প্রকৃতি-প্রভাত সনে জীবন প্রভাত।

"জীবনে প্রথম স্মৃতি—প্রভাতে জননী
বাঁধিয়া মস্তকে ক্ষুদ্র চূড়া মনোহর,
সাজায়ে বিচিত্র বাসে ক্ষুদ্র কলেবর,
খাওয়াইয়া সর ননী, চুম্বিয়া বদন,
বলিতেন—'যাও বাছা কর গোচারণ।'
শুনিতাম শিঙ্গাস্বরে শ্রীদাম বলাই,
ডাকিতেছে—'আয় আয় আয়রে কানাই!"
দেখিতাম হাম্বা রবে ডাকি গাভীগণ
চেয়ে আছে মুখ পানে স্থির দু' নয়ন।
পাঁচনি দক্ষিণ করে, বাম করে বেণু,
পৃষ্ঠে শৃঙ্গ, যাইতাম চরাইতে ধেনু।
গোপাল, মহিষপাল বিচিত্র-বরণ,
অজ মেষ নানা জাতি, উড়াইয়া ধূলি
যাইত; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া।
শত শত শৃঙ্গ বেণু উঠিত বাজিয়া,
শত শত গোপশিশু মিলিত আসিয়া
নির্জ নিজ পাল সহ, সেই সম্ভাষণে,
নবীন উৎসাহে সবে পশিতাম বনে।

সকলি নবীন; নীল নবীন গগনে
হাসিত নবীন রবি, নীলিমা নবীন
ভাসিত কালিন্দী-নীল-নবীন-জীবনে।
নবীন প্রভাতানিল বহিত কাননে
নবীন পল্লবে চুম্বি নবীন শিশির,
নবীন কুসুমরাশি, চুম্বি গোবর্দ্ধনে
নবীন কিরণে ধৌত সৌন্দর্য্য নবীন।
প্রকৃতির নবীনতা সন্ত সুধাময়
প্রভাতে করিত পূর্ণ নবীন হৃদয়।
"পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গোপাল,
শ্যাম-মকমল-সম তৃণ সুকোমলে,
চরিত আপন মনে; আপনার মনে,
গাইতাম, খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত, ক্রীড়া-হাস্য, মধুর পঞ্চমে,
অনুকরি গোবর্দ্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত, ব্যঙ্গ করি তত
গাইতাম হাসিতাম আনন্দে আমরা।
'কুশল ত গোবর্দ্ধন!'—প্রভাতে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলে গিরিবরে,—ত্রস্তে গিরিবর
'কুশল ত গোপগণ!'—করিত উত্তর।

শাখায় শাখায় কভু শাখা-মৃগ মত
ছুটিতাম খেদাইয়া একে অন্য জনে,
দুলিতাম কভু শাখে ফল ফুল মত,
কভু খাইতাম ফল ; আবার কখন
করিতাম মধ্যাহ্নের তাপ নিবারণ
নিবিড় ছায়ায়। তুলি কভু বনফুল
সাজিতাম বনমালী ; কভু শৃঙ্গে উঠি
দেখিতাম বৃন্দাবন বিশাল কানন,
যেন ক্ষুদ্র উপবন ; রহিয়াছে ফুটি
তৃণাহারী নানা জীব পুষ্পের মতন।
পুণ্য অদ্রি-পদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন ! সৌধ-সুশোভিত
শোভিত মথুরাপুরী নৈবেদ্যের মত।
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টি ত্রিবলী সুন্দরী
শোভিত যমুনা ; দুই যুথিকা-মালার
মধ্যে সুশোভিতা মালা অপরাজিতার

"সায়াহ্নে আবার বন হইত পূরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
'শ্যামলী', 'ধবলী', 'লালী' ?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ ; আসিত ছুটিয়া

'শামলী', 'ধবলী', 'লালী', লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস; ঘ্রাণিত আদরে
আপন রাখাল-দেহ;—কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্বাক উত্তর!
উড়াইয়া ধূলি, খণ্ড-জলধর মত
চলিত মন্থরে গৃহে পালে পালে পালে।
মন্দ মন্দ গরজন ঘন হাম্বা রব,
বিজলী রাখালবালা, গোপশিশুগণ
নাচাইয়া ধড়া চূড়া, পক্ষ প্রসারিত
শোভিত আবদ্ধ হার বলাকার মত।
আসি স্নেহময়ী মাতা যশোদা আপনি
গৃহের বাহিরে, ঝাড়ি ক্ষুদ্র কলেবর,
কহিতেন—'বাছা মোর ননীর পুতুল,
পড়িছে ঝরিয়া যেন গোচারণশ্রমে।
ছাড়িয়া মায়ের কোল থাকিস কেমনে
কণ্টক-কাননে, যাদু? আমি অভাগিনী
থাকি সারা দিন তোর পথ নিরখিয়া
বৎসহীনা গাভী মত!' চুম্বিতেন মাতা
সিক্ত নেত্রে; চুম্বিতাম মায়ের বদন
—স্নেহের ত্রিদিব সেই!—সস্নেহে যেমন

চুম্বে পরস্পরে পদ্ম সান্ধ্য সমীরণ।
কত কি যে রাখিতেন তুলিয়া আদরে,
খাইতাম কত কি যে; দুই ভাই মিলি
কহিতাম কত কথা; শুনিতে শুনিতে
কতই সরল গীত, স্নেহসম্ভাষণ,
পড়িতাম ঘুমাইয়া আনন্দে অধীর
স্নেহের ত্রিদিব সেই অঙ্কে জননীর।
"দশম বৎসর যবে, যমুনার তীরে
একদা মধ্যাহ্নে বসি ভাই দুই জন
একটি বকুলমূলে, শান্ত নীল নীরে
দেখিতেছি নভোনিভ শান্ত নীলিমায়
মধ্যাহ্ন কিরণখেলা। ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিগণ
সুবর্ণ শফরী মত খেলিছে কেমন
সংখ্যাতীত! অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ মহামতি!
মার্জ্জিত রজত সম শ্বেত শ্মশ্রুজালে
শোভিতেছে, শ্বেত আলুলায়িত কুন্তলে,
বিভূতিমণ্ডিত শ্বেত প্রসন্ন বদন,
শারদ-জলদাবৃত শশাঙ্ক যেমন।
শ্বেত পরিধান, শ্বেত উত্তরীয় বুকে,

শ্বেত মর্ম্মরের মূর্ত্তি স্থাপিত সম্মুখে।
পদতলে যমুনার বেলা মনোহর,
শ্বেত মর্ম্মরের বেদী পবিত্র সুন্দর।
দেবমূর্ত্তি স্থিরভাবে চাহি মম পানে
আরম্ভিলা—'বৎস, কৃষ্ণ! যেই গ্রহগণ
আছে ঝলসিত তব অদৃষ্ট-বিমানে
তব পরিণাম, বৎস, নহে গোচারণ।
জন্মি আর্য্য-হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শেখরে
দুই কীর্ত্তিস্রোতস্বতী দুইটি নির্ঝরে,
উড়াইয়া বিঘ্নরূপী শত ঐরাবত,
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত,
গঙ্গা যমুনার মত তটিনী-যুগল
মিলিবেক অর্দ্ধপথে;—সেই সম্মিলন
মানবের মহাতীর্থ! স্রোতসম্মিলিত
ছুটিবে অপ্রতিহত, করিয়া বিলীন
শত শত কীর্ত্তিস্রোত, করিয়া মোচন
দলিত ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহা পারাবারে—
অনন্ত অতলস্পর্শ! ব্যাপি ভবিষ্যৎ
ঢালিবেক শত মুখে অজস্র ধারায়

পতিত-পাবন সুধা অনন্ত অমৃত।
তব গোচরণক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা;
সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।
স্থির ভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া মিলিত—
নর-নারায়ণ-মূর্ত্তি!—রহিবে সতত
সর্ব্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।
গ্রহগণ মিথ্যাবাদী নহে কদাচন।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি! আইস, গোপাল,
আজি শুভক্ষণে আমি করিব দীক্ষিত
পূত-যমুনার জলে নিভৃতে দু' জনে।
শস্ত্রে, শাস্ত্রে, যথাবিধি করিব শিক্ষিত
উভয়ে নিভৃতে; বৎস! গোপের কুমার,
তোমাদের অধ্যয়নে নাহি অধিকার।'
এ কি ভবিষ্যদ্‌বাণী! মধ্যম জীবনে
যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিনি এখনো,
শিশু গোরক্ষক তাহা বুঝিবে কেমনে?
অবগাহি যমুনার পবিত্র সলিলে,
পড়ি দুই ভাই দুই চরণে ঋষির

করিলাম প্রণিপাত। পবিত্র সলিলে,
চাহি আকাশের পানে গলদশ্রুনীরে,
করিলেন সংস্কার; ভাই দুই জন
পাইলাম যেন, পার্থ, নবীন জীবন।
গোচারণ-অবসরে, অদূরে আশ্রমে
মহর্ষির, শিখিতাম নিভৃতে উভয়ে
নানা শস্ত্র, নানা শাস্ত্র। সেই শিক্ষাবলে
শুনিয়াছ ধনঞ্জয়, কৈশোরে কেমনে
বধিলাম অঘ, বক, প্রলম্ব, পুতনা,
হিংসাকারী পশু পক্ষী; অনার্য্য তস্কর
করিলাম কোন মতে কালীয় দমন,—
মহাপরাক্রমী নাগ, ভয়েতে যাহার
গোপ-গাভী না পারিত ভ্রমিতে কাননে
নির্ভয়ে, করিতে পান যমুনার জল।
কিশোর বয়স যবে, পার্থ, এক দিন
পশিয়াছি গোচারণে নিবিড় কাননে
বহু দূর। অকস্মাৎ ছাইল গগন
নিবিড় জলদজাল, হইল পতিত
ঘোর সন্ধ্যা-ছায়া যেন কাননশোভায়।
তট-বিঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে

আসিতেছে বারিধারা ; দুই চারি দশ—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা ; ছুটিল গোপাল
হাম্বারবে উচ্চপুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালক বালিকা—
কেহ গিরিকোটরেতে, কেহ তরুতলে—
প্রশস্ত পল্লবছত্রে—লইনু আশ্রয়।
কেহ বনকদলীর, কচুর, পাতায়
নিবারিছে বৃষ্টিধারা ; মেঘ প্রস্রবণ
অবিরল জলধারা করিছে বর্ষণ।
সেই ঘন বরিষণ ; ঘন গরজন ;
প্রতিধ্বনি শৃঙ্গে শৃঙ্গে ; শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘ ;
মেঘেতে বিজলীখেলা ; সজল সে হাসি ;
গিরিবাহী প্রপাতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ;
সদ্যঃস্নাত কাননের, পরিমলময়,
সুশীতল মন্দ শ্বাস ;—করিল হৃদয়
উচ্ছ্বসিত, সুবাসিত, প্লাবিত, পূর্ণিত।
কোটরেতে পার্শ্বে সঙ্গী সঙ্গিনী বসিয়া
বর্ষিতেছে কত মত মেঘের কাহিনী
প্লাবি সেই গিরি-কক্ষ। কহিতেছে কেহ
ইন্দ্র গজযূথ যবে চরান আকাশে,

ডাকে হস্তী, বর্ষে শুণ্ড; বিজলী-সঞ্চার—
রাখাল ইন্দ্রের স্বর্ণ-বেত্রের প্রহার!
একটি বালিকা ধরি চিবুক আমার
বলিল—'গোপাল, দেখ ওই গিরিশিরে,
ইন্দ্রের একটি হস্তী রয়েছে বসিয়া,—
হস্তী মেঘ; শুণ্ড তার সলিলপ্রপাত।'
"থামিল বর্ষণ; বেলা তৃতীয় প্রহর
হাসিল কাননশোভা সজলা শ্যামলা
মেঘমুক্ত রবি-করে। কাতরে আমারে
বলিল রাখালগণ—'গোষ্ঠ বহুদূর
কি খাইব বল প্রাণ ক্ষুধায় আকুল।'
দেখিনু অদূরে বহু ঋষির আশ্রম;
বলিলাম—'ভিক্ষা তরে যাও সখাগণ।'
ব্রাহ্মণ যজ্ঞের অন্ন না দিবে রাখালে—
নীচ গোপজাতি! শ্রান্ত বালক বালিকা
অপমানে ম্লানমুখে আসিল ফিরিয়া।
ক্রোধে বলরাম গর্জ্জি বলিলা তখন—
'লুটিব আশ্রম চল।' নিবারিয়া তাঁরে
কহিনু—'গোপনে ঋষিপত্নীগণ কাছে
চাহ গিয়া ভিক্ষা সবে। রমণী-হৃদয়,

শৈলময় সংসারের জাহ্নবী-আলয়,
দ্রবিল ; বহিল গঙ্গা,—ঋষিপত্নীগণ,
দেখিতে অসুর-ত্রাস কৃষ্ণ বলরাম,
গোপনেতে অন্ন সহ আসিয়া কাননে
করিলেন শিশুদের ক্ষুধা নিবারণ।
সেই দয়া, সেই প্রীতি, স্নেহ-পারাবার,—
কাননে দ্বিতীয় বর্ষা হইল সঞ্চার!
চিকুর প্রপাত মেঘ ; বিজলী সে হাসি ;
সুশীতল বারিধারা স্নেহসুধারাশি!
কেবল দুইটি শিশু না করিল পান
বারিবিন্দু! কে তাহারা? কৃষ্ণ, বলরাম!
"একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি, জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব, একই শরীর,
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম মৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?
চারি বর্ণ ; চারি বেদ ; দেবতা তেত্রিশ ;

নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর;
জন্ম মৃত্যু; ধর্ম্মাধর্ম্ম;—ভাবিতে ভাবিতে
হইলাম তন্দ্রাগত। ক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল
কোটী কোটী চন্দ্রালোকে উঠিল ভাসিয়া
দেখিলাম সুশীতল আলোক-সাগরে
শোভিছে সহস্রদল। মৃণাল তাহার
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যামা, রয়েছে স্থাপিত
অনন্ত আলোক-গর্ভে। শতদল-দল
শোভিতেছে সংখ্যাতীত সবিতৃমণ্ডল।
নয়নে লাগিল ধাঁধা। দেখিলাম যেন
বিরাট-মূরতি এক পদ্মে অধিষ্ঠিত।
চতুর্ভুজ, চতুর্দ্দিক; শোভিতেছে করে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; শোভে সমুজ্জ্বল
কিরণ কিরীট হার কুণ্ডল কেয়ূর;
কিরণের পীতবাস, অনন্ত অসীম,
নীলমণিময় সেই মহা কলেবরে,—
কিরণের উৎস সেই কিরণ-সাগরে।
অনন্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্‌ :
সেই মহাবপুঃ হ'তে হইয়া নিঃসৃত,
রবি-করে করে যথা স্ফটিক দীপিত,

করিতেছে মহাপদ্ম নিত্য বিমথিত।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র পরমাণু তার
হইতেছে রূপান্তর; কিন্তু অনির্ব্বাণ,
প্রভাকর-কর স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমতি,
সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ,
অবিচ্ছিন্ন সর্ব্বত্রই আছে বিদ্যমান,
করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ববিধান!
হইল বিরাট্‌-ধ্বনি—'দেখ, অন্ধ নর!
প্রকৃতির পুরুষের মহা সম্মিলন,—
একমেবাদ্বিতীয়ং!—পূর্ণ সনাতন!
প্রকৃতি পদ্মিনী; শক্তিরূপী নারায়ণ,—
নরের আশ্রয়, বিষ্ণু, সর্ব্বভূতময়!
উভয় অনন্ত নিত্য, উভয় অব্যয়!
জন্ম মৃত্যু রূপান্তর। দেখ অধিষ্ঠিত
বিশ্বাম্বুজে বিশ্বেশ্বর! হতেছে জ্ঞাপিত
জ্ঞান পাঞ্চজন্যে নীতিচক্র সুদর্শন।
নীতির লঙ্ঘন-পাপ হতেছে দণ্ডিত
ভীষণ গদায়; পুণ্য নীতির পালন
শত-সুখ-শতদল করিছে বর্দ্ধন।'
শুনিলাম—'এক জাতি মানব সকল;

এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব-হৃদয়;
একমাত্র মহাযজ্ঞ,—স্বধর্ম্ম-সাধন;
যজ্ঞেশ্বর—নারায়ণ। সন্দিগ্ধ মানব!
আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর
দেখিয়া কর্ত্তব্য-রেখা জ্ঞানের আলোকে,
বিস্তৃত সম্মুখে পুণ্যা ভাগীরথী মত;
সুদর্শন নীতিচক্র নমি ভক্তিভরে,
কর্ম্মস্রোতে জীব-তরী দেও ভাসাইয়া।'
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে শতদল-দল
মিশাইল গ্রহে গ্রহে; মৃণাল, ধরায়;
নীল অনন্তের সনে নীল কলেবর।
সুখস্বপ্নশেষে শিশু জননীর কোলে
জাগিয়া যেমতি দেখে মায়ের বদন
প্রেমপূর্ণ; দেখিলাম জাগিয়া তেমতি
বন-প্রকৃতির মুখ, প্রীতি-পারাবার।
কি এক নবীন শোভা, আলোক নবীন,
কিবা এক কোমলতা, শান্তি, পবিত্র
পড়িতেছে উছলিয়া। বালক-হৃদয়,
বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ, গেল মিশাইয়া,

সেই প্রকৃতির সনে; মিশিল তুষার
অনন্ত সলিলে; গীত, যন্ত্রের সুতানে
হইল মধুরে লয়! সমস্ত জগৎ
আমার শরীর। আহা! সমস্ত প্রাণীতে
আমার হৃদয়, প্রাণ। গাইল সমীর
কি যেন গভীর গীত! কহিল প্রকৃতি
কি যেন গভীর কথা! ভরিল হৃদয়
কি উচ্ছ্বাসে, কি উৎসাহে! জানু পাতি ভূমে
বহুক্ষণ রহিলাম কি যেন চাহিয়া
অনন্ত আকাশপটে। অশ্রু দুই ধারা
নীরবে বহিতেছিল—যমুনা, জাহ্নবী।
'কৃষ্ণ'—কে ডাকিল? ত্রস্তে ফিরায়ে নয়ন
দেখিনু অসুর এক স্তম্ভিতের মত
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে মম। লইনু সাপটি
শরাসন। স্থিরমূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া
কহিল—'বীরেন্দ্র! ত্যাগ কর শরাসন,
নহি শত্রু আমি তব! অন্যথা তোমার
হইত না নিদ্রাভঙ্গ আজি কদাচন।
চাহি সন্ধি; নহে যুদ্ধ বাসনা আমার।
শুনিয়াছ তুমি, কৃষ্ণ, দুরন্ত কংসের

ব্যভিচার ?’

আমি। শুনিয়াছি।

অসুর। এস তবে মিলি
শার্দ্দূলের রক্ততৃষা করি নিবারণ।

আমি। কংস মথুরার পতি ; গো-রক্ষক আমি ;—
পতঙ্গ হিমাদ্রি কাছে।

অসুর। যেই পরাক্রম
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হয়েছে অঙ্কিত,
নাগেন্দ্র কালীয়বক্ষে, অসুর-হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

আমি। অসহায় আমি !

অসুর। হইব সহায়। হবে সহায় তোমার
গোপজাতি যথা তথা, শতসংখ্যাতীত।
সমগ্র মথুরাবাসী।

আমি। বিনা দেবকীর
অষ্টম-গর্ভের পুত্র, শুনেছি অসুর,
অবধ্য অন্যের কংস।

অসুর। কোথায় সে শিশু ?

আমি। শুনিয়াছি, নাগরাজ বাসুকি আপনি
রাখিয়াছে লুকাইয়া।

অসুর। তাঁর পুত্র আমি!
হইলাম প্রতিশ্রুত করিব না আর
নাগজাতি বিদলিত। কাঁদিত হৃদয়
উগ্রসেন কারাবাসে; কাঁদিত সতত
বসুদেব দেবকীর নিদারুণ শোকে;—
মানব-হৃদয়-ধর্ম্ম, রহস্য নিগূঢ়,
কে বুঝিতে পারে আহা! হইনু দীক্ষিত
মথুরা-উদ্ধার-ব্রতে; কর্ত্তব্যের রেখা
স্বপ্নাদিষ্ট দেখিলাম অঙ্কিত হৃদয়ে।

"অনুসারি সেই রেখা, হইয়া চালিত
কি অজ্ঞাত শক্তিবলে বলিতে না পারি,
ভাঙ্গিলাম ইন্দ্রযজ্ঞ। করিনু প্রচার,—
'কেবা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত,
সঞ্জীবনী সুধারাশি; স্বভাবে চালিত
ভ্রমে রবি, শশী, তারা; বহে সমীরণ।
স্বভাব-নিয়ন্তা এক বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর;
'স্বভাবের অনুবর্ত্তী বিশ্ব চরাচর।'
গো-পালন আমাদের স্বভাব সুন্দর
গো-ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধন পূজ্য আমাদের।
পূজ তাহাদের, কর স্বধর্ম্ম-পালন;

পূজি বিশ্ব, পূজ বিশ্বরূপ নারায়ণ।
ভাদ্র মাস ; যমুনার সদ্যোবিপ্লাবিত,
সদ্য বরিষায় ধৌত, সদ্য সুসজ্জিত
স্বভাব-মন্দিরে, উচ্চ স্বভাবের বেদী
পুণ্য গোবর্দ্ধনশিরে, হইল স্থাপিত
স্বপ্নদৃষ্ট মহামূর্ত্তি ! হলো প্রতিষ্ঠিত
গোপদের নিরমল হৃদয়গগনে
নবীন ধর্ম্মের বীজ নক্ষত্রের মত।
ইন্দ্র-উপাসক অজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল
অন্ধ অনুচর সৈন্যে, মেঘমালা মত,
আচ্ছাদিল গোবর্দ্ধন ; করিল বর্ষণ
শরজাল অনিবার মুষলধারায়।
কি যে শক্তি নারায়ণ করিলা প্রদান
অশিক্ষিত গোরক্ষকে, করিয়া সহায়
বলদেব, গোপগণ, সপ্ত দিবানিশি
মূঢ় ইন্দ্র-উপাসক সৈন্য প্রতিকূলে
বাহুবলে গোবর্দ্ধন করিনু ধারণ।
সপ্ত দিন শত্রুগণ হইয়া মথিত
গোপমথনের দণ্ডে, পৃষ্ঠ দেখাইয়া
পলাইল বায়ুভরে মেঘদল যথা

নবীন ধর্ম্মের ধ্বজা হইল স্থাপিত
গোবর্দ্ধন শিরে পার্থ; উড়িল আকাশে
সুনীল পতাকা বক্ষে শ্বেত সুদর্শন।
সেই পুণ্য-পতাকার ছায়া সুশীতল
করিবে কি আচ্ছাদিত সমস্ত ভারত
আ-হিমাদ্রি-পারাবার? হইয়া স্থাপিত
ভারতসাম্রাজ্যগর্ভে ধ্বজা দণ্ড তার,
পতিত ভারতবর্ষ করিবে উদ্ধার?
সে দিন হইতে সেই কিশোর গোপাল
হইল সরল গোপ-আরাধ্য ঈশ্বর।
সে দিন হইতে সেই ভক্তি-প্রস্রবণ
বহিতে লাগিল, গোপ গোপাঙ্গনাগণ
গেল ভাসি সেই স্রোতে, ভাসিলাম আমি
সরল ভক্তির সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে।
"গেল বর্ষা, ধনঞ্জয়! আসিল শরৎ।
মেঘভাঙ্গা পৌর্ণমাসী কত মনোহর
নীল যমুনার তীরে, শ্যাম বৃন্দাবনে।
ঈষৎ ঈষৎ হাসি আসিল যখন
শরতের সুশীতল সুচন্দ্র শর্ব্বরী,
যূথিকা জ্যোৎস্নামাখা কাননবিতানে

যূথিকা জ্যোৎস্নারূপা গোপাঙ্গনা সহ,
রাসোৎসবে গোপগণ হইল মগন।
বনফলে বনফুলে, ফুল্ল শতদলে,
ফুল্ল যমুনার জলে, হইলা পূজিত
নারায়ণ শতদল-আসনে আসীন
বন-শোভা ফুল ফলে নবীন পল্লবে
নির্ম্মিত মন্দির সত্ত্ব; মধ্যস্থলে তার
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত বেদীর উপরে
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত মূরতি সুন্দর।
মিলি নরনারী শিশু মাতি সংকীর্ত্তনে
গাহিতেছে 'হরিনাম' আনন্দে মধুরে;
সরল পবিত্র কণ্ঠ প্লাবিছে প্রাঙ্গণ,
প্লাবিছে যমুনাগর্ভ, মধ্যাহ্ন গগন।
প্রেমেতে অধীর নরনারী সংখ্যাতীত
কেহ বা মূর্চ্ছিত, কেহ আকুল হৃদয়ে
সেই হরিনামামৃত করিতেছে পান।
বৃদ্ধে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী,
কিশোর কিশোরী, করে ধরাধরি করি
অধীর অধীর প্রেমে বেষ্টিয়া আমারে
নাচিতেছে চক্রে চক্রে, শত পুষ্পহার

ভাসিছে জ্যোৎস্নাস্নাত যমুনাপুলিনে,
সঙ্কীর্ত্তন তালে তালে; নাচিতেছি আমি
অধরে মধুর বাঁশী, আর্দ্র আত্মহারা।
"প্লাবিয়া সঙ্গীত-পূর্ণ আনন্দের ধ্বনি,
শারদ-কৌমুদী-ধৌত নির্ম্মল গগনে
সহসা ধ্বনিল শঙ্খ; সুদর্শনরূপে
চলিল সুধাংশু আগে; চলিলাম আমি
স্বপনে চালিত ক্ষুদ্র বালকের মত
আত্মহারা; পশিলাম নিবিড় কাননে।
মিশাইল শঙ্খধ্বনি, মিশাইল ধীরে
সুদর্শন সুধাংশুতে, সুধাংশু আকাশে,—
মূর্চ্ছিত হইয়া পার্থ পড়িনু ভূতলে।
তৃতীয় প্রহর নিশি মূর্চ্ছান্তে অর্জ্জুন!
দেখিলাম যমুনার পুলিনে বিবশা
আত্মহারা গোপাঙ্গনা খুঁজিছে আমায়
জননী যশোদা সহ উন্মাদিনী প্রায়।
আমাকে পাইয়া পুনঃ প্রেমেতে অধীরা
নাচিতে লাগিল সবে ধরি করে কর
মম নাম কীর্ত্তি গান গাইয়া গাইয়া,
পড়িল পুলিনে কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া।

কেহ দাসীভাবে মম সেবিল চরণ ;
কেহ মাতৃস্নেহে মম চুম্বিল বদন ;
কেহ সখীভাবে বক্ষে করিল ধারণ ;
কেহ বা বিবশা প্রেমে দিল আলিঙ্গন।
পতি পুত্র পিতা মাতা ভুলেছে আলয়,
আমি পতি, আমি পুত্র, সখা প্রেমময়।
সেই ভক্তি, সেই প্রেম,—ভক্তির চরম,
কিশোর শিশুতে সেই আত্ম-সমর্পণ,
নাহি জ্ঞান, নাহি ইচ্ছা, হৃদয় তন্ময় ;—
অর্জ্জুন! ধর্ম্মের ক্ষেত্র রমণী-হৃদয়!

হেমন্তে সামন্ত সজ্জা করিতে করিতে
পাতালে সিন্ধুর তীরে, আসিল বসন্ত
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ। হাসিল কানন ;
গাইল বিহঙ্গকুল ; ফুটিল কুসুম
স্তবকে স্তবকে ; ধীরে বহিতে লাগিল
নবীন উৎসাহ ঢালি দক্ষিণ অনিল।
আসিল বসন্ত, পার্থ ; দেখিতে দেখিতে
বসন্তের প্রীতিপূর্ণ শেষ পৌর্ণমাসী—
পূর্ণচন্দ্রমুখী বামা! বিমুক্ত কবরী
নীলাকাশ ; কুন্তলাগ্র সজ্জিত কুসুমে

ব্যাপিয়াছে ধরাতল; অলক-আঁধারে
মার্জ্জিত রজতকান্তি প্রীতি-প্রস্রবণ!
প্রীতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল হৃদয়,
প্রীতিভরে নারায়ণে পূজিয়া আবার
বসন্তের ফলে পুষ্পে, পলাশে মন্দারে,
করিলাম প্রতিষ্ঠিত বসন্ত-উৎসব!
কিশোর কিশোরী, ফুল্ল যুবক যুবতী,
প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, সাজি সবে বাসন্তী বসনে
আনন্দ উৎসবে পূর্ণ করিল কানন।
ফাল্গুনের ফল্গূৎসব দেখেছ ফাল্গুনী,—
কি আর কহিব আমি। আবির, কুঙ্কুম,
আবরিয়া বৃন্দাবন, ছাইল গগন,
সায়াহ্নে সিন্দূরমাখা মেঘমালা মত;
ভাসিল কালিন্দীবক্ষে; বহিল সমীরে;
ছুটিল অসংখ্য জলযন্ত্র (১) প্রস্রবণে।
জলে, স্থলে, দলে দলে, রহিয়া রহিয়া
হইতেছে মহারণ। এক দিকে নারী,
অন্য দিকে নর। এক দিকে ফুল্ল
কমল আনন, আলুলায়িত কুন্তল,

(১) পিচ্‌কারি।

উন্নত উরস, ভুজ কনক মৃণাল
রঞ্জিত কুঙ্কুমরাগে; রণ-রঙ্গিণীর
প্রেমে, অনুরাগে, ছল ছল দু' নয়ন।
অন্য দিকে সেইরূপে রঞ্জিত কুঙ্কুমে
শোভিতেছে সূর্য্যপ্রভ বদনমণ্ডল,
প্রশস্ত উরস, ভুজ তালবৃক্ষসম।
এক দিকে কোমলতা; বীর্য্য অন্যতরে
জ্যোৎস্না আতপে রণ। ভুজ শরাসন;
আবির কুঙ্কুম শর উভয়ে বর্ষণ
করিতেছে অবিরল। কভু বামাগণ
করিতেছে পলায়ন মানি পরাভব,—
নিবিড় কুন্তল মেঘে, মেঘনাদ মত,
বিদ্যুৎ বরণ ঢাকি; উচ্চ হাস্যধ্বনি
বাজিছে বিজয়-শঙ্খ পূরিয়া কানন।
ধীর সমীরণে ধীর যমুনার নীরে,
বহিছে সঙ্গীতস্রোত রহিয়া রহিয়া
কেহ নাচে কেহ গায়, শাখায় শাখায়
দুলিতেছে নর নারী বিচিত্র দোলায়
শত শত; দুলিতেছে বাসন্ত অনিলে
জীবন্ত কুসুমগুচ্ছ; কুসুমদোলায়

দোলাইতে বনমালী সাজায়ে আমায়
সুমধুর সংকীর্ত্তনে নাচিয়া নাচিয়া
বরষিয়া সুবাসিত আবির কুঙ্কুম,
অজস্র ধারায়, প্রেমে বিবশ অধীর।
বহিছে যমুনা প্রেমে, হাসিছে জ্যোৎস্না,
হাসিতেছে বৃন্দাবন প্রেমে ফুল্লমন।
প্রেমে উচ্ছ্বসিত সেই আনন্দ-কাননে
আসি ছদ্ম গোপবেশে নাগ শত শত,
সেই উৎসবের স্রোত করিল বর্দ্ধন
দিবানিশি ধীরে ধীরে। গভীর নিশীথে
নাগ-গোপ-সেনা দশ সহস্র দুর্জ্জয়,
ধীরে যমুনার মত বহিল নীরবে
নিদ্রিত মথুরা পানে; হইল সঞ্চিত
নগর অদূরে ঘন নিবিড় কাননে।
বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি পোহাল যখন,
পোহাল কংসের পাপ জীবন-স্বপন।
কেমনে নগরে পশি দধিদুগ্ধবাহী
ছদ্ম ক্ষুদ্র সেনা সহ কিশোরযুগল
আক্রমিনু দুর্গদ্বার; ঘোর ভেরীনাদে
প্লাবিনু মথুরা দশ সহস্র সেনায়;

ভাঙ্গিলাম যজ্ঞধনু; বধিলাম শেষে
কংসরাজে দ্বন্দ্বযুদ্ধে; হাসিতে হাসিতে
করিলাম বিনা যুদ্ধে মথুরাবিজয়;—
শুনিয়াছ সব্যসাচী। মুহূর্তে তখন
পশিনু বিদ্যুদ্‌বেগে কংস-কারাগারে
বসুদেব দেবকীরে করিতে মোচন।
অহো! কি যে শোকদৃশ্য দেখিনু নয়নে!
অষ্ট সন্তানের শোকে শোকাতুর মুখ
অশ্রুতে অঙ্কিত, ঘোর-যন্ত্রণা-মণ্ডিত,
দীর্ঘ-জটা-সমাচ্ছন্ন! অশ্রুরেখাবাহী
তখনো দুইটি ক্ষীণ ধারা অবিরল
বহিতেছে শোকপূর্ণ! কহিল বাসুকি—
'বীরেন্দ্র! সম্মুখে তব জনক জননী।'
'জনক জননী মম!'—মূর্চ্ছিত হইয়া
উভয়ের পদমূলে পড়িতে ভূতলে
পড়িলাম সেই স্বর্গে—হতভাগ্য আমি!—
জীবনে প্রথম সেই জননীর কোলে!

"শুনিয়াছ ধনঞ্জয়, জামাতার শোকে
শোকার্ত্ত মগধেশ্বর সপ্তদশ বার
আক্রমিল ব্রজপুরী, হ'ল পরাজিত

সপ্তদশ বার রণে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে
তরঙ্গে তরঙ্গে এই সমরপ্রবাহ
ষোড়শ সহস্র মম বীর অনুপম
নিল ভাসাইয়া ; পূর্ণ হইল মথুরা
অনাথার হাহাকারে ; পড়িল সরিয়া
নাগপতি সৈন্য সহ ঘোর মনোবাদে।
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, নহে উগ্রসেন
শত্রু মগধের, পার্থ দেখিলাম শেষ
বৃথা শোণিতের স্রোতে, কালের প্রবাহে,
জীবনের ব্রত মম যেতেছে ভাসিয়া।
রৈবতকে এই দুর্গ করিয়া নির্ম্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে ওই পুরী, বিদীর্ণহৃদয়ে
ষোড়শ সহস্র সেই অনাথার সহ
ত্যজিলাম ব্রজভূমি। ত্যজিলাম হায়!
শৈশবের স্নেহ-স্বর্গ অঙ্ক যশোদার;
কৈশোরের ক্রীড়াঙ্গন চারু বৃন্দাবন,
যমুনাপুলিন, সেই মথুরা নবীন
যৌবনের রঙ্গভূমি, জীবন-নাটকে
খুলিল দ্বিতীয় দৃশ্যে অঙ্ক অন্যতর!

অষ্টম সর্গ।

দলিত ফণিনী।

(পাতাল—সন্ধ্যা।)

নীলাকাশে মেঘাকার মিশিয়াছে পারাবার
মিশিয়াছে সেরূপে যথায়
সিন্ধুনদ পারাবারে,— তাহার পশ্চিম পারে
পাতাল প্রদেশ শোভা পায়।
অনন্ত সমুদ্র মত, ব্যাপিয়া অনন্তায়ত,
শোভে মহাবন ভয়ঙ্কর;
শোভে বনে মহাগড়, গড়ে পুর মনোহর,
পুরে শোভে চারু সরোবর।
ফলে পুষ্পে তরুগণ, শোভে তীরে অগণন,
শোভে শৈল-ঘাটে সুহাসিনী,
যেন নীলোৎপল চারু, রূপবতী জরৎকারু,
বাসুকির কনিষ্ঠা ভগিনী।
প্রফুল্ল নীলাব্জ মুখ, ফুটন্ত নীলাব্জ বুক,—
শোভে অঙ্গ নীলাব্জ বরণ,—

কাদম্বিনী মনোহরা, বারি বিদ্যুতেতে ভরা,—
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে নয়ন।
গর্ব্বপূর্ণ রক্তাধরে সবারি বিদ্যুৎ ঝরে,
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে হৃদয়;
হৃদয় ভরিয়া হায়! তরঙ্গ খেলিয়া যায়,—
উত্তাল, উন্মত্ত, ফেনময়।
আকর্ণ সে যুগ্ম ভুরু, পূর্ণ সে নিতম্ব উরু,—
কি লাবণ্য-লীলা স্থূলতায়!
নবীন যৌবন রঙ্গে ছুটিয়াছে যে তরঙ্গে,
কে বলিবে পূর্ণতা কোথায়।
তরঙ্গিত রূপরাশি শেষ সোপানেতে বসি;
পড়িয়াছে দীর্ঘ কেশভার
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে পশ্চাতে সখীর অঙ্গে,
শৈল-ঘাটে, করিয়া আঁধার!
উরু পরে বাম কর, কর-পদ্মে শশধর,
এক গুচ্ছ কেশে অন্ধকর;
নীরব নয়ন স্থির, চেয়ে আছে নীল নীর,
নীল নীরে প্রতিমা সুন্দর।
"আ মরি! আ মরি! মরি! নীল নভঃজ্ঞান করি"—
ভাবে মনে মনে জরৎকারু—

"সরসীর নীল নীরে, ভাসিছে শশাঙ্ক কি রে,
ফুটেছে কি নীলাম্বুজ চারু!
মরি! মরি! কিবা মুখ! এত কি পীবর বুক!
এমন শফরী দু' নয়ন!
এমন কি আঁকা ভুরু! নিতম্ব এতই গুরু!
স্থূল উরু এমন গঠন!
কি গঠন ক্ষীণ কটি, হৃদয়ে তরঙ্গ দুটি
উথলিছে ছড়ায়ে উচ্ছ্বাস!
আপনার পূর্ণতায়, আপনি উন্মত্তপ্রায়
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস!
প্রতিবিম্বে এত শোভা যে রূপের মনোলোভা
নাহি জানি সে রূপ কেমন!
কেমন সে রূপরাশি জলে প্রতিবিম্ব ভাসি
মোহে আমি মহিলাব মন!
তথাপি একটি রেখা, নাহি কি গেল রে লেখা,
তাহার হৃদয়ে এক দিন!
সলিল হইতে, হায়! হেদে বুক ফেটে যায়,
পুরুষ কিরূপ—জ্ঞানহীন?"
সখী। রাজবালা মরি! মরি! দেখ কেশরাশি পড়ি
ঢাকিয়াছে শরীর আমার।

সে যে কত ভ্যাগ্যবান বাঁধিবে বিমুগ্ধ প্রাণ
এই কেশপাশে তুমি যাব।

...ব। হেন কেশ যদি মম, হতভাগ্য তার সম
কে আছে জগতে তবে আর,
ইহার বন্ধনে পড়ি যেই জন, সহচরী
নর-জন্ম পাইবে উদ্ধার?
অন্যথা নিশ্চয় তব, চাটুবাক্য এই সব;
তুচ্ছ সেই ক্ষীণ কেশভার,
পুরুষ বন্ধনে যার নাহি করে হাহাকার,
নাহি দেয় বাতাসে সাঁতার।

সখী। ছাড় ব্যঙ্গ রাজকন্যা, তোমার যৌবন-বন্যা
এইরূপে করিবে কি ক্ষয়?
অতুল কুন্তলপাশ পূরাবে না কারো আশ,
বাঁধিবে না কাহারো হৃদয়?

জর। সখি যে বন্যার টান্ সহস্র অর্ণবযান
ভাসাইতে পারে সুখ পার,
ভাসাইয়া এক তরী, এক ভেলা বক্ষে ধরি,
কি সুখ হইবে বল তার?
যেই মহা জলধর, এই বিশ্ব চরাচর
ভাসাইতে পারে বরিষণে,

একটি চাতক-প্রাণে, ক্ষুদ্র বারিবিন্দুদানে
তার তৃপ্তি হইবে কেমনে?
সখী। এ কি কথা! সতী নারী যুড়াবে কেমন করি
একাধিক চাতকের প্রাণ!
জর। ক্ষুদ্র মুখ ক্ষুদ্র ভাষা, ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র আশা;
ক্ষুদ্র তুই, নাহি তোর জ্ঞান,
যে প্রেম হৃদয়ে মম পারে পারাবার সম,
প্লাবিবারে বিশ্ব চরাচর;
যে পিপাসা প্রাণে বহি, বিশ্ব চরাচর দহি,
পোড়াইতে পারি বৈশ্বানর!
অনন্ত সিন্ধুর জল, একটি গোষ্পদ, বল,
ধরিবে, বহিবে, সহচরি?
পিপাসার দাবানল একটি গোষ্পদ জল
নিবাইবে, যুড়াইবে, মরি?
ক্ষুদ্র স্রোত এক মুখে পড়ে ক্ষুদ্র নদীবুকে,
ক্ষুদ্রত্বের ক্ষুদ্র সম্মিলন!
গঙ্গা পড়ে পারাবারে শত মুখে শত ধারে,
সখি! সেই মিলন কেমন!
সখী। তুমিও জাহ্নবী মত, ত্যজিয়া কৌমার্য্যব্রত,
নাহি কেন বর পারাবার?

জর। সখি, হেন জলনিধি কোথা মিলাইবে বিধি,
জুড়াইবে পিপাসা আমার!
সখী। মহা সিন্ধু কুরুবংশ, যে কুলের অবতংস
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্যোধন॥
কেন নাহি বর তারে?
জর। বাঁধ পরিণয় হারে
অরণ্যের শার্দ্দূল ভীষণ!
দুর্যোধন? ছিছি, সে কি? সেই অভিমান-ঢেঁকি,
ক্ষুদ্রত্বের সেই অবতার?
হিংসায় শ্মশান মত জ্বলিতেছে অবিরত,
তাহে প্রাণ সঁপিব আমার।
সখী। সে কি কথা জলনিধি একটি শ্মশান, দিদি,
পারে না কি করিতে নির্ব্বাণ?
জর। রাবণের চিতানল কে পারে নিবাতে বল?
অনির্ব্বাণ হিংসার শ্মশান!
সখী। বর অঙ্গ-অধিপতি, রূপে কর্ণ রতি-পতি
বীরত্বে তুলনা নাহি যার।
জর। বরিব সে ক্ষুদ্রমতি, দিতেছে যে ঘৃতাহুতি
সেই শ্মশানেতে অনিবার।
হিংসার সে দাস দম্ভ, অহৃদয় অগ্নিস্তম্ভ,

তারে দিব—

সখী। আচ্ছা, দুঃশাসন!

জর। বনের ভল্লুক কেন করি না বরণ?

সখী। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!

জর। এই বার চক্ষুঃ স্থির

বিড়ালতপস্বী সুবচন!

দিব্য কথা—ধর্ম্মরাজ! সে ধর্ম্মে পড়ুক বাজ,

যে ধর্ম্ম স্বার্থের আবরণ।

সখী। তবে ভীমসেনে বর,—

জর। তুমি এ মুহূর্ত্তে মর,

জরৎকারু আহার্য্য ত নহে?

পড়ি সেই বৃকোদরে, দিতে তৃপ্তি পতিবরে,—

সখী। সেকি! সিন্ধু নাহি কিহে সহে

একটি উদর টান? বর তবে বীর্য্যবান

ধনঞ্জয় পাণ্ডব মধ্যম;

পূর্ব্বাহ্ন কিরণসম, যার কীর্ত্তি অনুপম

ছাইতেছে ভারতগগন।

জর। বরং এ কথা ভাল, সতীত্বের এ জঞ্জাল

সহিতে হবে না কদাচন!

পাব পতি পঞ্চবীর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

অর্জ্জুনেরে পাঠাবেন বন।
ঠাট্টা ছাড়ি বলি তবে, পার্থ-প্রণয়িনী হবে
যেই নারী, ভাগ্যবতী সেই।
সে স্থির ধীর বীরত্বে কে আঁটিবে আর্য্যাবর্ত্তে ?
ভূতলে তুলনা তার নেই।
কিন্তু জবৎকাক যদি কৈশোর যৌবনাবধি,
বীরত্বে বিকা'ত মন প্রাণ
অনার্য্য-বীরত্ব-খনি, ধরে তবে, কত মণি
পরাক্রমে পার্থের সমান।
বিভিন্নতা এইমাত্র— তারা অমার্জ্জিতগাত্র,
অবস্থার আঁধারে নিহিত।
পার্থের মার্জ্জিত প্রভা, স্ফটিকে যেমতি জবা,
সৌভাগ্যে কিরণে ঝলসিত।
সখীরে অবস্থা যারে গড়িয়াছে, গড়িবারে
পারে সেইরূপে অন্য জন ;
গাধা পিটে হয় ঘোড়া, যষ্টিভরে চলে খোঁড়া,
ভেলা করে সমুদ্রলঙ্ঘন।
অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত ক্ষুদ্র দীপ কত শত
এইরূপে জ্বলে নিবে হায় ;
প্রভাকর নিজ করে বিশ্ব সমুজ্জ্বল করে,

জরৎকারু হেন রবি চায়।

সখী। হেন রবি, পারাবার, কোথায় মিলিবে আর?

নাহি তবে এই ধরাতলে।

জর। আছে।

সখী। সত্য কথা?

জর। সত্য, অন্যথা সৃষ্টির তত্ত্ব

নিষ্ফল কি অবনীমণ্ডলে?

আছে,—সখী কমলিনী সৃজিলা যে, দিনমণি

সৃজিয়াছে সেই বিধাতায়;

তটিনী সৃজন যার, সৃজিলা সে পারাবার,

উভয় উভয় দিকে ধায়!

আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষিত, দরশন দরশিত,

সৃজিলা সে, জল পিপাসার;

আছে,—যোগ্যপাত্র মম, জানি নহে কদাচন

অভাবের সৃষ্টি বিধাতার।

সখী। আছে যদি, তবে কেন দুর্লভ যৌবন হেন

করিতেছ বৃথা উদ্‌যাপন?

বনের মালতী ফুটি, বনেতে পড়িছে লুটি,

তারে কেন কর না বরণ!

জর। বরেছিনু?

"বরেছিলে? সে কি কথা? কি কহিলে?"—
সহচরী ছাড়ি কেশভার
দাঁড়া'য়ে বিস্ময়ান্বিতা, চাহি কেশ-মেঘাবৃতা
জরৎকারু পানে, আরবার
জিজ্ঞাসিল, "বরেছিলে! কাহারে, কোথায় দিলে
প্রেম, প্রাণ, এ তব যৌবন?
কিবা হ'লো পরিণাম? পূরেছে কি মনস্কাম?
কেনই বা করিলে গোপন?"
জর। কারে? শিবতুল্য শূরে। কোথায়?—পাতালপুরে।
কোন্ মতে?—পতঙ্গ যেমন
প্রজ্বলিত বৈশ্বানরে, আনন্দে উড়িয়া পড়ে।
পরিণাম?—ভস্মও তেমন!
সখী। কি কথা রাজকুমারী, কিছু না বুঝিতে পারি,
প্রহেলিকা ছাড় ধরি পায়।
একি কথা অসম্ভব, আমি চির-দাসী তব,
আমাকেও লুকাইলে হায়!

ঈষৎ ঈষৎ হাসি, উঠিল অধরে ভাসি,
স্থির নেত্র ভাসিল কোণায়।
চাহি বাপীজল পানে, সেরূপ বসিয়া ধ্যানে,

জরৎকারু কিবা শোভা পায়।

জর। প্রেম, সখী, লুকান কি যায়!

প্রেমের তরঙ্গ-ভঙ্গ, উনমত্ত লীলারঙ্গ,
লুকাইতে পারে যেই জন;
লুকাইলে, দেখিবারে যেই জন নাহি পারে;
উভয় লো কাষ্ঠের সৃজন।

বলি তবে,—একদিন অপরাহ্নে ক্রমে হীন
হইতেছে নৈদাঘ কিরণ;
দিবাশেষে সন্ধ্যাবেলা খেলাই কৈশোরখেলা,
পত্র পুষ্প করিয়া চয়ন,

এই ঘাটে, এই স্থানে; সহসা কি যেন কাণে,
শুনিলাম, ফিরায়ে বদন
মরি কিবা দেখিলাম! সেই ক্ষণে মরিলাম,—
সহোদর সঙ্গে কোন জন?

নীল রত্নোজ্জ্বল অঙ্গে যৌবন প্রভাত রঙ্গে
খুলিয়াছে কি অরুণ আভা!
ভঙ্গিমায় কি গাম্ভীর্য্য! কিবা বীর্য্য অনিবার্য্য!
কি সৌন্দর্য্য নারী-মনোলোভা!

প্রভাত গগন সম সে ললাট নিরুপম
কি জ্যোতি-তরঙ্গ খে'লে যায়!

কুঞ্চিত কুন্তলরাশি, তীরস্থিতা লতারাশি,
সরোবরে শোভিছে ছায়ায়।
ভুরু ইন্দ্রধনুর্দ্বয়, শুদ্ধ নীল-মণিময়,
আকর্ণবিশ্রান্ত সমুজ্জ্বল।
প্রদীপ্ত গগন সম, নেত্রদ্বয় নিরুপম,
তারা নীল ভানুর মণ্ডল।
প্রশস্ত ললাটে নেত্রে, প্রশস্ত উরস-ক্ষেত্রে
—বীরত্ব-মহত্ত্ব-রঙ্গাঙ্গন ;—
বীরত্বের প্রভাকরে, মহত্ত্বের শশধরে,
সমুজ্জ্বল করেছে কেমন!
করে ধনু শ্লথগুণ, পৃষ্ঠে শৃঙ্গপূর্ণ তূণ,
মৃগয়ার বেশে সুসজ্জিত।
কি উষ্ণীষ, পরিধান, নহে কিছু মূল্যবান,
নহে মণিমুক্তায় খচিত।
তথাপি সে রূপনিধি মুহূর্ত্তেক দেখ যদি,
নিরবধি ভুলিবে না আর ;
নিশ্চয় ভাবিবে মনে, দেখিতেছ দু' নয়নে
পৃথ্বীপতি সম্মুখে তোমার।
শিলাঘাটে শৈলাসনে বসিলা ভ্রাতার সনে।
একি ভাব, হা হত হৃদয়!

গাঁথিতেছিলাম মালা, ছিঁড়িলাম—একি
গাঁথা মালা, কুসুমনিচয় 'থায়!
মরমে পশিয়া দৃষ্টি উনমত্ত লীলারঙ্গ
করিতেছে হৃদয়ে যেই জন;
অন্তরের অন্তঃস্থলে যেই জন্তু, যেন জল
আবরিলো কাষ্ঠের তাঁর।
সেই দৃষ্টি! সেই হাসি!— যেন তুষারের রাশি
যাইতেছি মাটিতে মিশিয়া।
লাজে চাহি ধরাতল,— দেখি ফুল, ফুলদল,
সেই মুখ, সে হাসি মাখিয়া!
নিক্ষেপি বাপীর জলে শেষে ছিন্ন ফুলদলে,
বেগে গৃহে করিয়া গমন,
উপাধানে রাখি মুখ, শয্যায় রাখিয়া বুক,
দেখিলাম কতই স্বপন!
অতঃপর সেই শূর আসিলে পাতালপুর,
করিবারে যুদ্ধ-আয়োজন,
সৈন্য-শিক্ষা-অবসরে আসি এই সরোবরে
এই ঘাটে বসিত কখন।
ক্রমে দেখা, ক্রমে কথা, অঙ্কুরিতা আশালতা
ক্রমে ক্রমে হ'লো পল্লবিত।

[illegible] দরশন ; নাহি সহে অদর্শন
সরো[illegible] ক্রমে পল পরিমিত।
ভুরু ইন্দ্রধনুর্দ্বয়, সরোবরে, উপবনে,
আকর্ণবিশ্রান্ত স[illegible] কথন,
[illegible] সম,
কভু বসি [illegible] [illegible]ত্র নভঃপ্রতিমায়
[illegible] ভানুর মণ্ডল।
বাপীজলে [illegible]

দিবসের যামে যামে, এ পুরের স্থানে স্থানে
নিরজনে বসি দুই জন,
শুনিতাম, কহিতাম, কত কথা, দুটি প্রাণ
ঐক্যতান সঙ্গীত যেমন।
সেই কণ্ঠ, সহচরি, প্রেমে, বীণা মুগ্ধকরী ;
বীরত্বেতে, ভেরীর ঝঙ্কার ;
জ্ঞানে, জলধর-স্বন, মৃদু মন্দ গরজন ;
কি বিদ্যুৎ-খেলা প্রতিভার।
বীরত্ব-উচ্ছ্বাসে ভাসি, কভু যেন অগ্নিরাশি,
ধক্ ধক্ বেষ্টিবে তোমায় ;
আবার স্নেহেতে গলি, কভু পড়িতেছে ঢলি,
যুড়াইয়া অমৃতধারায়।
কভু ধর্ম্মজ্ঞানতত্ত্ব, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে মত্ত,
বুঝাইত জলের মতন ;

উর্দ্ধ দৃষ্টি, শান্ত মূর্ত্তি, সখী! সেই প্রীতিস্ফূর্ত্তি,
মানবের নহে কদাচন।

সখী। নিশ্চয় সে যাদুকর! অন্যথা সম্ভবপর
নহে, জরৎকারু-অহঙ্কার

অটল অচল সম, পারাবার-পরাক্রম,
ভাসাইবে সাধ্য আছে কার?

জর। জরৎকারু-অহঙ্কার অতি তুচ্ছ; ত্রিসংসার
ত্রিপাদ সমান নহে তার,—

ভাবিতাম পদমূলে বসি যবে বিশ্ব ভু'লে,
দেখিতাম মূর্ত্তি প্রতিভার।

সখী। এরূপে হইল গত কতকাল?

জর। স্বপ্ন মত
একটি বৎসর এক পল!

সখী। তার পর পরিণাম?

জর। সুখ-স্বপ্ন-অবসান,
আশা-মেঘ বর্ষিল গরল।

এক দিন মধুমাসে, মধুরে চাঁদনি হাসে,
মাধুরী ঢালিয়া নীলিমায়
সরসীর নীল নীরে, ঢালিয়া মাধুরী তীরে
উপবন শ্যামল শোভায়।

বহে সন্ধ্যানিল ধীরে চুম্বি ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি-নীরে,
চুম্বি ঊর্ম্মি প্রাণের ভিতর।
কি অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসের, কি অজ্ঞাত নিশ্বাসের
উচ্ছ্বাসেতে পূর্ণিত অন্তর!
এই ঘাটে এইখানে, বসি উচ্ছ্বসিত-প্রাণে,
—এক বৃন্তে কুসুমযুগল,—
কহিতে কহিতে কথা, কি যে এক কোমলতা,
কিবা এক বিষাদ তরল,
মিশিতেছে ক্রমে ক্রমে সেই মুগ্ধ আলাপনে,
সরোবরে মেঘছায়া যথা!
কি যেন হৃদয়ব্যথা চাপিয়া রাখিছে কথা!
হৃদয় কহিবে অন্য কথা।
দেখিয়াছ সিন্ধুনীরে যখন অজ্ঞাতে ধীরে
জোয়ারের হয় সমাবেশ,
উজান বহিয়া জল, মন্দ হয় স্রোতোবল,
ক্রমশঃ নিশ্চল হয় শেষ।
তেমতি ক্রমশঃ ধীর কথা, কণ্ঠ সুগভীর,
ক্রমে ক্রমে হইল নীরব;
হৃদয়ের সে পূর্ণতা, না পারে কহিতে কথা,
ভাষা ভাব কল্পনা-বিভব।

এইরূপে মুগ্ধ-প্রাণে, চাহি চন্দ্র, শূন্য, পানে,
নীরবে বসিয়া দুই জন।
বাড়িল জোয়ারবল, বহিল নিশ্চল জল,
ধীরে কর্ণে শুনিনু তখন—
"জরৎকারু, ফাটে বুক, নাহি জানি এই সুখ,
এ জীবনে পাইব কি আর?
পূর্ণ মম আয়োজন, যে সমুদ্রে এইক্ষণ
দিব ঝাঁপ, কোথা কূল তার?
ডুবি যদি দিতে ঝাঁপ, রবে এই মনস্তাপ,
এ অতুল স্নেহের তোমার,
—পারাবার পরিমাণ,— বিন্দুমাত্র প্রতিদান,
হইল না জীবনে আমার।
যদি ভাসি,—স্রোতোবল, ঘটনা তরঙ্গদল,
কোথায় যে নিবে ভাসাইয়া;
কে কহিবে ভবিষ্যৎ,— পূর্ণ হবে মনোরথ?
পুনর্ব্বার আসিব ফিরিয়া?
আসি কি না আসি আর, ডুবি, ভাসি, অনিবার
হৃদয়েতে রহিবে অঙ্কিত
তব স্নেহমাখা মুখ, তব স্নেহপূর্ণ বুক,
তব মূর্ত্তি স্নেহেতে সৃজিত।

চিন্তা, শ্রান্তি, অবসরে, অবসন্ন কলেবরে,
করিতাম যবে দরশন ;
কি যে স্বর্গ সুশীতল, প্রীতিপূর্ণ নিরমল,—
চলিলাম, বিদায় এখন।”
“বিদায়!”—জোয়ার-জল, ধরিল ভীষণ বল,
পড়িলাম ঢলিয়া চরণে,—
“বিদায়! হৃদয়নাথ, দাসীরে এ বজ্রাঘাত,
করিও না অকরুণ মনে!
এই বালিকার প্রাণ চারিটি বছর দান
করিয়াছি চরণে তোমার ;
না পারি সহিতে আর পরস্ব প্রাণের ভার,
পাদপদ্মে লও উপহার।
তোমার অযোগ্যা আমি জানি আমি, আরো জানি
নাহি যোগ্যা রমণী তোমার।
এত রূপ গুণ কভু যোগ্যতা করিতে, প্রভু,
রমণীতে সাধ্য আছে কার ?
দাসী তব পদাশ্রিতা ; নির্গন্ধা অপরাজিতা,
দেবগণ করেন গ্রহণ!
তেমতি এ দীন ফুলে, স্থান দিয়ে পদমূলে
চরিতার্থ কর এ জীবন।”

শিহরিল কলেবর; দাঁড়াইয়া প্রাণেশ্বর,
প্রেমভরে তুলিয়া আমায়,
বক্ষে রাখি নরোত্তম, চুম্বিল ললাট মম,—
চারি অশ্রু বহিল ধারায়।
আকাশ পাতাল ধরা অমৃতে হইল ভরা,
হইল অমৃত-পারাবার;
মুহূর্ত্তে ভরিয়া প্রাণ সখি! করিলাম পান,
দেখিলাম স্বরগ আমার;
সখি! মুহূর্ত্তেক মাত্র,—

সখী। শুনিতে শুনিতে গাত্র
অমৃতে করিল মম স্নান।
কি হ'লো মুহূর্ত্তপর? কেন র'লে নিরুত্তর?
শুনিতে আকুল মম প্রাণ।
জর। সে অমৃত-পারাবার মরীচিকা আবিষ্কার
করিলেক মুহূর্ত্তেক পর।
জ্বালিল যে তীব্রানল, দহিতেছে অন্তঃস্থল,
অনির্ব্বাণ এই বৈশ্বানর!
"জরৎকারু!"—হ'লো বোধ—প্রাণেশ্বর-কণ্ঠরোধ
হলো যেন মুহূর্ত্তেক তরে,—

"জরৎকারু! অভাগিনি!—হায় রে অভাগ্য আমি!—
এই ছিল বিধির অন্তরে!
একটি বছর আমি, যেন তব অন্তর্যামী
দেখিয়াছি হৃদয় তোমার,—
কি অমূল্য রত্নাধার, কি যে প্রেম-পারাবার,
কি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস তাহার!
কি গুরুত্ব, কি মহত্ব, বিলোড়নে কি উন্মত্ত,
শান্তিতে কি সুধার আধার!
যে রত্ন হৃদয়ে জ্বলে, নিত্য দেহ-লতাফলে,
জগতে তুলনা নাহি তার।
জরৎকারু তব কাছে, আর কোন্ ফল আছে
লুকাইয়া হৃদয় আমার?
চারিটি বছর আমি পূজেছি প্রতিমাখানি,—
পুষ্পে ঢাকা রত্নের ভাণ্ডার।
কিন্তু যেই মহাব্রতে, করিয়াছি যেই মতে,
এই ক্ষুদ্র আত্ম-সমর্পণ,
করিলে সে ব্রত ভগ্ন, তুমি কি, রমণী-রত্ন,
হেন পাপ ক্ষমিবে কখন?"
চুম্বিয়া ললাট মম,— "এস! সহোদরা সম
হও ব্রতে সহায় আমার;

এস ভগ্নি দুই প্রাণ নারায়ণে করি দান,—
আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার!”
অশ্রুজল ধারা চারি,— দুই বহ্নি দুই বারি,—
মিশাইল মুহূর্ত্তে আবার।
দেখিলাম অন্ধকার, মনে কিছু নাহি আর,—
অঙ্কে শুয়ে মূর্চ্ছান্তে তাহার।
দাঁড়াইয়া তীরবৎ,— সংসার শ্মশান মত
জ্বলিতেছে, গর্জ্জিছে ভীষণ—
“বুঝিলাম, নিরমম! তব ব্রত, তব পণ”—
স্থিরকণ্ঠে কহিয়া তখন,—
“বুঝিলাম, নিরমম! তব ব্রত তব পণ।
অনার্য্যের শোণিতে অধম,
আর্য্য-রক্ত কলুষিত করিবে না কদাচিত,—
এই ব্রত, এই তব পণ।
কমলিনী জন্মে পঙ্কে, দেবগণো তারে অঙ্কে
দেয় না কি সমাদরে স্থান?
মণি ফলে সিন্ধুতলে, পৃথ্বীপতি তারে গলে
পরি কত ভাবে ভাগ্যবান।
নিব ব্রত? লইলাম,— দিব ঘোর প্রতিদান,
পাইলাম যেই অপমান!

জ্বালাইলে যে শ্মশান, করিবে অনার্য্যাপ্রাণ,
তব তপ্ত রক্তে নিরবাণ!”
যাইতেছিলাম ছুটে, পড়িনু ভূতলে লুটে
মূর্চ্ছিত হইয়া আরবার,—
সখী। কি কষ্ট! নাগেন্দ্রবালা, স্মৃতির দংশন-জ্বালা
সহিও না, কায নাহি আর।
বলি আমি আরবার, এক মাত্র পারাবার
মরীচিকা হইয়াছে শেষ,
আছে সপ্ত পয়োনিধি,—
জর। আছে,—একমাত্রে দিদি,
ভাগীরথী করেন প্রবেশ।
সখী। তাহাতে ত দিয়া ঝাঁপ, পেলে এই মনস্তাপ,
তুলিলে এ ঝটিকা কেবল,
আর কি করিবে, আহা!
জর। জাহ্নবী করিল যাহা।
সখী। কি করিবে?
জর। ডুবিব অতল!
সখী। এ দাসার প্রগল্ভতা ক্ষম যদি রাজসুতা,
শুনিতে আকুল বড় মন,—
ধরাতলে দেবোপম কেবা সেই নরোত্তম?

জর। কৃষ্ণ।

সখী। নাগ-শক্র!

জর। নারায়ণ।

নাগরাজ ধীরে ধীরে, আসি সেই বাপীতীরে,
ভগিনীর বসিলা নিকটে।
দাসী গৃহে গেল ফিরে, বাসুকি বলিলা ধীরে—
"এসেছিল ঋষি আজি।"

জর। বটে।

বাসু। তৃতীয় পরীক্ষা মম, করিয়াছে বিজ্ঞাপন,—

জর। কি?

বাসু। জরৎকারু পাণিপ্রার্থী তব।

(এক রেখা মুখোপর, নাহি হলো রূপান্তর,
জরৎকারু রহিল নীরব।)
ভগ্নি তুমি ভাগ্যবতী, ভাগ্যবান্ নাগপতি!
হেন মহাব্রতে, সহোদরে!
আত্মবলিদান তুমি, উদ্ধারিতে নাগভূমি,
দেও যদি প্রফুল্ল অন্তরে।
তুমি প্রাণাধিকা মম,— করিনু যে বিসর্জ্জন
এ অনলে জীবন তোমার,

আমার শোণিত তপ্ত বহে তব হৃদে নিত্য,
তোমারে কহিব কিবা আর!

আবার একটি রেখা নাহি অন্যতর দেখা
গেল ভগিনীর স্থিরাননে,
বুঝি সে নীরব-ভাষা, বিধূমিত সে নিরাশা,
নাগেন্দ্র চলিলা অন্যমনে।
কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমী, উঠিলেন নিশামণি,
হাসিল উদ্যান সরোবর।
জরৎকারু কিছুক্ষণ, দেখি হাসি চিত্রোপম,
উচ্চ হাসি হাসিল সত্বর।

জর। সকলই মহাব্রত, সকলই স্বপ্ন মত,
দুরাশার কি ক্রীড়া সুন্দর!
যে রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা তব, যে রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা মম,
কে বলিবে কোন্ মহত্তর!

নবম সর্গ।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

পূর্ণ-চন্দ্র-কিরীটিনী শারদ-শর্ব্বরী
কৌমুদী অমৃতরাশি হাসিয়া হাসিয়া
ঢালিতেছে রৈবতকে; শোভিতেছে গিরি
স্থির-বিজলীতে মাখা মেঘমালা মত।
কিম্বা যথা নারায়ণ-মূরতি বিশাল,
অমল শ্যামল, শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত।
রাসোৎসবে জনস্রোতে করেছে পূরিত
অধিত্যকা, উপত্যকা। শত রঙ্গভূমি,
শত শত নাট্যশালা, শোভে স্থানে স্থানে,-
কুসুমে পল্লবে চারু কেতনে সজ্জিত,
ঝলসিত দীপালোকে। ফুল্ল-চন্দ্রকরে,
ততোধিক ফুল্লতর রূপের কিরণে,
জ্বলিতেছে বিমলিন জোনাকির মত
পত্রে পুষ্পে দীপমালা। শোভিতেছে যেন
বনে চারু উপবন, চারু উপবনে

চারুতর উপবন সজীব সুন্দর!
বহিছে আনন্দধ্বনি ঝটিকার মত,—
নৃত্য, গীত, বহুকণ্ঠ, বহু যন্ত্রধ্বনি।
সর্ব্বশেষ সে জ্যোৎস্না, তরল নির্ম্মল,
হৃদয়েতে কি জ্যোৎস্না করিছে সঞ্চার।
অর্জ্জুনের আবাসের কক্ষ-বাতায়নে,
দাঁড়াইয়া ভৃত্য শৈল—বিষাদ-মূরতি।
বাম ক্ষুদ্র ভুজ কাষ্ঠে, ক্ষুদ্রকায়, মুখ,—
কিবা ক্ষুদ্র মনোহর! কর অন্যতর
স্থাপিত অসাবধানে কাষ্ঠের উপর।
অনিমেষনেত্রে পূর্ণ-সুধাংশুর পানে
রহেছে চাহিয়া—দৃষ্টি স্থির, সুকোমল,
সচিন্তা বিষাদমাখা। উৎসব-ঝটিকা
তোলে নাই হৃদয়ের ক্ষুদ্র সরোবরে
একটি হিল্লোল ক্ষুদ্র; পড়ে নাহি তাহে,
একটিও ক্ষুদ্র রেখা সুখ-চন্দ্রিকার।
এক দণ্ড, দুই দণ্ড, ক্রমে দণ্ড চারি
বহিল শর্ব্বরী-স্রোতে—দরিদ্র বালক
সেই ভাবে সেইখানে আছে দাঁড়াইয়া।
দ্বিতীয় প্রহর ক্রমে; নিবিল ক্রমশঃ

উৎসবের কোলাহল ; রৈবতক ক্রমে
সেই ফুল্ল জ্যোৎস্নায় হইল নিদ্রিত ;—
বালক দাঁড়ায়ে স্থির প্রতিমার মত
সেই ভাবে সেইখানে !

বহুক্ষণ পরে
কক্ষান্তরে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ
ভাঙ্গিল শৈলের ধ্যান ! উৎসবান্তে পার্থ
ফিরি কক্ষে শিরস্ত্রাণ রাখিয়া শয্যায়
নীরবে ভ্রমিতেছিলা চাহি কক্ষতল।
অর্জ্জুন স্বগত ধীরে বলিতে লাগিলা—
“কি শোভা ভদ্রার আজি ! ফুলের কিরীট
শিরে ; কর্ণে ফুল-দুল ; কণ্ঠে ফুল-হার ;—
পূর্ণিমার চন্দ্র বেষ্টি নক্ষত্র বিহার !

বিমুক্ত অলকাকাশে,
নক্ষত্রের মত ভাসে,
ফুলদল ; ফুলদল লহরে লহরে
দুলিছে সুচারু-বক্ষে ;
ফুলহার ক্ষীণ কক্ষে ;
ফুলদাম চন্দ্রহার ; ফুলের নূপুর ;
প্রকোষ্ঠ বাহুতে ফুল-ভূষণ মধুর।

শোভিছে সুভদ্রা যথা
কুসুমিতা বিদ্যুল্লতা;
রূপের সাগরে ফুল লহরী সুন্দর;
জ্যোৎস্না-মণ্ডিত ফুল-বন মনোহর!"
কিছুক্ষণ অধোমুখে ভ্রমিয়া নীরবে
বলিতে লাগিলা পুনঃ—"অহো! সেই কণ্ঠ!
সুভদ্রা গাইলা যবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তি-গাথা,
কি মূর্চ্ছনা সুললিত, প্রকম্প মধুর!
প্রীতি, ভক্তি, অভিমান, এক স্রোতে মিশি,
কি সুধা বহিতেছিল,—ত্রিদিব-দুর্ল্লভ,—
সেই কণ্ঠে, সেই ঊর্দ্ধ নয়নে তাহার!
কখন তারায় কণ্ঠ বিহারি গগনে
সুধাংশুর সুধারাশি করিল হরণ,
মুদারায় মধ্যলোকে, মর্ত্ত্যে উদারায়,
সেই সুধা জ্যোৎস্নায় করিল বর্ষণ।
সেই ত্রিতন্ত্রীতে প্রেম মিশিবে যখন,
হবে কিবা শান্তি, সুখ, পুণ্য-প্রস্রবণ!
দাঁড়াইয়া অন্তরালে মুক্ত কপাটের
অধোমুখে, প্রাচীরেতে হেলায়ে শরীর,
শুনিতেছে শৈল সেই প্রণয়-উচ্ছ্বাস।

যতই শুনিতেছিল, ততই তাহার
নবজলধরনিভ বদনমণ্ডলে,
কি যেন গভীরতর ছায়া জলদের
হতেছিল ধীরে ধীরে মৃদুলে সঞ্চার,
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে।
বহুক্ষণ ধনঞ্জয় করিয়া ভ্রমণ
প্রকোষ্ঠে, খুলিতেছিলা অঙ্গের ভূষণ,
শৈল ধীরে কক্ষে পশি লাগিল খুলিতে
প্রভুর ভূষণ বাস। সস্নেহে অর্জ্জুন
জিজ্ঞাসিলা মৃদু হাসি—"শৈল! এতক্ষণ
উৎসব দেখিতেছিলে বুঝি নানা স্থানে?"
শৈল কোমলতা-পূর্ণ স্থির দু' নয়নে
চাহি অর্জ্জুনের পানে উত্তরিল ধীরে—
"দেখিনি উৎসব প্রভু।" অর্জ্জুন বিস্ময়ে
চাহি স্থির মুখ পানে—"তবে কি কারণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত শৈল এতক্ষণ?"
স্থিরনেত্র পলকেতে নামিল ভূতলে,
উত্তরিল অধোমুখ—"প্রভু-প্রতীক্ষায়
আছিল এ দাস।" সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,
অর্জ্জুন আদরে তুলি নিজ বাম করে,

অন্য করে সরাইয়া কুঞ্চিত-কুন্তল
দেখিলা সে ক্ষুদ্র মুখ; যথা সমীরণ
সরাইয়া লতা, দেখে কানন-কুসুম।
সেই মুখখানি!—পার্থ অতৃপ্তনয়নে
দেখিলা সে মুখে, সেই বিস্তৃত নয়নে,
সেই ঘন ভ্রূ-রেখায়, ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে,
প্রভাত-শিশির-সিক্ত অপরাজিতার
করুণামণ্ডিত সেই বর্ণ নীলিমায়,
কি মহত্ত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কিবা কোমলতা,
কিবা নিরাশ্রয় ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!
স্বপ্নে কল্পনায় যেন হেন মুখখানি
দেখেছেন ধনঞ্জয় পড়িতেছে মনে
ছায়াময়; উঠিয়াছে অজ্ঞাতে হৃদয়ে
কি যেন উচ্ছ্বাস মৃদু; ভাসিয়াছে মনে
কি যেন স্মৃতির ছায়া। বলিলা অর্জ্জুন—
"শৈল! এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন মতে আমি?" পড়িল বালক
প্রভুর চরণতলে। পাতি ভূমিতলে
এক জানু, পা-দু'খানি ধরি দুই করে;
ঢল ঢল নেত্রে চাহি ঊর্দ্ধে প্রভু পানে

উত্তরিল—"বীরশ্রেষ্ঠ! দিবা নিশি দাস
পাইতেছি যে পবিত্র পদ-পরশন,
অনার্য্যের পরমার্থ ; ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান অনার্য্যকুমার।"
আদরে সে পদানত প্রীতির মূরতি,
—নেত্রে করুণার ভিক্ষা, অধরে বিষাদ,-
তুলিলেন ধনঞ্জয়। আদরে বালক
পার্থের প্রমোদসজ্জা করিল মোচন
সুকোমল করে ; পার্থ করিলা শয়ন
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে। পদমূলে তার
বসি শৈল ধীরে ধীরে সুকোমল করে
করিতেছে পদসেবা। ভাবিলা অর্জ্জুন
দুইটি কুসুম যেন, কোমল শীতল,
আলিঙ্গিয়া পদমূল, চুম্বিয়া চুম্বিয়া,
করিতেছে যেন অঙ্গে অমৃতবর্ষণ।
"ত্যজ পদসেবা শৈল"— কহিলা অর্জ্জুন,-
"তৃতীয় প্রহর নিশি, করগে শয়ন।"
মানিল না আজ্ঞা শৈল। পাণ্ডব তখন
পুষ্পনিভ শয্যা-অঙ্কে, পুষ্প-পরশনে,
চারু পুষ্পানন এক ভাবিতে ভাবিতে

হইলেন নিদ্রাগত। প্রীতি-সঙ্কোচিত
পুষ্প-আয়ত লোচনে, দেখিল বালক,
প্রফুল্লিত পুষ্পনিভ সেই বীরানন
সমুজ্জ্বল দীপালোকে। সেই সুপ্ত-বীর্য্যে
শান্ত বীরত্বের সেই আকাশমণ্ডলে,
মিশায়েছে হৃদয়ের কোমল উচ্ছ্বাসে
কি কৌমুদী, কি সৌন্দর্য্য! দেখিতে দেখিতে
শৈলের শিথিল শির পড়িল হেলিয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে; হইল স্থাপিত
পদ্মরাগে নীলমণি অতীব সুন্দর।
অর্দ্ধেক ললাট ক্ষুদ্র, অর্দ্ধেক কপোল,
অর্দ্ধ ওষ্ঠাধর, করস্থিত পদাম্বুজ
আছে পরশিয়া। আছে নিরখিয়া শৈল
চাহি শূন্য পানে,—ঢল ঢল দুটি নেত্র,
অধরে প্রসন্ন হাসি, কি অঙ্গমহিমা!—
নীলমণি-নিরমিত ভক্তির প্রতিমা!
কি আনন্দ! যেন বহু তপস্যার পর,
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর!
বহুক্ষণ এইরূপে বসি আত্মহারা
উঠিল বালক ধীরে; ধীরে একবার

চাহি সেই বীরমুখ, চিত্রিত নিদ্রায়,
প্রবেশিল পার্শ্বস্থিত নিবিড় কাননে।
অতীত তৃতীয় যাম; সুপ্ত রৈবতক;
দাঁড়াইয়া তরুগণ নিদ্রাগত যেন
শারদ জ্যোৎস্নাতলে। আগন্তুক এক
বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে হইয়া বাহির
দাঁড়াইল ছায়াঁধারে শৈলের সম্মুখে।
প্রণমিল শৈল; স্নেহভরে আগন্তুক
সম্ভাষিল সমাদরে, ছায়ার আঁধারে
দু' জনে বসিল এক বৃক্ষের শিকড়ে।

আগ। বহুক্ষণ বসিয়াছি তব প্রতীক্ষায়;
বল, শৈল, করেছ কি উদ্দেশ্যসাধন?

শৈ। করিয়াছি।

আগ। বুঝিয়াছ পাণ্ডবের মন?

শৈ।। বুঝিয়াছি।

আগ। প্রেমাকাঙ্ক্ষী পার্থ সুভদ্রার?

শৈ। প্রেমাকাঙ্ক্ষী।

আগন্তুক হইল নীরব।
আঁধারে আঁধারতর ছায়া মেঘমত
ছাইল বদন তার; জ্বলিল নয়ন

অন্ধকারে যেন দুই জ্বলন্ত অঙ্গার।
শিকড় হইতে উঠি বেগে কিছুক্ষণ
ভ্রমিল সে অন্ধকারে। "ভেবেছিনু যাহা!"—
বলিতে লাগিল ক্রোধে হইয়া অধীর,—
"বটে? ক্রমে ঊর্ণনাভ পাতিতেছে জাল!
একই ফুৎকারে তাহা দিব উড়াইয়া।"
জিজ্ঞাসিল শৈলে পুনঃ—"ভদ্রা কি তেমন
অর্জ্জুনেতে অনুরক্ত?" নিম্নে নভঃপ্রান্তে
পূর্ণ শশধর পানে চাহি উত্তরিল
শৈল—"নবাগত ক্ষুদ্র ভৃত্যমাত্র আমি,
অন্তঃপুর-নিবাসিনী সুভদ্রা সুন্দরী,
কেমনে বুঝিব আমি হৃদয় তাহার?
কিন্তু ভ্রাতঃ! ওই দেখ পূর্ণ শশধর,
বসি সিন্ধুবক্ষ প'রে দেখ, কি সুন্দর
করিছেন আকর্ষণ প্রস্তর যেমন,
নিরুচ্ছ্বাস নীরনিধি আছে কি এখন?"
আগন্তুক পুনঃ ক্রোধে ফিরাইয়া মুখ,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে। বহুক্ষণ পরে
বসি শৈলপার্শ্বে, ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
জিজ্ঞাসিল—"কহ, শৈল, অন্য সমাচার।"

পড়ি পদতলে শৈল ধরি দুই করে
আগন্তুক দুই পদ, করুণ-নয়নে
চাহি ভীম মুখ পানে, কহিল কাতরে—
"হেন পাপ অভিসন্ধি কর পরিহার।
নহ নিরমম তুমি। অভাগা অনার্য্য
হয়েছে কঙ্কালসার; তথাপি এখন
আছে শান্তি, বনছায়া আছে অগণন।
কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্বলিত
ভস্মিবে কঙ্কালরাশি? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি?"
"পাপ!"—এক পদাঘাতে নিক্ষেপিয়া দূরে
শৈলে, ক্রোধে আগন্তুক উত্তরিল—"পাপ!
অবহেলি আজ্ঞা মম এই ধর্ম্মনীতি
শিখেছিস্ রৈবতকে, শিখাতে আমারে,
কৃতঘ্ন!"—ক্রোধেতে নাহি সরিল বচন।

পদাঘাতে যেই ধৈর্য্য হয়নি চঞ্চল,
টলিল "কৃতঘ্ন" এই একটি কথায়।
শৈলের ভরিল বুক, ভরিল নয়ন।
জড়াইয়া ধরি গলা, রাখি ক্ষুদ্র মুখ

বিশাল প্রস্তর-বুকে, সিক্ত বালকের
অশ্রুর ধারায়, কষ্টে কি কহিল শৈল;—
চলি গেল আগন্তুক নক্ষত্রের মত।

সেই শিকড়েতে শৈল বসি পুনর্ব্বার
চাহি অস্তগামী সেই শশধর পানে,
বৃক্ষে হেলাইয়া শির করিল রোদন।
সে কৃতঘ্ন সম্বোধন, সেই পদাঘাতে,
বালকের পূর্ব্বস্মৃতি অশ্রু-স্রোতে তার
বহুক্ষণ তীব্রবেগে যোগাল জোয়ার।
এ অজস্র বরিষণে, হৃদয়-ঝটিকা
হলে ক্রমে প্রশমিত, বালক তখন
কহিল স্বগত—"কিন্তু এই মহাপাপে
ডুবিতে আপনি, ভাই, ডুবাতে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি হইবে নিষ্ফল
তোমার জীবনব্রত, আমার জীবন।
কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন,
কিবা ঘোর পাপ-মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আসিলাম! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্র পুরে; যেই দেখিনু নয়নে

সে পবিত্র মুখ,—বীরত্বের প্রতিকৃতি
দয়ার আধার ; নিবিল সে হিংসানল।
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে। বহিল হৃদয়ে
কি অমৃতমন্দাকিনী! হোক সব স্বপ্ন,
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন।
এ জগতে স্বপ্ন শান্তি,—দুঃখ জাগরণ।”
ক্রমে পূর্ণ শশধর, নিরখিল শৈল,
পশিল জলধিগর্ভে আঁধারি জগৎ ;
ঊষার প্রথমালোক উঠিল ভাসিয়া।
ক্রমে পূর্ণ শশধর, নিরখিল শৈল,
ডুবিল অতলে, হায়! আঁধারি তাহার
অতুল হৃদয় স্বর্গ। কাতরে বালক
ফিরাইয়া মুখ পূর্ব্ব-গগনের পানে,
প্রণত হইয়া, বুক পাতিয়া ভূতলে,
ডাকিল,—“অনাথনাথ! আশা-অন্তকালে
দেও শক্তি এ হৃদয়ে! যাপিব জীবন,
নিরাশার ঊষালোকে দেখিয়া স্বপন।”
পুষ্প-স্তর-সুকোমল সুবাস শয্যায়,
সব্যসাচী! কোন্ স্বপ্ন দেখিছ এখন?
সেই সুখ রাস দৃশ্য, সেই রাসেশ্বরী,

সেই নৃত্য, সেই গীত, হ'য়ে অভিনীত
দীর্ঘ স্বপ্নে, ক্রমে ক্রমে নিবিল দেউটী
আঁধারিয়া রঙ্গভূমি ; কিন্তু বিকাশিল
আশার যে উষালোক হৃদয়ে তাঁহার।
উৎসাহে ভরিল প্রাণ। উৎসাহে ফাল্গুনী
বসিয়া শয্যায়, পার্শ্বে দেখিলা বিস্ময়ে
বসি করযোড়ে শৈল জানু পাতি ভূমে,—
মুখ শান্ত, দৃষ্টি শান্ত, অঙ্গ অবিচল।

শৈ। এক ভিক্ষা চাহে দাস।

অ। কোন ভিক্ষা শৈল?

শৈ। একটি প্রতিজ্ঞা। দাস নিবেদিবে যাহা
নাহি জিজ্ঞাসিবে তারে জানিয়াছে তাহা
কার্ কাছে, কোন্ মতে ; সেই কথা আর
শ্রবণগোচর নাহি করিবে কাহার।

অ। করিনু প্রতিজ্ঞা শৈল।

বালক তখন
ধীরে ধীরে যা কহিল, ভয় ও বিস্ময়
হইল অঙ্কিত তাহে পার্থের বদনে!
অর্জ্জুন ভাবিলা এ কি গুপ্তচর কেহ?
চাহিলা বালক পানে তীব্র দু' নয়নে

দেখিলা সে মুখ শান্ত; শান্ত দু' নয়ন,
সরল ও সুশীতল, উষার মতন।
হস্তে মৃগয়ার সজ্জা করি বীরবর
নির্গত হইলা, যেন প্রভাত-ভাস্কর।

দশম সর্গ।

কুমারীব্রত।

১

হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
কিশোরী যাদবী কুমারী যত,
অবগাহি প্রাতে মন-সরোবরে,
চলেছে করিতে কুমারী-ব্রত।
হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
যেন ফুল মালা অনিলে ভাসি,
কিশোরী কুসুমমালা মনোহরা
অরুণ-তরঙ্গে ছুটিছে হাসি।
ফুল্ল ফুল কেহ,—ষোড়শী সুন্দরী,—
কেহ বা ফুটন্ত, কলিকা কেহ।
কেহ বা চম্পক, কেহ বা গোলাপ,
কেহ বা নীলাব্জ, কোমল দেহ।
হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া
চলেছে যাদবী কিশোরীগণ;

রাস-জাগরণে আঁখি ঢুলুঢুলু,
প্রেমে ঢল ঢল কাহারো মন।
সঙ্গে সখীগণ, শোভে করে শিরে
মাঙ্গল্যের ডালা, মঙ্গল-ঘট ;
কটাক্ষ নয়নে কটাক্ষ বচনে,
অন্তরে বাহিরে কতই নট।
বিচিত্র বসন ; বিচিত্র ভূষণ ;
রক্ষিগণ পিছে ; বাদিত্র আগে।
বাদ্যধ্বনি সহ উঠে হুলুধ্বনি,
তুলি প্রতিধ্বনি পঞ্চম রাগে।

২

শৃঙ্গান্তরে এক চারু উপবনে
মন-সরোবর, বিস্তৃত সর,
শোভিতেছে যেন বন-প্রকৃতির
পুষ্পিত কাঠামে আরসী বর।
বাঁধা চারি ঘাট ; এক তীরে তার
ফলে, ফুলে, পত্রে, ঢাকিয়া বুক
বিষ্ণুর মন্দির, দেখিছে নীরবে
অমল-দর্পণে নির্ম্মল মুখ।
শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গে পথ মনোহর,

পথিপার্শ্বে দুই পাদপশ্রেণী—
চাঁপা, নাগেশ্বর,—রহিয়াছে পড়ি
যেন পার্ব্বতীর মোহিনী বেণী।

৩

হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
এই চারু-পথে কুমারীগণ
পশি উপবনে পড়িল ছড়ায়ে,
করি নব-পুষ্পে পুষ্পিত বন।
কেহ তোলে ফুল, কেহ গাথে মালা,
কেহ পরে হাতে ফুলের বালা;
কেহ স্বর্ণ-পাত্রে, আপনার মত,
সাজায় ফলের ফুলের ডালা।
কেহ করে গান,—বাঁশরীর তান
বাজে উপবন করিয়া ভরা;
ভ্রমর-গুঞ্জন, বিহঙ্গ-কূজন
অনুকারে কেহ পাগলপারা।
ওটী ও কি?—এক শুকের শাবক
পড়ি বৃক্ষমূলে, আহত-দেহ।
চ'লে গেল সব, তৃষ্ণা, কাতরতা,—
সেই ভিক্ষা নাহি বুঝিল কেহ।

দেখিল সুভদ্রা সেই কাতরতা,
সে করুণ-ভিক্ষা শুনিলা তার ;
কাঁদিল পরাণ, ভিজিল নয়ন,
ছুটিল লইয়া সরসী পার।

৪

করুণা-পূরিত নয়নে হৃদয়ে,
করুণামণ্ডিত কোমল করে,
মুখে দিল জল ; অঙ্গে শান্তি বল,
বুলাইয়া কর পরমাদরে।
চক্ষু প্রসারিয়া বিহঙ্গশাবক
কহিছে নীরবে যাতনা-কথা ;
করুণাময়ীর কমল-নয়ন
ভিজিছে, শিশিরে কমল যথা।
দেখে অন্তরাল হ'তে তিন জন
সেই মূর্তিমতী করুণাময়ী।
দেখিতেছে আর সখী সুলোচনা,
অধরে আনন্দ ভুবনজয়ী।

৫

ধীরে ধীরে সখী আসিয়া নিকটে
জিজ্ঞাসিল—"ভদ্রা! একি লো তোর

কুমারীর ব্রত ?” “জীবনের ব্রত”—
উত্তরিলা ভদ্রা—“স্বজনি, মোর।”

সুলো। চল বিহঙ্গিনী, চল যাই তবে
নারায়ণ কাছে মাগি গে বর—
বিহঙ্গম পতি, কানন যৌতুক,
গাছের আগায় বাসরঘর।

সুভ। না, দিদি, মাগিব—সর্ব্বপ্রাণী পতি,
জগত যৌতুক, স্বভাব ঘর।
বল দিদি বল,—কেমন এ বিবাহ,
কেমন যৌতুক, কেমন বর!

সুলো। খেয়েছিস্ লাজ,—“সর্ব্বপ্রাণী পতি!”
এত পতি-সাধ আছে না জানি।

সুভ। এত কোথা, দিদি, সমস্ত জগতে
এক মহাপ্রাণ, একই প্রাণী।

সুলো। কে সে?

সুভ। নারায়ণ! সেই মহাপ্রাণ
তোমার, আমার, জগতময়।
পতঙ্গে, বিহঙ্গে, পাদপে, লতায়,
এক মহাপ্রাণ,—দ্বিতীয় নয়।

সুলো। হরি! হরি! হরি! এখনকার মেয়ে,

বুঝিতে না পারি, কি কথা কয় ।
পাঁচটি তবে সোনা, মাথার উপরে!
এঁর পতি নাহি গণনা হয় !
একটিও নাই কপালে আমার,
অনন্তের সুখ বুঝিব কিসে ?
বল্, পোড়ামুখী, পাখীটিরে জল
দিলি কেন ? অঙ্গ জ্বলিছে বিষে ।

সুভ । তাহার আমার একই পরাণ,
তাহার ব্যথায় ব্যথিত হই ।

সুলো । আমি যে আকুল দারুণ-তৃষ্ণায়,
আমি বুঝি আর প্রাণীটি নই ?

সুভ । রহিযাছে দিদি, সম্মুখে তোমার
নির্ম্মল সরসী পবিত্রাসার ।

সুলো । মর পোড়ামুখী ! বিনা জলতৃষ্ণা
নারীর পিপাসা নাহি কি আর ?

সুভ । আছে,—ধর্ম্ম, পরদুঃখ-কাতরতা,
করিতে জগত আনন্দময় ।
জগতের পত্নী, জগতের মাতা,
জগতের দাসী রমণীচয় ।

সুলো । আমার পিপাসা প্রেমের কেবল ;

আমি জানি প্রেম রমণী-প্রাণ।

সুভ। আমিও তা জানি,—সমস্ত জগত
গাউক্ তাঁহার প্রেমের গান।

সুলো। আমার প্রেমের নাহি সে বিস্তার,
শুধু ক্ষুদ্র এক মানবগত।

সুভ। বড় ক্ষুদ্র তবে;—কিন্তু সে কি, দিদি?
(দেখিলা সুভদ্রা বিস্মিতা মত)—
কে সে ভাগ্যবান্?

সুলো। বীর ধনঞ্জয়!

আবার বিস্ময়ে দেখিলা চাহি
সুভদ্রা সে মুখ; স্থির বাপী যেন,
একটি ব্যঙ্গের হিল্লোল নাই।
কি অরুণ-আভা যুগল কপোলে
ভাসিল ভদ্রার, ছাইল মুখ;
রহিলা চাহিয়া সরোবর পানে,
দুরু দুরু দুরু কাঁপিল বুক।

সুভ। তৃষ্ণা কেন, দিদি? সম্মুখে তোমার,—
দেখিতেছ নিত্য নয়ন ভ'রে,
রূপগুণামৃত করিতেছ পান,
তথাপি পিপাসা কিসের তরে?

স্থলো। দেখিয়া কি সুখ? করিব বিবাহ!
বিবাহের তরে আকুল প্রাণ।
সুভ। মর তবে ডুবি এই সরোবরে,
করগে সলিলে শ্রীকর দান!
বিবাহ! বিবাহ! বিবাহ কেমন!
কারে বল তুমি বিবাহ ছার?
হৃদয়েতে যবে করেছ স্থাপন,
আছে বাকি কিবা বিবাহ আর?
বিবাহ! বিবাহ দুইটি হৃদয়
মিলি যবে গঙ্গা যমুনা মত,
আপনা ভুলিয়া, অমৃত ঢালিয়া,
চলিল হইতে সমুদ্রগত;
পতিতে প্রথম, অপত্যেতে পরে,
পরে পরিজনে শতেক মুখে;
শেষে সীমা ছাড়ি, ঢালি প্রেমবারি
অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে;—
সেই সে বিবাহ! পতি পুত্র-লাভ
উপাদান মাত্র, বাণিজ্য ছার!
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়াছে যদি,
কিবা তবে তব পিপাসা আর?

স্থলো। কিন্তু যে সপত্নী—

স্থভ। দেও পতি তারে।

থাকুক গার্হস্থ্য-কৈলাসে স্থখে!
কাটিয়া স্নেহের কঠোর বন্ধন
পড় দিয়া ঝাঁপ অনন্ত মুখে!
ভাব সর্ব্বপ্রাণী পতি পুত্র তব,
পতি পুত্র তৃণ-পাদপদল;
ঢালি প্রেম-বারি, পতিতে উদ্ধারি,
তাপিতে যুড়ায়ে বহিয়া চল।
আনন্দ-রূপিণী,—জন্ম বিষ্ণুপদে,—
করি পতিশির আনন্দময়,
পাড় পদতলে, অনন্তের কোলে,
নারায়ণপদে হইও লয়।

৬

আর স্থলোচনা কহিল না কথা,
রহিল চাহিয়া সরসী পানে।
কি যেন হৃদয়ে খুলিল অনন্ত
কি অমৃত যেন বাজিল কাণে।
"ভাগ্যবতী আমি",—ভাবিল হৃদয়ে-
"ভাগ্যবতী আমি ইহাঁর দাসী।

কিবা মহাতীর্থ চরণ ইহাঁর,
হৃদয় ত নয়,—অমৃতরাশি !”
উঠিয়া বসিল বিহঙ্গশাবক,
আনন্দে ভদ্রার ভরিল প্রাণ।
হৃদয়ে লইয়া, কত কি কহিয়া,
কতই করিলা চুম্বনদান।
যেতে পারে পাখী, নাহি ছাড়ে তবু
করুণাময়ীর স্নেহের ক্রোড়।
দেখে সুলোচনা সজলনয়নে,
আনন্দের তার নাহিক ওর !
কর বাড়াইয়া কহিলা সুভদ্রা—
“যাবে বাছা যাও আপন নীড়ে।
কাঁদিতেছে কত জননী রে তোর,
যারে বাছা তার বুকেতে ফিরে !”

৭

উড়িল পাখীটি, ভদ্রা সুলোচনা
রহিলা চাহিয়া তাহারি পানে।
ক্ষুদ্র পাখী ক্রমে অনন্তের সনে
মিশাইল, ভদ্রা রহিলা ধ্যানে।
সুভ। দেখ দিদি ক্ষুদ্র পাখীটি কেমন

অনন্তের সনে হইল লয়।
পারি না আমরা মিশিতে তেমন
করিয়া এ প্রাণ অনন্তময় ?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখিতে মায়ের প্রফুল্ল মুখ !
মুখের ভিতরে লুকাইয়া মুখ,
বুকের ভিতরে রাখিয়া বুক ?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখি যত গ্রহ নক্ষত্র তারা,—
কি অনন্ত শক্তি ! কি অনন্ত জ্ঞান !
অনন্ত প্রেমের অজস্র ধারা !

সুলো। আমারও সে সাধ পারিতাম যদি
উড়িতে পাখীটি আকাশময়,
ক্ষেপাতেম সত্যভামায় আনন্দে
থাকিত না কর-কমল-ভয়।
চল বেলা হ'ল—

৮

ওকি কোলাহল ?
দেখিলা উভয়ে বিস্মিত মন।
রক্ষিগণ সনে যুঝে দস্যুদল

ছুটিয়াছে ত্রাসে কুমারীগণ।
ফিরাইতে মুখ দেখিলা সত্রাসে
দস্যু অন্য জন আসিছে ছুটি;
বাড়াইল কর ধরিতে ভদ্রায়,—
সরিল অজ্ঞাতে চরণ দুটি।
করিল কি তারে বিদ্যুতে আঘাত?
দাঁড়াইয়া ভদ্রা প্রশান্ত মুখ;
চাহি স্থিরনেত্রে তস্করের পানে,
কি যেন গরবে গর্ব্বিত বুক।
কি যেন কিরণ, শান্ত, সুশীতল,
দীপিছে কানন উজ্জ্বল করি।
হইল অচল প্রসারিত কর,
অজ্ঞাতে তস্কর পড়িল সরি।
আঁখি পালটিতে দেখিল তস্কর,—
সম্মুখে কিরীটী কৃপাণ-কর!
কহে সুলোচনা—"দস্যু নাহি মরে
কটাক্ষে,—সুভদ্রা এ বেলা সর্।"

৯

দস্যু ধনঞ্জয়ে বাজিল সমর,
নহে প্রতিযোগী অযোগ্য কেহ।

বিনাশি প্রহরী আসে দস্যুদল,
প্রহরী-শোণিতে আরক্ত দেহ।
আশ্রয়বিহীনা কুসুমকলিকা
উঠিল কাঁদিয়া কিশোরীগণ।
“যাও দেবীগণ প্রবেশ মন্দিরে”—
কহিল ডাকিয়া এ কোন জন?
পশিয়া মন্দিরে কিশোরী সকল
দেখিলা দুয়ারে কিশোর এক,
দৃঢ় করে ধনু, পৃষ্ঠে পূর্ণ তূণ।
কহে সুলোচনা—“সুভদ্রা দেখ্!
আ মরি! আ মরি! কি মুখমাধুরী
কি বঙ্কিম ভুরু নয়ন কিবা!
কিবা মনোহর সুগোল গঠন,
মরি! মরি! কিবা উন্নত গ্রীবা!
রাজহংস মত দাঁড়ায়ে কেমন
যুঝিছে গৌরবে ঈষৎ হাসি।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিছে কেমন
নীল উতপলে শিশির ভাসি।
দেখ ভদ্রা দেখ!”—ভদ্রার নয়ন,
যথা ধনঞ্জয় করিছে রণ।

"দেখ ভদ্রা দেখ"--মুখ ফিরাইয়া
কহে সুলোচনা ব্যাকুল-মন।

দেখিলা সুভদ্রা অদ্ভুত কৌশলে
যুঝিছে বালক, তুলনা নাই।
ভক্তিতে, বিস্ময়ে, ভরিল হৃদয়,
কাছে গিয়া ভদ্রা কহিলা,—"ভাই!
বহে স্রোতধারা কিশোর বদনে,
রক্তধারা ক্ষত শরীরে বহে।
দেও শরাসন, করি আমি রণ,
অস্ত্রেতে অক্ষম যাদবী নহে।"
কটাক্ষে যুবক দেখিলা ভদ্রায়,—
প্রীতির প্রতিমা দাঁড়ায়ে পাশে।
"পার্থ-প্রণয়িনী অস্ত্রে পরাঙ্মুখ
নহে কভু, তাহা জানে এ দাসে।
আমি বনবাসী,—অস্ত্র আভরণ,
মৃত্যু সহচর ছায়াতে রহে।
শত অস্ত্রাঘাত সহিবে পাষাণ,
কাঁটাটিও নাহি গোলাপ সহে।"—

কহিয়া বালক অপূর্ব্ব কৌশলে
বর্ষিল ধারায় অজস্র শর।
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বিঁধিল দস্যুর,
হইল অশক্ত, অবশ, কর।
পলাইল সব ভঙ্গ দিয়া রণ,
বিজয়ী বালক ঈষৎ হাসি
ফিরাইল মুখ; দেখিল সুভদ্রা,—
প্রীতির প্রফুল্ল কুসুমরাশি!
আত্মহারা ভদ্রা রয়েছে চাহিয়া
যথায় অর্জ্জুন করিছে রণ।
আত্মহারা শৈল রহিল চাহিয়া
সেই রূপরাশি কুসুমবন।
রূপের স্বপনে রয়েছে নিদ্রিত
কি শান্ত মহিমা প্রীতির ধারা!
রূপের স্বপনে কি স্বর্গবিকাশ!—
দেখিল বালক হৃদয়হারা।

১১

মুহূর্ত্তে সুভদ্রা ফিরাইয়া মুখ
সকৃতজ্ঞ করে লইয়া কর,

বলিলেন—"চাহি জীবনদাতার
পরিচয়, দেও বীরেন্দ্রবর !"
"পরিচয় কিবা"—উত্তরিল শৈল—
"দিব দেবি ! আমি কাননচর।"
"দিব কিবা তব যোগ্য উপহার।"—
খুলিয়া সুভদ্রা কণ্ঠের হার,
অর্পিয়া শৈলের গলায় কহিলা—
"লও তুই কর ভগ্নীর আর।"
"লইলাম,"—বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে শৈল
কহিল—"ভগিনি ! প্রতিজ্ঞা মম,—
যেই এক হার তপস্যা আমার,
নাহি দিল যদি পাষাণ-মন
নিদারুণ বিধি, অন্য হার, দিদি,
পরিব না কভু গলায় আর,
বিনা তাঁর স্মৃতি ! লও উপহার,
দিলাম তোমারে তোমারি হার,
মম পূর্ণ প্রীতি মাখিয়া তাহাতে ;
আমি বনবাসী কি দিব আর ?"
সুভদ্রার হার পরাইয়া গলে
চুম্বিল বালক ভদ্রার কর।

দেখিলা সুভদ্রা,—অমূল্য রতন
করে দুই বিন্দু উজ্জ্বলতর।

১২

ঘোর সিংহনাদ উঠিল হঠাৎ
ছাড়িলা চীৎকার সুভদ্রা ত্রাসে,-
শরাসনভ্রষ্ট দাঁড়ায়ে অর্জ্জুন,
দস্যু-সেনাপতি ছুটিয়া আসে,
উত্থিত কৃপাণ! বিদ্যুতগতিতে
মুষ্টিতে তাহার লাগিল শর।
খসিল কৃপাণ; সম্বরি ফাল্গুনী
লইলা তুলিয়া ধনুকবর।
দূরে শঙ্খধ্বনি প্লাবিয়া কানন
উঠিল আকাশে জীমূতস্বন।
পলাইল দস্যু, দেখিলা অর্জ্জুন,
সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ।
কিশোরী সকল মন্দির হইতে
আনন্দে ছুটিয়া আসিছে ওই!
পড়িলা সুভদ্রা কৃষ্ণের গলায়,
কিন্তু কি বিস্ময়, বালক কই!

১৩

যতেক কুমারী বহু কণ্ঠে মিলি
গাইল তাহার বীরত্ব-গান।
বিস্ময়ে শুনিলা যতেক যাদব,
ব্যথিত হইল পার্থের প্রাণ।
বুঝিলা সে শৈল, গুপ্ত শরে যার
দস্যু-কর-অসি পড়িল খসি।
বুঝিলা সে শৈল, অপূর্ব্ব কৌশলে
রক্ষিল তাঁহার হৃদয়-শশী।
ধীরে সুলোচনা, গল-লগ্ন বাসে,
করি করযোড়, আসিয়া আগে
কহে,—মহারাজ! মরি কিবা রূপ!
মরিলেও তাহা হৃদয়ে জাগে।
আধখানি পতি,—যদি সত্যভামা
বারেক দেখিত সে রূপরাশি,
দেড়খানি পতি হইত তাহার;—
কিন্তু কাছে এই থাকিতে দাসী,
প্রভুর সে বিঘ্ন হইবে না কভু।
চাহে দাসী তার, হৃদয়চোর!

নহে পাঁচ সাত, একমাত্র সেই
মন-চোরে দিব হৃদয় মোর।”
“তথাস্তু”—বলিয়া হাসিলা কেশব-
“চল ধনঞ্জয় দেখিয়া আসি,
পৃষ্ঠে কত পুরু চর্ম্ম তার, সবে
এই জিহ্বাঘাত তরঙ্গরাশি।”
কহে সুলোচনা—“তবে এত শ্রম
প্রভুর লইতে হবে না আর।
দুই জিহ্বাঘাতে, প্রভুর সমান,
চর্ম্ম পুরু কভু হবে না তার।
প্রভু যে প্রয়াগ ; যমুনা জাহ্নবী,
যে তরঙ্গে নিত্য আঘাতি যায়”,
“তুমি সরস্বতী মিশিয়াছ তাহে”—
কহিলা কেশব—“ত্রিবেণী পায়।”—
“যাই পোড়ামুখী সত্যভামা কাছে,
করি তিন ভাগ লইব কাটি ;
আধ ভাগ তোরে দিব ভদ্রা চল্”—
চলিল ভদ্রায় ধরিয়া আঁটি।
লজ্জায় কংসারি লইয়া অর্জ্জুনে
পুর-দুর্গ-মুখে চলিলা ধীরে।

২৭

চলিল কুমারী ব্রত করিবারে
অবগাহি সবে সরসী-নীরে।

১৪

কহিলা কেশব—"রক্ষিগণমুখে
শুনিয়াছি আমি ঘটনা যত।
চিনিয়াছি আমি দস্যুর নায়কে,
তার অপরাধ ক্ষমিব শত।
কিন্তু সে বালক,—শৈল কি তোমার?
বুঝেছ কি তুমি হৃদয় তার?"
"বুঝিয়াছি,—ক্ষুদ্র প্রীতির নির্ঝর"
কহিলা অর্জ্জুন, "অমৃতাধার।"
তথাপি সন্দিগ্ধ রহিলা কেশব,
চলিলা চিন্তিত ভূতল চাহি।
কহিলা,—"হেথায় থাকিব না আর,
চল শীঘ্র সবে দ্বারকা যাই।"

১৫

হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া
বিমুক্ত-কবরী কুমারীগণ,
পশিয়া মন্দিরে নারায়ণ কাছে
মাগে পতি যার যেমন মন।

কেহ চাহে ইন্দ্র, কেহ চাহে চন্দ্র,
কেহ চাহে বায়ু, বরুণ কেহ।
বৃদ্ধা ভূতি দাসী পালিতা বালিকা
কহে, "ভূতি পচি আমারে দেও।"
কৈশোর যাদের পড় পড় পড়,
জাগিছে যৌবন-তরঙ্গ বুকে,
করে কাণাকাণি আঁখিঠারাঠারি,
ঈষৎ ঈষৎ সুহাসি মুখে।
কেবল সুভদ্রা দাঁড়ায়ে কোণায়
প্রাণশূন্য যেন প্রতিমাখানি।
দেখি সুলোচনা জানু পাতি বসি
কহে, করি যোড় যুগল পাণি,—
"দুই রূপে প্রভু চাহি দুই বর,
নিজ রূপে—সেই বনের শুক।
প্রতিনিধিরূপে চাহি সুভদ্রার"—
সুভদ্রা চাপিয়া রাখিলা মুখ।

একাদশ সর্গ।

মানিনীর পণ।

১

বিগত প্রহর নিশি,
রৈবতক-অঙ্কে মিশি
হাসিছে চন্দ্রিকা, কিবা হাসি মনোহর!
অঙ্গে মাখি সেই হাসি
হাসিছে হাসির রাশি
শ্বেত প্রস্তরের চারু নিকুঞ্জ নিথর,—
কিবা মনোহর!

২

শোভিছে পুষ্পিত বন,
চারি দিকে নিরুপম,
জ্যোৎস্নার পটে চিত্র, কিবা মনোহর;
নিশিগন্ধা শেফালিকা,
কোথায় ফুল্ল মল্লিকা,

করিয়াছে সুবাসিত সুধাকর কর,
সুধাকর-করে স্নাত নিকুঞ্জ সুন্দর।
নিকুঞ্জ-পর্য্যঙ্ক-অঙ্ক
আলো করি, নিষ্কলঙ্ক
সুবাসিত জ্যোৎস্নার মূরতি সুন্দর—
সত্যভামা নিদ্রা যায়,
সুবাসিত জ্যোৎস্নায়
খেলিয়া তরঙ্গ কিবা স্থির মনোহর!
উপাধানে বাম কর,
শোভিতেছে তদুপর
সুবাসিত শশধর—চিত্র কল্পনার!
সুবাসিত দীপমালা,
নিকুঞ্জ করিয়া আলা,
দেখায় অতুল সেই সৃষ্টি বিধাতার—
ত্রিভঙ্গ, তরঙ্গায়িত, জ্যোৎস্নার হার!

৪

চাঁদনি-চর্চ্চিত বন
অতিক্রমি, ফুল্লমন
দাঁড়াইলা বাসুদেব, নিকুঞ্জ-দুয়ারে,

পদ না সরিল আর,—
শয্যাশায়ী প্রতিমার
দেখি অবিচল চিত্র পর্য্যঙ্ক আধারে,
কি অমৃতে প্রাণ মন
হইল যে নিমগন,
কি যে ফুল্ল জ্যোৎস্নায় ভরিল পরাণ,
কৃষ্ণ স্থিরনেত্রে রূপ করিলেন পান।

৫

কৃষ্ণ। আকাঙ্ক্ষার মরীচিকা,
জ্বলন্ত পাবকশিখা,
কোন কায অনুসারি? ইহার ছায়ায়,
সুশীতল জ্যোৎস্নায়,
সুখের স্বপনপ্রায়,
মানব-জীবন কি হে বহিয়া না যায়?
তবে কেন এত আশা?
তবে কেন এ পিপাসা?
না, না,—একি মোহ মম হতেছে সঞ্চার!
জীবনে যে আছে মিশি,
অর্দ্ধ দিবা, অর্দ্ধ নিশি,

অর্দ্ধেক আতপ, অর্দ্ধ জ্যোৎস্না আবার;
মানব-জীবন,—চিত্র শান্তি-পিপাসার!

৬

ধীরে অন্তরালে থাকি,
করেতে অধর ঢাকি
কহে সুলোচনা—"শান্তি, আজ বড় নয়;
হও আরো অগ্রসর,
অলক্ষিতে যেই ঝড়
রহিয়াছে লুকাইয়া শান্তির ছায়ায়,
দেখিব কেমনে হাল রাখিবে তাহায়!"

৭

ক্রমে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইয়া শয্যাশিরে
চুম্বিলেন রক্তাধর সরস সুন্দর;
কই চমকিয়া বামা
উঠিল না, সত্যভামা
নিদ্রা যায় সংজ্ঞাহীন প্রতিমা মৃণ্ময়,
কৃষ্ণ কহিলেন,—"এ ত নিদ্রা তবে নয়!"

৮

সুলো। না, তা ত নহেই নয়;—
আমার সন্দেহ হয়
এই বোকা কংসে কিহে করিল নিধন?
তবে বড় কৃপাপাত্র
ছিল কংস; দহে গাত্র!
হা বিষ্ণু! পুরুষজাতি বোকা কি এমন?
ভাল, পড়ে নাহি মম ভাগে কোনো জন।

৯

কৃষ্ণ। উঠ সত্য, এ কি ঘুম!
ফুটিয়া কত কুসুম
হাসিতেছে চন্দ্রালোকে, ফুলকুলেশ্বরী
সত্যভামা নিমীলিতা
রহিবে কি বিষাদিতা?
হাসে জগতের চন্দ্র অনন্ত আকাশে,
রবে কি আমার চন্দ্র মান-রাহু-গ্রাসে?
বসি পার্শ্বে প্রেমভরে,
আলিঙ্গিয়া দুই করে
কতই কহিলা কৃষ্ণ, করিলা বিনয়,—
নীরব, নড়ে না দেবী, কথা নাহি কয়।

১০

সুলো। যাদুমণি যদি পার,
রৈবতক-শৃঙ্গ নাড়,
তবু এ মানের ঢেঁকি নড়িবে না কভু ;
কেবল এ সুলোচনা,
লেজে চড়ি ধানভানা
এই প্রেম-যন্ত্র তব পায়ে নাচাইতে,
তাহাতে সে মন্ত্রসিদ্ধ—ইন্দ্রজিতে জিতে।

কৃষ্ণ। কেন এই অভিনয় ?
এই ত সময় নয়,
দিবসের চিন্তাশ্রমে অবসন্ন প্রাণ ;
চেয়ে দেখ মিলি আঁখি,
শুন কে আড়ালে থাকি
হানিতেছে তীক্ষ্ণ শর,—ছাড় অভিমান,
লও বীণা, কি জ্যোৎস্না, গাও দুটি গান।

১২

সুলো। একমাত্র গোবর্দ্ধন
চাপি রাখে বৃন্দাবন ;
এই রূপ-বৃন্দাবনে দুই গোবর্দ্ধন!

আরো দুই গিরিভারে,
মানিনী উঠিতে নারে ;
মানভরা সত্যভামা উঠিবার নয় ;
এখনি যমুনা দুই বহিবে নিশ্চয়।

১৩

সখীর সে ব্যঙ্গ-স্বর
যেন শব্দভেদী শর
বিঁধিছে সত্যভামায় ; ক্রোধে মানিনীর
ফাটিছে পীবর বুক,
তবু নাহি ফুটে মুখ,
ফুটিলে যে টুটে মান,—উভয় সঙ্কট !
রুদ্ধ ক্রোধে মানিনীর
সত্য সত্য নেত্রনীর
বহিল নীরবে দুই যমুনা-ধারায়,
করকণ্ডূয়নে মান রাখা হলো দায়।

১৪

দেখিয়া নীরব ধারা,
কৃষ্ণ ভাবিলেন,—সারা
ক্ষুদ্র পালা, ভাগ্য ভাল বড় কিছু নয়।

মান ঝটিকায় তাঁর
ছিল দীর্ঘ সংস্কার,
জানিতেন বর্ষে যবে, ঝড় নাহি বয়।
মান শেষ, সাক্ষী তার অশ্রুধারাদ্বয়।

১৫

অধর টিপিয়া হাসি
অন্তরাল হ'তে আসি,
অঞ্চলে বেষ্টিয়া গলা কৃতাঞ্জলি-করে
কহে সুলোচনা হাসি—
"প্রভুর কুশল দাসী
জিজ্ঞাসে, মানের ডালা সেজেছে কেমন?
দাসীর জিহ্বার ধার,
কিবা তেজ কল্পনার,
অধিক, জানিতে দাসী চাহে বাঁকা শ্যাম?"
কৃষ্ণ উত্তরিল হাসি—"উভয় সমান।"

১৬

"পোড়ামুখি! আমি ঢেঁকি!
ঘাড়ে কত রক্ত দেখি"—
উঠি বাঘিনীর মত এক লম্ফে রাণী,

ধরিলা চুলের রাশ,
ছিঁড়িল কেশের পাশ,
তরঙ্গ খেলিয়া চুল চুম্বিল চরণ,
ছুটিলেক মুক্তকেশী বিজলী যেমন।
ছুটিল পশ্চাতে রাণী,
তরঙ্গিত তনুখানি
রূপের লহরী কত তুলিতে লাগিল,
দুইটি রূপ-তরঙ্গে নয়ন ভরিল।

১৭

কহে ডাকি সুলোচনা—
"এই তব গুণপণা,
দূতীর এ অপমান হাসিছ দেখিয়া ?
পারিলে না, বোকারাম !
ভাঙ্গিলাম আমি মান,
এই প্রতিফল কি হে ঘটিল আমার,
হা বিষ্ণু !—নিষ্কামধর্ম্ম মানিব না আর।"
সুলোচনা পদদ্বয়
জিহ্বা হতে ন্যূন নয়
ক্ষিপ্রতায়, সত্যভামা মন্থর-গামিনী।

ভঙ্গ দিয়া রণে, ধীরে
নিকুঞ্জে আসিলা ফিরে ;
ঘন শ্বাসে পীবরাঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া
করিতেছে লীলা কিবা!
কিবা আরক্তিম বিভা
বিকাশে কপোলযুগ্ম ! স্বেদবিন্দু, মরি !
শিশিরের বিন্দু যেন রক্তোৎপলে পড়ি !
দুই বাহু প্রসারিয়া
প্রেমভরে আলিঙ্গিয়া,
লইলেন অঙ্কে কৃষ্ণ প্রেমের প্রতিমা,
শোভিল জ্যোৎস্না-অঙ্ক গগন-নীলিমা।
বসিতে না চাহে রাণী,
প্রাণেশ রাখেন টানি,
হাসিয়া কহেন—"মিছে, ত্যজ আজি রোষ ;
আপনি পাগল সাজ, কাহার কি দোষ ?"

১৮

"আপনি পাগল সাজি"—
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ মাজি
অশুষ্ক অশ্রুতে, দেবী কহিলা সকোপে—
"ছাড় উপহাস, প্রাণে সহে না আমার,

কাটা গায়ে নুন তুমি দিওনাক আর।
সত্য আমি রাগিয়াছি—"

কৃষ্ণ। তা ত চক্ষে দেখিতেছি।

সত্য। আবার? কেবল ঠাট্টা?

কৃষ্ণ। দোহাই তোমার।
কহ, ছাড়িলাম ব্যঙ্গ,
আজি কেন এই রঙ্গ

সত্য। ভদ্রার বিবাহ দিব—

কৃষ্ণ। এ কথা? কি জ্বালা!
আমি ভেবেছিনু আজ কিষ্কিন্ধ্যার পালা।
কেন হলো এই সাধ?

সত্য। পাছে সাধে মম বাদ?

কৃষ্ণ তাহা ত বাতাসে মাত্র পারে সাধিবারে;
তাতেও আদর্শ তুমি, অন্যে কি তা পারে?

সত্য। ছেড়ে দাও গৃহে যাব,
কেন মিছে গালি খাব;—

কৃষ্ণ। সে বাণিজ্যে একেশ্বর তব অধিকার।
তাহে তুমি নিঃসম্বল
হবে যবে, ধরাতল
হবে এক হস্ত উচ্চ; থাক্ সেই কথা।

যদি তব নিজ ধনে
প্রীতি না উপজে মনে
খাও অন্য কিছু তবে—
বলিয়া কেশব
চুম্বিলেন পুষ্পাধরে কুসুম আসব।
কৃত্রিম মানেতে ভার,
করি মুখ পুনর্ব্বার
কহিলেন রাণী—"দিব বিবাহ ভদ্রার
মধ্যম পাণ্ডব সনে
স্থির করিয়াছি মনে।"

কৃষ্ণ। কখন?
সত্য। এখন?
কৃষ্ণ। তুমি পাগল নিশ্চয়।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়।
সত্য। মরি! মরি! কি আশ্চর্য্য!
পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য!
হউক সলিল দৃঢ়, তুষার শীতল,
তথাপি আতপ-তাপে যে জল সে জল।
সুভদ্রার রূপে গলি
সেই ব্রহ্মচর্য্য টলি

রৈবতক-গহ্বরেতে করিছে বিশ্রাম ;
পুরুষের ব্রত, আর পুরুষের প্রাণ !

কৃষ্ণ। মানিলাম পরাজয়,
পুরুষ কিছুই নয়।
কিন্তু তুমি জান, সত্য প্রতিজ্ঞা আমার,-
ভদ্রা উদাসিনী যারে
চাহিবে বরিতে, তারে
দিব সুভদ্রার পাণি। জানিলে কেমনে
ভদ্রা যে হৃদয়ে স্থান
পার্থে করিয়াছে দান ?

সত্য। তিষ্ঠ, দার্শনিক, দিব প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
কি সরল ! কিছু যেন দেখিতে না পান !
চলিলেন রাজবালা,—
পুষ্পবনে পুষ্পমালা,
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নার তরঙ্গ তুলিয়া,
ভূতলে দ্বিতীয় চন্দ্র চলিল ভাসিয়া।
অতৃপ্ত সে রূপ শোভা
দেখি, কৃষ্ণ, মনলোভা
কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ বসিয়া উদ্যানে
রহিলা চাহিয়া স্থির সুধাকর পানে।

কৃষ্ণ। চরণে যে ভিক্ষা যাচি,
আনিলাম সব্যসাচী,
ভগবন্! সে ভিক্ষা কি হইবে সফল?
এ তব মহিমা-রাজ্য,
সকলই তোমার কার্য্য,
উপাদানমাত্র, নাথ! মানব সকল।

যেই সুপ্রসন্ন হাসি
আজি নীলাম্বরে ভাসি
করিয়াছে সুধাময় বিশ্ব চরাচর;
তেমতি প্রসন্ন হাসি
এ উদ্বাহে পরকাশি,
যমুনা জাহ্নবী সহ করিয়া মিলিত
আর্য্য-ইতিহাস কর সুধায় প্লাবিত।

আভরণ রণ-রণ,
ভ্রমরগুঞ্জন সম,
অমৃত বর্ষিল কর্ণে; দেখিতে দেখিতে
যেন উল্কাখণ্ড ভাসি,
রূপের অমৃতরাশি,
রূপের অমৃতে পূর্ণ করি পুষ্পবন,

আসি এক চিত্র করে
প্রাণেশের অঙ্কোপরে
রাখিলেন, কহিলেন—"ভগিনীর গুণ
দেখ ভ্রাতা চক্ষু মেলি,—চিত্র মনাগুন!"

কৃষ্ণ। কিছু না বুঝিনু আমি,
চিত্রমাত্র একখানি,
বাতাসের অর্থ করা সাধ্য মম নয়—
কৃষ্ণের বদন তুলি,
টিপিয়া চম্পকাঙ্গুলি,
কহে সত্যভামা—"তবে প্রেম-অভিনয়
দেখিবে কি ভগিনীর?
এই বার চক্ষুঃস্থির!"

কৃষ্ণ। আনিতে ভ্রাতায় তব পাঠাইব দূত।—
কিন্তু যদি বলরাম,
হন এ বিবাহে বাম,

সত্য। টলিলে টলিতে পারে পৃথিবী গগন,
চরাচর,—টলিবে না সত্যভামা-পণ!

দ্বাদশ সর্গ।

সোঽহং।

অপরাহ্ন বেলা, কৃষ্ণ বসিয়া নির্জ্জনে
মন্ত্রকক্ষে, এক পার্শ্বে বসন ভূষণ,
অন্য পার্শ্বে স্তূপাকার রজত, কাঞ্চন।
আসি এক রাজদূত নমিলে চরণে,
সুপ্রসন্ন মুখে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা হাসি—
"কহ দূত মগধের কহ কি সংবাদ?
কি দেখিলে কি শুনিলে গিরিব্রজপুরে?
মগধের রাজধানী দেখিলে কেমন?"
কহে দূত যোড়করে—"প্রভুর প্রসাদে
অতিক্রমি বিন্ধ্যাচল, অনন্ত কান্তার,
মধ্য মরুভূমি ক্লেশে, জুড়াল জীবন
গোপালের লীলাভূমি দেখি বৃন্দাবন,
দেখিয়া মথুরাপুরী; পান করি সুখে
প্রভুর চরণামৃত যমুনা-সলিল।
অবগাহি গঙ্গানীরে, লইয়া মস্তকে

রামচন্দ্র-পদরেণু সরযূর তীরে,
দেখিলাম জানকীর পবিত্রা জননী
মিথিলা জাহ্নবী-তীরে, দেখিলাম শেষে
মগধের মহারাজ্য স্বর্ণ-প্রসবিনী।
সলিল অমৃতনিভ; অমৃত অনিল;
অনন্ত পার্ব্বতী নদী সুধা-প্রবাহিণী।
স্থানে স্থানে অবরুদ্ধ সে সুধা-প্রবাহ
সাজায়ে তড়াগ শত, করিছে মগধ
নিরন্তর সুধাসিক্ত, শস্যসুশোভিত।
মনোহর আম্রবন পল্লবে ভূষিত
অনন্ত হরিত ক্ষেত্রে; অনুর্ব্বর দেহ
শোভে কৃষ্ণকায় শৈল মৈনাকের মত,—
তুলনায় নিরুপম। শোভে উপত্যকা
অগণন গাভীগণে পুষ্পিত সুন্দর,
শৈল-স্রোতস্বতী মত সুধা-প্রবাহিণী।
বরাহ, বৈভারাচল, বৃষভ, চৈত্যক,
ঋষিগিরি, সম্মিলিত পঞ্চগিরি মাঝে, *

---

* মহাভারতে জরাসন্ধপুরীবর্ণনায় এই পাঁচটি পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। উহারা এখনও বর্ত্তমান আছে।

ওই দেখ"—কহে দূত অর্পিয়া কেশবে
মগধের মানচিত্র—"ওই দেখ, প্রভো!
শোভে 'পঞ্চানন'-তীরে গিরিব্রজপুর
মগধের 'রাজগৃহ,'—পর্ব্বতপ্রাচীরে
সুরক্ষিত মহাপুরী। অজাগর মত
ছুটিয়াছে তদুপরে দুর্গের প্রাচীর।
প্রাচীরে প্রহরিগণ; শত্রু অদর্শিত
কি সাধ্য মগধ-সীমা করিবে লঙ্ঘন?
একটি তোরণমাত্র শোভিছে উত্তরে
রক্ষিত বিপুলসৈন্যে, দুই পার্শ্বে তার
মগধের বীর্য্যসাক্ষী উষ্ণপ্রস্রবণ
ছুটিতেছে বহুতর অপূর্ব্বদর্শন।
এক কুণ্ডে 'সপ্তধারা' বহিছে সলিল
ঈষদুষ্ণ, মূর্ত্তিমান দেব বৈশ্বানর
'ব্রহ্মকুণ্ডে,' অন্য কুণ্ডে বহে অবিরল
সুশীতল দুই ধারা 'যমুনা,' 'জাহ্নবী'!
জরাসন্ধ-পরাক্রম গোবিন্দ আপনি
দেখিয়াছ; দেখিয়াছি অশীতি নৃপতি
জিনি ভুজবলে বন্দী করি কারাগারে
রাখিয়াছে; শত জন হইলে পূরণ

দিবে বলিদান রুদ্রে”—“নৃশংস শার্দ্দূল!”
চকিতে কহিয়া কৃষ্ণ উঠিলা শিহরি।
“আরো যাহা শুনিলাম ভয় হয় মনে
নিবেদিতে পাদপদ্মে”—আরম্ভিল দূত,—
“শুনিলাম, ভগদত্ত যবন ভূপতি,
চেদীশ্বর শিশুপাল, নাগেন্দ্র বাসুকি,
করিতেছে সন্ধি, প্রভো, মাগধের সনে।
অর্ব্বুদ, স্বস্তিক, শক্রবাপী, মুনি নাগ,—
বাসুকির সেনাপতি বীরচতুষ্টয়
আসিয়াছে গিরিব্রজে, উত্তর-ভারত
আশু সন্ধিসূত্রে প্রভো হইবে গ্রথিত।
সজ্জিত করিয়া এক মহা অনীকিনী,
শত নৃপতির রক্তে পূজি রুদ্রদেবে,
আক্রমিবে জরাসন্ধ দ্বারকা প্রথম।
উড়াইয়া ভারতের যত সিংহাসন
সেই ঝটিকার পরে, সমস্ত ভারতে
উড়াইবে মগধের বিজয়কেতন।”
নীরবিল দূত। কৃষ্ণ বহু উপহারে
করিলে বিদায়, দূত আসিল দ্বিতীয়।
“কহ, দূত, কহ শুনি চেদীর সংবাদ”—

জিজ্ঞাসিলা বাসুদেব। যোড়করে দূত
নিবেদিলা প্রণমিয়া সাষ্টাঙ্গে চরণে—
"বণিকের বেশে, প্রভো, ভ্রমিয়াছে দাস
সুবিশাল চেদীরাজ্য। জগৎ-জননী
যমুনা জাহ্নবী যারে করি আলিঙ্গন
সঞ্জীবনী সুধারাশি, অজস্রধারায়
ঢালিছেন দিবানিশি,—সেই পুণ্যভূমি,
তাহার সমৃদ্ধি সুখ কি কহিবে দাস?
রাজ্য নহে, প্রকৃতির প্রমোদ-উদ্যান!
বিরাজিতা অঙ্কে অঙ্কে কমলা আপনি,—
সুবর্ণনলিনী চেদী। গঙ্গা সুখ-ধারা,
সুনীরা যমুনা শান্তি; সুখ-শান্তি-নীরে
ভাসমানা পুণ্যবতী চেদী গরবিনী।
শোভিছে সঙ্গমস্থলে রাজহংস যেন,
পবিত্র প্রয়াগ পুর। উচ্চ গ্রীবা শির
শোভিতেছে মহাদুর্গ, ভ্রূকুটিবিক্ষেপে
সৃজিয়া আতঙ্ক দূর অরাতি-হৃদয়ে।
বিধাতার কি যে লীলা বুঝিতে না পারি,
এমন অমরাবতী করিলা অর্পণ
ক্ষিপ্ত বানরের করে। হিংসিয়া প্রভুরে

ক্ষিপ্তমতি চেদীশ্বর। শঙ্খ চক্র ধরি
কখন পুরুষোত্তম, কভু বাসুদেব,
কভু বিষ্ণু অবতার, করিছে শৃগাল
কেশরীর অভিনয়, বানর নরের,
কত যে কৌতুকাবহ কহিতে না পারি
প্রভুর অজস্র নিন্দা কণ্ঠেতে তাহার
বহে কর্ম্মনাশাস্রোতে। করেছে গ্রহণ
মাগধের সৈনাপত্য; কহে নিরন্তর
আক্রমিবে দ্বারবতী, সমরতরঙ্গে
ভারতের যত রাজ্য নিবে ভাসাইয়া।"
চেদীরাজ্য-মনচিত্র সমর্পিয়া করে,
লভিয়া প্রসাদ, দূত হইল বিদায়।
এইরূপে বহু দূত প্রণমিয়া পদে,
একে একে কত রাজ্য-গুহ্য-সমাচার
নিবেদিয়া, সমর্পিয়া মানচিত্র করে,
লভিয়া প্রসাদ সুখে হইল বিদায়,
চলিলেক রাজ্যান্তরে। মগধের দূত
চেদীতে, চেদীর দূত চলিল মগধে।
সমস্ত ভারত-বার্ত্তা যথাসময়েতে
এরূপে দিগন্তব্যাপী তটিনীর মত

চালিত অনন্ত রত্ন অনন্ত বদনে
একমাত্র রত্নাকরে। ভারতের সর্ব্ব
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
সর্ব্বশক্তি, এক কেন্দ্রে হইত কেন্দ্রিত,
বিমথিত এক দণ্ডে,—সমগ্র ভারত
করিয়া একই নথ-দর্পণে স্থাপিত।
চলি গেল দূতগণ লইয়া আদেশ,
উঠিয়া কেশব ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা
অধোমুখে চিন্তামগ্ন। কক্ষপ্রাচীরেতে
দেখিলা না দুই ছায়া পড়িল যে ধীরে।
দেখিলা না ব্যাসদেব, বীর ধনঞ্জয়,
দাঁড়াইয়া দ্বারে স্থির, রহেছে চাহিয়া
সেই চিন্তামগ্ন মূর্ত্তি প্রতিভা-মণ্ডিত।
করিলেন আশীর্ব্বাদ ঈষৎ হাসিয়া
ব্যাসদেব, সুপবিত্র একটি হিল্লোলে
করিল নির্জন কক্ষ পবিত্রতাময়।
চমকিলা বাসুদেব,—হইল ঈষৎ
চিন্তার নিবিড় মেঘে জ্যোৎস্নাসঞ্চার।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া মহর্ষিচরণে,
বসাইয়া দুই জনে, বসিয়া আপনি,

কহিলেন বাসুদেব—"শুভ আগমন
মহর্ষির রৈবতকে! পদপরশনে
চরিতার্থ এই পুরী, চরিতার্থ দাস!
এইমাত্র ভগবন্! স্মরিতেছিলাম
পবিত্র চরণাম্বুজ, ভাবিতেছিলাম
যাইয়া আশ্রম তীর্থ, যে ঘোর সঙ্কট
ভারতের চারি দিকে উঠিছে ভাসিয়া
নিবেদিব পাদপদ্মে, লইব মাগিয়া
মহর্ষির উপদেশ।" ধীরে দ্বৈপায়ন
উত্তরিলা সুপ্রসন্ন মুখে মৃদুস্বরে,—
"কহ বৎস বাসুদেব! এ কোন সঙ্কট
ব্যাসের মন্ত্রণা যাহে চাহে বাসুদেব!
বিশ্ব উপদেশ চাহে আশ্রমের কাছে,
সরসীর কাছে সিন্ধু! ব্যাধের কৌশলে
ভীত হয় মৃগ, বৎস, ডরে কি কেশরী?"

কৃষ্ণ। ভারত অদৃষ্টাকাশে চারি দিকে প্রভো,
হইতেছে যে বিপ্লব-নীরদ-সঞ্চার
খণ্ড খণ্ড; ছুটিতেছে মন্থর গতিতে
মিলিতে কোথায় ভীমাকারে, কোথায় বা
আঘাতিয়া পরস্পরে হইতে বিনাশ,

করিতে ভারতভূমি, মহর্ষি, আবার
ঝটিকায় বিদলিত, শোণিতে প্লাবিত।
সাজিতেছে জরাসন্ধ,—দুই পার্শ্বে তার
শিশুপাল, ভগদত্ত, উত্তর-ভারত
সুসজ্জিত পৃষ্ঠদেশে,—বিপুল বিক্রমে
ডুবাইয়া দ্বারবতী সমুদ্রের জলে,
সমুদ্র-প্রতিম সৈন্য প্লাবিতে ভারত।
হস্তিনা হিংসায় মত্ত ক্ষিপ্ত গ্রহ মত
আঘাতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ। ভারত তখন
হইবেক কেন্দ্রভ্রষ্ট, আর রাজ্য যত
গতিভ্রষ্ট গ্রহ মত একে অন্যতরে
আঘাতিবে,—কিবা ঘাত কিবা প্রতিঘাত,
কি ভীষণ সংঘর্ষণ, বিপ্লব ভীষণ,
ঘটিবে তখন প্রভো! ভাবিতে না পারি।
এ রাষ্ট্রবিপ্লব, এই ঘোর নির্য্যাতন
জননীর, আত্মহত্যা, সাধুর দুর্দ্দশা,
অসাধুর আধিপত্য, ধর্ম্মের বিলোপ,—
সহিব কেমনে শৈলপ্রতিমূর্ত্তি মত?

ব্যাস — এই এক দিক মাত্র, দিক্ অন্যতর,
বাসুদেব, চিত্রের আরো ভয়ঙ্কর।

শঙ্কিত কুরঙ্গ মত, গ্রীবা ঊর্দ্ধ করি
গৃহবাসী বিপ্রগণ, বনবাসী ঋষি,
ঊর্দ্ধকর্ণে তব কার্য্য করিছে শ্রবণ ;
ঘ্রাণিতেছে অভিসন্ধি ; ভাবিছে বিপ্লব
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, উদ্দেশ্য তোমার,-
তুমি এ বিপ্লবকারী।”—

হাসিয়া কেশব—

“আমি এ বিপ্লবকারী ! মহর্ষি ! মহর্ষি !
সরল বৈদিক ধর্ম্ম, পূজা প্রকৃতির,
সারল্য-সৌন্দর্য্য-মাথা, আর্য্য-শৈশবের,—
সে সরল হৃদয়ের তরল প্রবাহ,
পৈশাচিক যজ্ঞে যারা করিছে বিকৃত,—
মহর্ষি ! বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা ?
পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্র ঋক্, গাই সামগান,
আসিলা ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি ? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য কেহ বা,
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন
কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ বা মস্তক ;

আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ,—মূরতি প্রীতির,—
করিতেছে চারিখণ্ড, প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হ'তে অঙ্গান্তরে শোণিতপ্রবাহ,—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি, কি তাহারা?
নাহি দিবে যারা, প্রভো, ভবিষ্যৎ ব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূদ্রে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিল যাহারা,—
মহর্ষি! বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?

ব্যাস। মানিলাম বাসুদেব। কিন্তু, বৎস, বল
কালের অনন্ত বক্ষ হইতে মুছিয়া
ফেলিবে দুইটি যুগ? নিবে ফিরাইয়া
উত্তর-কুরুতে আর্য্যজাতি পুনর্ব্বার?
প্রকৃতির গতি-স্রোত নিবে ফিরাইয়া
আদিম নির্ঝরে পুনঃ? করিবে প্রচার
আবার বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক সমাজ?

কৃষ্ণ। না, প্রভো, উদ্দেশ্য তাহা নহে কদাচন
এ দাসের। প্রকৃতির ফিরাইবে গতি

নহে সাধ্য মানবের, নহে বিধাতার।
সৃষ্টিরাজ্য নীতিরাজ্য। জানি ভগবন্,
যথা ওই ক্ষুদ্র ফুল অঙ্কুরিয়া ফুটে,
ফুটিয়া শুকায় বৃন্তে, শুকাইয়া ঝরে,
তথা মানবের আছে শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, তেমতি জাতির
মানবের সমাজের, শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, আছে নির্ব্বিশেষ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নীতি সর্ব্বত্র সমান
অলঙ্ঘ্য, অপরিহার্য্য। শৈশব, সমাজ
হাসে দেখি চন্দ্রমুখ, কাঁদে বজ্রাঘাতে,
কাঁপে ঝটিকায় ত্রাসে। সমাজ কৈশোরে
যাগ, যজ্ঞ, নানা ক্রীড়া। যৌবনে তাহার
শৈশবের হাসি ত্রাসে, কৈশোর ক্রীড়ায়,
ভরে না হৃদয় আর। যখন-মানব
দেখে সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, নিয়মের দাস,—
সুন্দর শৃঙ্খলে গাঁথা। মানব হৃদয়
হইয়া পিপাসাতুর চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার,
মহান্ বিজ্ঞান বিশ্ব! আর্য্য-সমাজের

শৈশবের সত্য যুগ! ত্রেতা কৈশোরের
হয়েছে অতীত দেব; এবে উপস্থিত
যৌবনের যুগান্তর। অভিনেতা তার—
ব্যাসদেব, কৃষ্ণ, পার্থ। কাটিয়া সঙ্কট,
—বলের যৌবন পার্থ, মহর্ষি জ্ঞানের,—
আর্য্যের জাতীয়-তরী নিব ভাসাইয়া
শান্তির বৈকুণ্ঠে সুখে; আছে প্রসারিত
সম্মুখে কর্ম্মের পথ, শিরে নারায়ণ।

ব্যাস। ভুজবল, জ্ঞানবল ক্ষুদ্র মানবের
বালকের বালুখেলা, দেবকী-নন্দন,
অনন্তরে সিন্ধু-তীরে। একটি কুসুম
না পারে ফুটাতে নর, না পারে সৃজিতে
একটি পতঙ্গ, কৃষ্ণ, একটি জাতির
বিপুল অদৃষ্ট বল গঠিবে কেমনে?
অশ্রান্ত প্রকৃতি দেবী দুই যুগ ধরি
যেই স্রোত ধীরে ধীরে আনিছে বহিয়া
কেমনে রোধিবে তুমি, করিবে বিফল
মানবের জ্ঞানবলে নীতি প্রকৃতির?

কৃষ্ণ। রোধিবে সে স্রোত, শক্তি নাহি মানবের।
জাতীয় জীবন-স্রোত কিন্তু স্বার্থবলে

অনন্ত মরুর দিকে নিতেছে ঠেলিয়া,
প্রকৃতির গতি, দেব, করিয়া নিষ্ফল,—
বিফল করিব তাহা। নিব ফিরাইয়া
অনন্ত সিন্ধুর মুখে,—নিষ্কাম আমরা,—
সেই সিন্ধু নারায়ণ! সরল সুন্দর
এই প্রকৃতির গতি; অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো, নহে অবনতি।
মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ!
পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে,
অপূর্ণ আমরা, প্রভো, যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মনবজাতি উন্নতির পথে।
অনন্ত অভাব-ফল অনন্ত উন্নতি,—
এই মহামন্ত্র, দেব, রয়েছে অঙ্কিত
প্রস্তরে উদ্ভিদে, জীবে মানব-হৃদয়ে,
সর্ব্বত্র অমরাক্ষরে। সৃষ্টির বিজ্ঞান
ঘোষিতেছে এই মন্ত্র। সৃষ্টির যখন
যেরূপ অভাব ঘটে উন্নতি তেমন।
মানবের দুই যুগ, কিন্তু জগতের
এইরূপে কত যুগ গিয়াছে বহিয়া,

কে বলিবে ভগবন্? যুগ-উপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে, মৎস্য। এই নীতিবলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার।
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,
হইল বরাহ-সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর,
নরসিংহ অবতার। বিস্ময় মূরতি!—
অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর! ক্রমে পশুভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানব মূর্ত্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,-
জগৎ অরণ্যময়, হিংস্র-জন্তু-বাস!
ঘুরিল উন্নতি-চক্র,—সকুঠার কর
আসিলা পরশুরাম। বাধিল সমর
বন, বনচর সহ; নাহি শরীরেতে
পশুভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,—
পশু-নির্ব্বিশেষ নর! সেই পশুভাব
যে দিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,

সেই দিন জগতের যুগ বর্ত্তমান
হইল সঞ্চার। সেই দিন মহা দিন!
প্রকৃত মানব জন্ম হইল সে দিন।
অশ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর,
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি-অবতার,—
ত্রেতার চরমোন্নতি! যৌবন তাহার
আসিবে না ঋষি-শ্রেষ্ঠ? সুদর্শন চক্র
উন্নতির এখানে কি হইল অচল?
না, না, দেব; নাহি তার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম।
উন্নতির পথ ছায়া-পথের মতন,
—প্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতাময়,—
রহিয়াছে প্রসারিত, সেই পথে, প্রভো,
জাতীয় জীবন-তরী নিব ভাসাইয়া।

ব্যাস। একক কি তুমি বৎস পারিবে সাধিতে
বিশ্বব্যাপী এই ব্রত? সাধিবে কেমনে?
সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি ঋষি নির্ব্বিশেষ,
চারি বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি,—অচল অটল
হিমাচল,—নহে তাহা বালুকাবন্ধন,
সলিলে কি তাহা কৃষ্ণ যাইবে মিশিয়া?
অনন্ত তোমার জ্ঞান, শক্তি সীমাহীন,

কিন্তু—কিন্তু—বাসুদেব! একটি জাতির
অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া! গ্রহ, তারাগণ,
দেশ, কাল, কতমতে অদৃষ্ট নরের
অলক্ষিতে সঞ্চালন করে অহরহঃ
নাহি জানি, নাহি জানি মানস জগৎ
—দুর্জ্জেয় তাহার ক্রীড়া!—করে রূপান্তর
কত মতে; কত মতে অনন্ত সৃষ্টির
অনন্ত অজ্ঞেয় নীতি করে বিলোড়িত
মানব অদৃষ্ট সিন্ধু; করে সঞ্চালিত
কোন্ মতে, কোন্ পথে। নীর-বিম্ব নর
কেমনে গঠিবে সেই সিন্ধু পরিণাম!

কৃষ্ণ। একক!—একক আমি নহি ভগবন্!
যাহার সহায় স্রষ্টা, বিষ্ণু বিশ্বরূপ,—
নারায়ণ!—একক সে নহে কদাচন।
আমি কে মহর্ষি? আমি—আমরা সকল,—
জগৎ,—তাঁহার অংশ! তাঁর অবতার!
সোঽহং, আমি নারায়ণ! একক ত নহি
আমি একত্ব তাঁহার। সর্ব্বভূতময়
আমি, আমি সর্ব্বপ্রাণী, আমি বিশ্বরূপ!
আমার সে বিশ্বরূপ, দেখ ভগবন্!

দেখ ধনঞ্জয়! দেখ ওই মহাশূন্যে
বিশ্ব-পদ্মে বিশ্বনাথ। দেখ শতদল,—
শত গ্রহ, উপগ্রহ, সবিতৃমণ্ডল!
বিশ্ব-পদ্ম-ব্যাপী দেখ মম অধিষ্ঠান!
বিশ্বের জীবন আমি, আমাতে জীবিত
চরাচর; জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি-রূপান্তর।
নহি ব্রহ্মা, নহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান্!
একমেবাদ্বিতীয়ং—আমি ভগবান্।
দেখ এক করে মম, দেখ সুদর্শন
অনন্ত নীতির চক্র; দেখ অন্য করে
মহাশঙ্খ বিশ্বকণ্ঠ,—অশ্রান্ত কেমন
অনন্ত সে নীতিচক্র করিছে জ্ঞাপন!
সেই মহা শঙ্খ ওই অনন্ত প্লাবিয়া
ডাকিতেছে অবিশ্রান্ত,—ভ্রান্ত নরগণ!
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!"
আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্ম্মের মন্দির;
ভিত্তি সর্ব্ব-ভূত-হিত; চূড়া সুদর্শন;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম; লক্ষ্য নারায়ণ।
এই সনাতন ধর্ম্ম, এই মহা নীতি,—
ব্যাসদেব জ্ঞানবলে, পার্থ বাহুবলে,

ভারতে, জগতে, কর সর্ব্বত্র প্রচার,
নারায়ণে কর্ম্মফল করি সমর্পণ।
বিনাশিয়া স্বার্থ-জ্ঞান, করিলে নিষ্কাম
সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, হইবে অচিরে
খণ্ড এ ভারতে "মহাভারত" স্থাপিত—
প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময় !
লও এই মহাব্রত,—চাহি ঊর্দ্ধপানে
দাঁড়ায়ে মহিমাময় মূর্ত্তি নারায়ণ,—
বিগলিত অশ্রুধারা প্রীতির প্রবাহ
ঝরিছে কপোল বাহি, কহিলা গম্ভীরে—
"লও এই মহাব্রত !" চাহি ঊর্দ্ধপানে
দেখিলেন ব্যাসার্জ্জুন, গোধূলিতিমিরে
দীপিছে মহিমাময় কি মূর্ত্তি মহান্ !
নহে মানবের তাহা; সুধাংশুকিরণ
করিতেছে যেন নীলবপু বিকীরণ !
নাহি বাসুদেব আর; দেখিতে দেখিতে
দীপ্তিমান্ বপু যেন হইয়া বর্দ্ধিত
ছাইল এ চরাচর। সবিতৃমণ্ডল
শোভিতেছে পদতলে, শতদল মত,—
অনন্ত অসংখ্য ! রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি !

কিবা শোভা সে বদনে, কি জ্যোতি নয়নে,
শোভে করে কিবা শঙ্খ, চক্র সুদর্শন!
অপার্থিব কি আলোক, সঙ্গীত, সৌরভ,
ভাসিছে অনন্ত-ব্যাপী, কিবা অধিষ্ঠান
প্রকৃতিতে পুরুষের,—মিলন মহান্!
কি একত্বে পরিণত বিশ্বচরাচর!
"লইলাম মহাব্রত"—স্থির কণ্ঠে ধীরে
কহিলেন ব্যাসদেব, আঁখি ছল ছল,
আনন্দে উজ্জ্বল মুখ; হৃদয় নির্ম্মল
প্রীতিপূর্ণ, সমুজ্জ্বল। পাতি দুই কর,
ভক্তি-গদগদকণ্ঠে চাহিয়া বিস্ময়ে,
"লইলাম মহাব্রত"— কহিলা অর্জ্জুন;
সরিল না কথা আর। আনন্দে তখন
আত্মহারা বাসুদেব বসিলা ভূতলে
জানু পাতি মধ্যস্থলে। আনন্দে তখন
গলদশ্রু তিন জন পাতি ছয় কর,
গাইলেন উর্দ্ধ নেত্রে পুলকে গম্ভীরে—
"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী

হারী হিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।"

অমর ত্রিমূর্ত্তি! দাসে দেও পদধূলি,
পবিত্র চরণামৃত।নয়ন ভরিয়া
দেখিব ত্রিগুণ রূপ, তিষ্ঠ এক পল।
সর্ব্ব-ধ্বংসী মহাকাল বহিছে মস্তকে
যে পবিত্র পদচিহ্ন যুগ-যুগান্তরে,
সেই পদাম্বুজ দাস করিয়া ধারণ
ভক্তিভরে শির'পর, গাইবে ভারতে
অক্ষয় কীর্ত্তির গান অমৃত সমান
বিহ্বল হৃদয়ে দাস,—দেও পদাশ্রয়!
কহ দেবত্রয় দাসে, কহ দয়া করি
সশরীরে আবির্ভাব আবার কখন
হইবে ভারতে? কহ হবে কি কখন?
নারায়ণ নরোত্তম! কহ দয়া করি
তব ভাগবত, প্রভো, হবে কি বিফল?—
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
"অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
"ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
পূর্ণ কাল, পূর্ণব্রহ্ম! আসিবে কখন?

ত্রয়োদশ সর্গ।

দুর্ব্বাসার দৌত্য।

নিমীলিত দু' নয়ন অপরাহ্নে বলরাম
বলদেব বল-অবতার
সুকোমল উপাধানে হেলাইয়া মহাবপু,—
কি সৌন্দর্য্য মহিমা আধার!—
অপরাহ্ণ-রবিকরে শোভিছে ঝলসি যেন
হিমাদ্রির শিথর তুষার।
কিবা সে বিশাল বক্ষ, কি বিশাল দুই ভুজ
কি বিশাল ললাট-গগন!
চন্দনে চর্চ্চিত বপু গলায় ফুলের মালা,
পরিধান কৌষিক বসন।
শিরে সুরধুনী মত, বিরাজিতা কাদম্বরী;—
কিবা রঙ্গ তরঙ্গ তাহার!
কি সুখ-তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে হৃদয়েতে,
চল চল সুখ-পারাবার!

এইরূপে নিরজনে বসি, নিমীলিত আঁখি,
ভাবিছে কি রেবতী-রমণ
রেবতীর মুখশশী? কিংবা কত সুধারাশি
কাদম্বরী করেন বহন?
নাহি জানি। অকস্মাৎ থক্ থক্ থক্ থক্
সম্মুখেতে ধ্বনিল কর্কশ;
সুখভঙ্গে হলায়ুধ, বিস্তৃত পলাশ-আঁখি
মেলিলেন ক্রোধেতে অবশ।
কোথায় বা মুখশশী? কোথায় বা সুধারাশি,
কাদম্বরী-তরঙ্গ তরল?
সম্মুখে বিকট মূর্ত্তি, কাশিছে বিকট কাশি,
কাশিরই তরঙ্গ কেবল।
উঠিয়া বিরক্তিভরে প্রণমিলা বলরাম,
—কুব্জ মূর্ত্তি বসিল যখন,—
কহিলা, "কি ভাগ্য আজি, কি পুণ্যে কোথায় হ'তে
মহর্ষির হলো আগমন!"
দুর্ব্বাসা স্বগতে কহে,—"পুণ্য বড় মিথ্যা নহে—
কি দুর্গন্ধ রাম! রাম! রাম!
পুণ্য বিনা আসে কভু, দুর্ব্বাসা নরকে হেন
নরাধম মদ্যপায়ী স্থান।"

পুনঃ কাশি ছল কাশি, প্রকাশ্যে কহিলা ঋষি—
"কোথায় হইতে বলরাম?"—
থক্ থক্ থক্ পুনঃ— "ঋষি আমি, বনচর,
রাজ্যধন নাহি ত আমার,
যথায় তথায় যাই, যাগযজ্ঞ-ব্যবসায়ী,—
কোথা হতে আসিব আবার?"

বল। (স্বগত)
কি উৎপাত, ভগবান্, করিতেছিনু আরাম,
মধ্যাহ্নে বসিয়া মন-সুখে,
একি এক বিড়ম্বনা, থক্থকানি কি যন্ত্রণা,
নিশ্বাস কি নাহি ঠেকে বুকে?
পূতিগন্ধে যায় প্রাণ,— নাহি সুরাপাত্র কাছে,—
শ্মশানের গন্ধে ভরপুর।
যে গন্ধ লেগেছে নাকে, ছয় মাসে নাহি যাবে,
কেমনে এ পাপ করি দূর।
(প্রকাশ্যে) পীড়িত কি ভগবান্!

দুর্ব্বাসা। (স্বগত) ভগবান মুণ্ড খান,
তোমার বংশের শতবার।
তব বংশ-পিণ্ডদান, না দেখি ভরিয়া প্রাণ
ভগবান নহে মরিবার।

(প্রকাশ্যে) ব্যাধির মন্দির দেহ— থক্ থক্ থকাথক্—
কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম—
হইলাম বিস্মরণ,— কোথা হ'তে আগমন ?
সর্ব্বত্র হইতে, কিন্তু রাম!
যথায় তথায় যাই, সর্ব্বত্র শুনিতে পাই
অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তিগান।
রূপের তুলনা নাই, বলে তুমি অবতার,
ভুজবলে সর্ব্বশক্তিমান।
তব নামে সুরনর কাঁপে, রাম, নিরন্তর;
তব বীর্য্য জ্বলন্ত-পাবক!
সর্ব্বত্র এরূপ শুনি, অপরূপ কীর্ত্তি তব,
কেবল কেবল—থক্ থক্!
আশুতোষ বলরাম, তোষামোদে তুষ্টপ্রাণ,
কাদম্বরী-কৃপায় তরল ;
বিস্ফারি অরুণ আঁখি, জিজ্ঞাসিলা সবিস্ময়ে,—
"কেবল" কি ? মহর্ষি, "কেবল ?"
দুর্ব্বা। কেবল, কেবল, রাম! ইন্দ্রপ্রস্থে শুনিলাম
যেই নিন্দা, হয় কণ্ঠরোধ,
বল। কি বলিলে, তপোধন, ইন্দ্রপ্রস্থে নিন্দা মম?
ইন্দ্রপ্রস্থে!—পাণ্ডব নির্ব্বোধ!

দুর্ব্বা। কথায় কথায় আমি, কহিলাম ধরাতলে
ভুজবলে অদ্বিতীয় রাম।
হাসি কহে বৃকোদর পঙ্গু তুমি, তব কাছে
সঙ্কর্ষণ মহা বলবান।
কোথা ছিল সেই বল জরাসন্ধ-ভয়ে যবে
পশ্চিম সমুদ্রে দিল ঝাঁপ?
ক্রোধে অঙ্গ থর থর, কাঁপিতে লাগিল মর্ম্ম,
দিতেছিনু ঘোর অভিশাপ,
যুধিষ্ঠির পায়ে ধরি বলিল বিনয় করি,
'বালকের ক্ষম অপরাধ'।

বল। অন্ধ ভীম দুরাচার, তার এই অহঙ্কার,
ইন্দ্রপ্রস্থে মম নিন্দাবাদ!
শিমুলের স্তূপে অগ্নি হইল বিক্ষিপ্ত যেন,
বলদেব দীপ্ত হুতাশন!
ক্ষিপ্ত গ্রহ মত কক্ষে, ছুটিতে লাগিলা ক্রোধে,
দন্তে দন্ত করিয়া ঘর্ষণ,—
"এই দণ্ডে ইন্দ্রপ্রস্থ, গ্রাসিব রাহুর মত,
উপাড়িয়া যমুনার জলে
ফেলিব লাঙ্গল বলে, বল্মীকের স্তূপ যেন,
দেখিব কে রাখে ধরাতলে।"

দুর্ব্বা। অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায়, চলিলাম হস্তিনায়,
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন
কত মতে ভক্তিভরে, জিজ্ঞাসিল বারম্বার—
"গুরুদেব আছেন কেমন?"
জাহ্নবী-স্রোতের মত, তব স্তুতিগান কত
গাইল যে গান্ধারী-তনয়,
অবশেষে হলায়ুধ, করিল এ নিবেদন
বহু মতে করিয়া বিনয়—
"কর যদি ঋষিবর, রৈবতকে পদার্পণ,
বলদেবে চরণে প্রণাম
বলিও দাসের, প্রভু; চিরদিন এই দাস
সেই পদে পায় যেন স্থান।
পবিত্র করিতে কুল দুর্য্যোধন অকিঞ্চন
চাহে পদে এক ভিক্ষা আর,—
হয় যদি অভিমত, মাগিবে সে পদাম্বুজে,
সুভদ্রার পাণি-উপহার।"
এখন শুনিলে সব,— থক্ থক্ থক্ থক্—
করি দুই সন্দেশ বহন,
হস্তিনার বাক-দান, ইন্দ্রপ্রস্থ-অপমান,
রৈবতকে মম আগমন।

বল। জানি আমি দুর্য্যোধন, মম ভক্তিপরায়ণ,
কৃপা করি, মহর্ষি, সত্বরে,
আন দুর্য্যোধনে, আগে সুভদ্রা করিব দান,
ইন্দ্রপ্রস্থে দিব দণ্ড পরে।
"প্রহরি! প্রহরি!"
রাম ডাকিলেন গরজিয়া,
আসিল প্রহরী এক জন।
প্রকম্পিত কলেবর! "কৃষ্ণ"—এই কথামাত্র
বলদেব করিলা গর্জ্জন।
কৃষ্ণ মুহূর্ত্তেক পরে প্রবেশিলে কক্ষে ধীরে,
কহিলেন, ক্রোধরুদ্ধ স্বর,—
"এই দণ্ডে আয়োজন, মম শিষ্য দুর্য্যোধনে
সমর্পিব সুভদ্রার কর।"

দুর্ব্বা। (স্বগত)
কি পাপ! দেখিবামাত্র, কাঁপিতেছে মম গাত্র;
নাহি জানি কি যে ইন্দ্রজাল
জানে এই দুরাচার, দেখিয়া আমারো মনে
উপজিছে ভক্তি, কি জঞ্জাল।

কৃষ্ণ। আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম, কিন্তু, দেব, এ কেমন?
ব্যস্ততার কর্ম্ম এ তো নয়।

রয়েছেন গুরুজন, তাঁহাদের অভিমত
জানা কি উচিত, দাদা, নয়?
বল। গুরুজন! গুরুজন! চিরকাল গুরুজন।
এই তব তর্ক চিরকাল।
না শুনিব কারো কথা, বিলম্ব কাহারো তরে
করিব না তিলার্দ্ধেক কাল।
কৃষ্ণ। যদি বীর ধনঞ্জয় ভদ্রা-পাণি-প্রার্থী হয়,
অতিথির হবে অপমান।
বল। নাহি দিব কদাচন, করি নাহি হেন পণ
অতিথিরে ভগ্নী দিব দান।
কৃষ্ণ। রোষিবে পাণ্ডবগণ, দোষিবে যাদবকুল,—
বল। উভয়ে পাঠাব রসাতল।
কেবল পাণ্ডবগণ নিরন্তর তব মুখে!
অতি তুচ্ছ পাণ্ডব সকল।
সবে মাত্র পঞ্চজন, শত ভাই দুর্য্যোধন,—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ দাস।
পাণ্ডবের এক গ্রাম, ব্যাপী এই ধরাধাম
কৌরবের সাম্রাজ্য প্রকাশ!
পাণ্ডব বনের পশু, আজীবন ভ্রমি বনে
পশুত্বই শিখেছে কেবল।

আজীবন চক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন মহামতি,
মম শিষ্য খ্যাত ধরাতল।
তুলনা কাঞ্চনে কাচে, পুনঃ যদি মম কাছে,
করিস্ এরূপে অনুচিত,
এক মুষ্ট্যাঘাতে ক্রূর! করিব মস্তক তোর
রৈবতক সহিত চূর্ণিত।—
(ক্ষেপিয়া নিকটে গিয়া, ভীম মুষ্টি দেখাইয়া,
পদ দুই হইয়া অন্তর)—
কৃপা করি ঋষিশ্রেষ্ঠ! কহিবেন দুর্য্যোধনে
রৈবতকে আসিতে সত্বর।
ঋষিশ্রেষ্ঠ এতক্ষণ, নীরবে বসিয়া সায়
দিতেছিলা,—কৌতুক দর্শন!
দাঁড়াইলা যষ্টি করে,— ধনুতে চড়িল গুণ,—
মুষ্টির আকারে ভীত মন।
কৃষ্ণ। কিন্তু ভদ্রা বরে যদি ধনঞ্জয় বীর-নিধি
কি সঙ্কট হইবে তখন।
বল। আর বার ধনঞ্জয়? একটি বালিকা ক্ষুদ্র
বিফলিবে বলভদ্র পণ।
(তুলি ভীম উপাধান শিরোপরে শক্তিমান
মহা ক্রোধে করিয়া গর্জ্জন)

টলে যদি প্রভাকর, টলে যদি শশধর,
টলিবে না বলভদ্র-পণ।
নিক্ষেপিয়া উপাধান, করিলা প্রস্থান রাম,
কক্ষে যেন হলো বজ্রাঘাত,
ধমকেতে তপোধন, হইলা সকুব্জ যষ্টি,—
একেবারে ভূতলে পপাত।
হাসিয়া ঈষৎ কৃষ্ণ, তুলিযা কৌতুক মূর্ত্তি,
অস্থির পঞ্জর ধনুখান,
"রাম! রাম! রাম!"—বলি, সকাশি সকুব্জ যষ্টি,
ঋষি ধীরে করিলা প্রস্থান।
"কি বিপদ!"—হাসি কৃষ্ণ, কহিলা স্বগত কণ্ঠে,—
"দাদার ত এই কার্য্য নয়,
শিরে যেই মহাদেবী রয়েছেন বিরাজিতা,
তাঁর কীর্ত্তি এই সমুদয়!
যা হ'ক এ মন্দ নয়, পাব ভাল পরিচয়,
অর্জ্জুনের কত ভুজবল,
নিজে তুমি, ভগবান, যোগাইছ উপাদান,
তব কার্য্য সকলি মঙ্গল।"

চতুর্দ্দশ সর্গ।

পাতাল—নাগপুর।

ঊর্ণনাভ।

জরৎকার-নামধারী মহর্ষি দুর্ব্বাসা
বসিয়া নীরব কক্ষে। কুঞ্চিত অধরে
কুঞ্চিত কুটিল হাসি আছে লুকাইয়া,
অর্দ্ধসুপ্ত ফণী যেন। সম্মুখে বাসুকি
অধোমুখে চিন্তামগ্ন বসিয়া নীরবে।
বন্য-পশু-শির, শৃঙ্গ, শোভিছে ভীষণ
প্রাচীরের স্থানে স্থানে ; শোভে স্থানে স্থানে
মৃগয়ার সাংঘাতিক অস্ত্র নানাবিধ
মিশি সমরাস্ত্র সহ ; খেলে ছায়া কক্ষে
প্রেত-যোনি-ক্রীড়া যেন ক্ষীণ দীপালোকে।

জরৎ। নিরুত্তরে মৌনভাবে, রহিয়াছ তুমি
বাসুকি ! নাগেন্দ্র তুমি এই দীপালোকে
দেখিছ এ কক্ষ যথা, পারি দেখিবারে
যোগালোকে আমি এই বিশ্ব চরাচর।

বিশ্বের ঘটনাস্রোত পারি দেখিবারে
কোন মতে, কোন পথে, বহিছে কোথায়।
কোন মতে, কোন পথে, গ্রহ তারাগণ
ছুটিতেছে মহাশূন্যে, বহিতেছে বারি
সরিৎ সাগরগর্ভে, পারি মানবের
দেখিতে নিভৃততম কক্ষ হৃদয়ের।

বাসুকি। আমি সেই দস্যুপতি!

জরৎ। পাপের স্বীকার,
অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত তার! গুরুতর পাপ
ব্রতাচারী অনূঢ়ার প্রতি অত্যাচার।

বাসু। পাপ যত অনার্য্যের,—শুনি হাসি পায়!
যথা তথা ভুজবলে কুমারীহরণ,
স্বজনশোণিতে লিখি প্রণয়কাহিনী,—
আর্য্যের বীরত্ব, পুণ্য!—পাপ অনার্য্যের!

জরৎ। আর্য্যদের ধর্ম্ম তাহা, আছে শাস্ত্রবিধি।
স্বধর্ম্মপালনে নাহি পাপ, নাগপতি!

বাসু। হা ধর্ম্ম! তুমিও তবে দুই মূর্ত্তি ধর?
এক মূর্ত্তি অনার্য্যের, দ্বিতীয় আর্য্যের?

জরৎ। জাতিভেদে ধর্ম্মভেদ ঘটিবে নিশ্চয়,—
নহে বিস্ময়ের কথা। পক্ষীর যে ধর্ম্ম,

নহে পশুদের তাহা; ধর্ম্ম উদ্ভিদের,
খাটিবে না কোন মতে খনিজে কখন।
স্থলচরে জলচরে কত ধর্ম্মান্তর।

বাসু। তর্কজালে বিজড়িত হেন শাস্ত্র, ঋষি,
কর গিয়া ঐ সিন্ধুনদে বিসর্জ্জন।
সরল অনার্য্য জাতি আমরা সকল,
সকল মানবে ঋষি নিরখি সমান।
কেবল একই ভেদ—রাজায়, প্রজায়।

জরৎ। থাকুক অনার্য্যের ধর্ম্ম। জিজ্ঞাসি বাসুকি,
প্রতিজ্ঞাপালন কিহে তব ধর্ম্ম নহে?
অনার্য্যের প্রতিজ্ঞা কি সলিল-লিখন?

বাসু। অনার্য্যের প্রতিশ্রুতি লিপি প্রস্তরের;
ওই বিন্ধ্যাচল সম সতত অটল;
অনিবার্য্য গতি যেন সিন্ধুর প্রবাহ।

জরৎ। বহে কি উজান সিন্ধু প্রবাহের মত?

বাসু। ব্রাহ্মণ!

জরৎ। —মহর্ষি। ক্রোধ নিবার, বাসুকি!
কি ছিল প্রতিজ্ঞা তব? হরিতে অনূঢ়া
আছিলে কি প্রতিশ্রুত? হরিলে সুভদ্রা
যাবে কি ক্ষত্রিয়কুল ভারত ছাড়িয়া?

হইবে কি অনার্য্যের সাম্রাজ্য-উদ্ধার
নারী-চৌর্য্যব্রতে? ছি! ছি! হা ধিক বাসুকি!
আমি ভাবিতেছি তুমি যূথরাজ মত
ভ্রমিতেছ বনে বনে; বনে বনে তুমি
অনার্য্যের যূথদল করিয়া দীক্ষিত
মহামন্ত্রে, জ্বালাইছ ভীম দাবানল
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়-রাজ্য! হা ধিক্ বাসুকি!
তুমি কোথা মদকল করীর মতন
ঝাঁপ দিয়া নীচ চৌর্য্য-পঙ্কিল-সলিলে
হরিতেছ,—নহে রাজ্য,—সতীত্ব-মৃণাল
নারীর পাশব বলে! ছি! ছি! নাগরাজ
এ ছিল প্রতিজ্ঞা তব?

বাসু কর-ধৃত যষ্টি
নহি আমি ঋষি! তব, ঘুরিব ফিরিব,
ঘুরাইবে, ফিরাইবে, তুমি যেইরূপে।
নহে তব শুষ্ক যষ্টি মানব-হৃদয়।
তাহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত পিপাসা।
নহে মৃত্তিকার সৃষ্টি, যথা ইচ্ছা তুমি
গড়িবে ভাঙ্গিবে। নাহি ইচ্ছার শকতি
রোধিতে তাহার গতি সর্ব্বত্র সমান।

সাম্রাজ্যও নাহি পারে করিতে পূরণ
সকল পিপাসা তার ; প্রণয়-পিপাসা,
মুনি, নহে কদাচন ! উভয়ে আমরা
বনবাসী, কিন্তু বন-শুষ্ক কাষ্ঠ তুমি,
আমি মহা মহীরুহ। তুমি ত নিষ্ফল,
পুষ্প-ফল-আশা-মত্ত যৌবন আমার।
মানি রাজ্য-আশা মম হৃদয়ে প্রবল
কিন্তু যে প্রবলতর সুভদ্রার আশা !
পার যদি যোগবলে দেও হে বলিয়া,—
পড়িব চরণে তব,—কোন মতে যদি
পারি দুই রাজ্য ঋষি করিতে উদ্ধার।
না পার, সাম্রাজ্য-আশা পারি ছাড়িবারে ;
সুভদ্রার আশা নহে জীয়ন্তে কথন।

জরৎ। নহে যে অদমনীয় মানব-হৃদয়,
জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমি সম্মুখে তোমার,
নাগেন্দ্র, বালকগণ যেই মৃত্তিকায়
ক্রীড়ার পুতুল গড়ে, সেই মৃত্তিকায়
দেব-দেবী মূর্ত্তি করি আমরা নির্ম্মাণ।
একই কানন, দেখ করি পুণ্যাশ্রম
আমরা, তোমরা কর হিংস্র-জন্তু-বাস।

একই হৃদয়, শূন্য ইন্দ্রিয়-লালসা
আমাদের ; পরিপূর্ণ বাসনা-অনলে
তোমাদের ! জরৎকারু-পরিণয়, মম
ব্রত-উদ্ধারের তরে। ভদ্রার প্রণয়,
তব ব্রত, নাগপতি, ধ্বংসের কারণ।

বাসু। শরীরের কোন্ অংশ মানব-হৃদয়,
কহ ঋষি, কাটি তাহা কৃপাণে এখনি
নিক্ষেপি সম্মুখে তব জ্বলন্ত অনলে।
নহে চক্ষে, ঋষিবর, মুদিলে নয়ন
নিরখি ভদ্রার রূপ। নহে বক্ষে, অস্ত্রে
বিদীর্ণ যখন বক্ষ দেখেছি সেরূপ
অস্ত্রক্ষতে করিতেছে জ্যোছনা-বর্ষণ
নিরমল, সুশীতল। নহে কোনো অঙ্গে,
অবশ যখন দেহ মূর্চ্ছায় নিদ্রায়
অতুলিত সেইরূপ দেখিছি স্বপন।
ক্ষুদ্র মানবের দেহে, কোথা এ হৃদয়,—
অনিবার্য্য বেগে যার যেতেছি ভাসিয়া
অরণ্য-কেশরী আমি তৃণের মতন ?
ঋষিবর ! ঋষিবর ! চাহিয়াছি আমি
পোড়াইতে ক্রোধানলে, করিতে পেষণ

অভিমানে সে হৃদয়, করিতে ছেদন
অপমান অসিধারে ;—হয়েছি নিষ্ফল।

জরৎ। সাবধান নাগরাজ! করেছে বিস্তার
ঊর্ণনাভ যেই জাল অপূর্ব্ব কৌশলে
দিও না তাহাতে ঝাঁপ। ভদ্রা-প্রলোভনে
এক দিকে অসতর্ক ফেলিয়া তোমারে
খেলিতেছে ইচ্ছামত। করেছে নির্ব্বিষ
এই মন্ত্রে নাগেশ্বরে। দেখ অন্য দিকে
সেই প্রলোভনে মোহি মধ্যম পাণ্ডবে,
দুইটি বিপুল কুল যাদব পাণ্ডব
বাঁধিতেছে অনশ্বর প্রণয়-বন্ধনে।
ক্ষত্রিয়ের দুই ভুজ মিলি এইরূপে
তুলিবে যে ভীম অসি, মিলিবে যখন
পঞ্চ-ভুজ সিন্ধুনদে দুর্ব্বার-বিক্রমে
শতভুজা শক্তীশ্বরী বিপুলা জাহ্নবী,—
মিশ্রিত, বর্দ্ধিত, সেই ক্ষত্রিয়-প্রবাহ,
কে বল রোধিবে, নাগ ?

বাসু। কি দারুণ চক্র!
সরল কানন-চর বুঝিব কেমনে
এমন কুটিল-তত্ত্ব। হা কৃষ্ণ! শুনেছি

বিষ্ণু অবতার তুমি। এই সর্ব্বগ্রাসী
সর্ব্বধ্বংসী ক্রূরনীতি সত্য কি তোমার?
দেখিতেছি দিব্য-চক্ষে, মহাকাল যেন
সর্ব্ব-সংহারক গ্রাস করিয়া বিস্তার
আসিছে গ্রাসিতে যত অনার্য্য দুর্ব্বল!
কে রক্ষিবে ইহাদের?

জরৎ। বলেছি, বাসুকি!
চিন নাই তুমি সেই চক্রী দুরাচার,—
পাপ অবতার! কিন্তু চক্র বিফলিব,
কণ্টকে কণ্টক আমি করিব উদ্ধার।
নিবাইব প্রজ্বলিত তব ঈর্ষ্যানল
বরিষিয়া প্রতিহিংসা বারি সুশীতল।

বাসু। বিফলিবে!—অসম্ভব মম ঈর্ষ্যানল
নিবাইবে ব্রতাচারী ঋষির কঙ্কাল!
নিশ্চয় প্রলাপ সব,—বৃথা বিড়ম্বনা!

জরৎ। 'অসম্ভব' কথা নাহি মম অভিধানে।
ঋষিরা প্রলাপী নহে। আমার কৌশলে
প্রতিশ্রুত বলরাম করিতে প্রদান
দুর্য্যোধন-করে তব প্রেমের প্রতিমা।
না হইতে অস্তমিত পূর্ণিমা রজনী

পূর্ণ-শশধর সহ, রাহু দুর্য্যোধন
গ্রাসিবেক পূর্ণচন্দ্র ভদ্রার বদন।

বাসু। নৃশংস! নারকি! চক্রি! লভিবি কি ফল
নির্দ্দোষী নারীরে আহা! বধি এইরূপে।
পারি বসাইতে অসি কৃষ্ণের হৃদয়ে,
দ্বিগুণ আহ্লাদভরে বক্ষে অর্জ্জুনের,—
প্রতিযোগী, কিন্তু ঋষি কেশাগ্র ভদ্রার
পরশিবে যেই জন,—শত্রু বাসুকির
সেই জন, ধরাতলে নাহি তার স্থান।
বনের বর্ব্বর আমি, তথাপি না পারি
দেখিতে একটি অশ্রু রমণী-নয়নে,
ভদ্রার বিষাদমূর্ত্তি সহিব কেমনে?
বনের বর্ব্বর আমি, অযোগ্য তাহার
জানি আমি, তথাপিও দক্ষিণে তাহার
দেখি যদি রুদ্রদেবে ফাটিবে হৃদয়,
নরাধম দুর্য্যোধনে দেখিব কেমনে?
মরি সে কিশোরী মূর্ত্তি! কৌমুদী-নির্ম্মাণ,—
সুখের স্বপন-সৃষ্টি! কি শান্তি মাধুরী
ভাসে বিস্ফারিত নেত্রে, করে বরিষণ
সরলতা, কোমলতা, কিবা পবিত্রতা,

প্রতি পদসঞ্চালনে। আত্মহারা আমি
বসিয়া, মহর্ষি, সেই শান্তিচন্দ্রিকায়
দেখিয়াছি কত স্বপ্ন! কত স্বর্গ! কত—
না, না, ঋষি, পারিব না দেখিতে নয়নে,—
আমার শশাঙ্ক অঙ্কে ধরিবে যে জন
নিবাইব আমি তপ্ত শোণিতে তাহার
প্রণয়-পিপাসা মম, মরুময় প্রাণ।

জরৎ। স্থির হও নাগপতি। নাহি চাহি আমি
সমর্পিতে সুভদ্রায় শার্দ্দূলের করে,—
দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে। একই বাসনা
ক্ষত্রিয়বিনাশ মম। ভেবেছ কি মনে,
যেই দিন দুর্য্যোধন দিবে দরশন
দ্বারকার দ্বারদেশে, ভেবেছ কি মনে
সিন্ধুতীরে কি অনল উঠিবে জ্বলিয়া?
অপমানে গরজিয়া উঠিবে ফাল্গুনী
দলিত ভুজঙ্গ মত, মন্ত্রবদ্ধ ফণী
বাসুদেব, নিরখিয়া আশা-কাননের
এরূপে অঙ্কুরে নাশ, কি বিষ-নিশ্বাস
করিবে নির্গত ক্রোধে! কৌরবে পাণ্ডবে
বাজিবে তুমুল রণ। গৃহ-ভেদ-খড়্গে

যদুকুল কলেবর হইয়া ছেদিত
দেবে যোগ দুই দিকে, হইবে লোহিত
ক্ষত্রিয়ের তপ্তরক্তে কৃষ্ণ পারাবার;
পড়িবেক ঊর্ণনাভ আপনার জালে!
ভারতের রাজলক্ষ্মী সুভদ্রার সহ
আসিবেন অঙ্কে তব, হইবে সফল
মম গুরু দুর্ব্বাসার ঘোর অভিশাপ।

বাসু। ব্রাহ্মণ আশার মন্ত্রে মুগ্ধ এত দূর
হইও না, করিও না আকাশে নির্ম্মাণ
হেন মহা-দুর্গ। নহে বালকের ক্রীড়া
কৃষ্ণের মন্ত্রণা।

জরৎ। নাহি হয়, ক্ষতি কিবা?
না পায় সুভদ্রা যদি, ঘোর অপমানে,
প্রত্যাখ্যানে, যেই মহা শত্রুতা-অনল
জ্বলন্ত নরক-নিভ দুর্য্যোধন-বুকে
জ্বলিবেক, অনির্ব্বাণ সেই বৈশ্বানর।
এক দিন, দুই দিন, তিন দিন পরে,
কিম্বা যুগযুগান্তরে,—অতি ক্ষুদ্র কাল
আমাদের মহাব্রত করিতে সাধন,—
জ্বালাইয়া সেই অগ্নি সমর-অনল

ভস্মিবে ক্ষত্রিয় রাজ্য তৃণস্তূপ মত।
সমগ্র অনার্য্য জাতি এই অবসরে
বাঁধি দৃঢ় সন্ধিসূত্রে, তুলিব যে ঝড়,
বসুন্ধরা-বক্ষ হ'তে সেই ভস্মরাশি,
নাগেন্দ্র, ফূৎকারে মাত্র দিব উড়াইয়া।
চলিলাম হস্তিনায় প্রেম-দৌত্য-ব্রতে,—
আনিতে ভদ্রার বর, তুমি কর হেথা
উচিত বাসর-সজ্জা উৎসবে মাতিয়া।

পঞ্চদশ সর্গ।

রৈবতক—পুরোদ্যান।

গঙ্গা-যমুনা।

দীর্ঘ দিবা অবসান, শোভিতেছে পুরোত্থান
অস্তগামী রবির কিরণে,
সুবর্ণমণ্ডিত যেন,— কারুকার্য্য ছায়াগণ,
মণি মুক্তা কুসুম রতনে।
চূড়ান্ত ফুটিয়া ফুল, ঝর ঝর ঝর কেহ,
পড়িয়াছে—কেহ বা ঝরিয়া।
ফুল-বনে দুই ফুল, রুক্মিণী ও সত্যভামা
রহিয়াছে অঝর ফুটিয়া।
একাসনে দুই জন রুক্মিণী সুবর্ণময়ী,
অস্তগামী ভানুর কিরণ;
তপ্ত স্বর্ণ সত্যভামা, অস্তগামী রবিকরে
সুরঞ্জিত জলদ বরণ।

রুক্মি। কি ঘোর সঙ্কট, দিদি, হলো এবে সংঘটন
কিছুই যে ভাবিয়া না পাই।

দেখি সুভদ্রার মুখ মরমে যে পাই ব্যথা
সুভদ্রা সুভদ্রা আর নাই।
যদিও প্রসন্ন মুখ, রাখে ভদ্রা পূর্ব্বমত,
সেইরূপ শান্তির প্রতিমা।
তথাপি হৃদয় তার, কি যে করিতেছে, আহা!
সে দুঃখের নাহি বুঝি সীমা।
সত্য। তোর যে হৃদয় জল, সর্ব্বদাই টল্ টল্
যথা তথা পড়ে গড়াইয়া।
আকাশে মলিন মেঘে দেখিলে অভাগী তুই
মরমেতে মরিস্ কাঁদিয়া।
নাহি শক্তি দাঁড়াবার, নাহি শক্তি রোধিবার,
তুই যেন মোমের পুতুল;
অবিরত পরদুঃখ, অবিরত অশ্রুজল,
নিরন্তর কাঁদিয়া আকুল।
কেন? কি হয়েছে বল? সুভদ্রার কোন্ দুঃখ?
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন,
মিলিয়াছে বর তার,— বল কোথা পতি আর
মিলিবেক দাদার মতন।
রুক্মি। তুমি কি ভদ্রার মন, পার নাহি বুঝিবারে
ভদ্রা ধনঞ্জয়-গত-প্রাণ,

সত্য। ভগ্নীও ভ্রাতার মত, কথায় কথায় কেন
করে হেন পরে প্রাণ-দান?
রুক্মি। তাহা বড় মিথ্যা নয়, ভগিনী ভ্রাতার মত,
কি পবিত্র উভয় হৃদয়।
উভয় অমৃতে ভরা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
কি মহিমা, কি দেবত্বময়!
সুভদ্রা রমণী-কৃষ্ণ, রমণীর পূর্ণ-সৃষ্টি,
সব্যসাচী যোগ্য পতি তার।
পূর্ণ নরনারী রূপ মিলে ছিল অপরূপ,
কেন এই বাদ বিধাতার।
সত্য। বিধাতা চুলায় যাক্। এমন যোটক যদি,—
পূর্ণ-নর লইয়া মাথায়,
কেন সে রমণী-কৃষ্ণ নাহি যায় পলাইয়া,
বিধাতা ত পথে না দাঁড়ায়?
ভগ্নী ত ভ্রাতার যোগ্যা; ভ্রাতার যে চুরি-বিদ্যা,
নাহি করে কেন অনুসার?
ভ্রাতা করে নারী-চুরি, ভগ্নী হাতে দিয়ে তুরী,
করুক পুরুষ সুখে পার।
"চুরি! ছি ছি!"—জিব কাটি কহেন ভীষ্মক-সুতা,
লজ্জায় অরুণ মুখখানি—

"সভু রে! পাগল তুই, এমন বলিতে নেই,
পত্নীর পরম দেব স্বামী।
কৈশোর হইতে আমি শুনি দিদি কৃষ্ণনাম,
রেখেছিনু লিখিয়া হৃদয়ে;
যৌবন হইতে ধ্যান করিয়াছি সেই নাম,
চাহিয়াছি চরণে আশ্রয়।
পদ্মিনী সবিতা সেবি জোনাকির করে প্রাণ
সমর্পণ করে কি কথন?
রুক্মিণীর হৃদয়েতে সমুদিত যেই রবি,
শত সূর্য্য না হয় তুলন।
বিক্রীত চরণে প্রাণ, তাহাতে মাগিনু স্থান,
করিলাম আত্ম-সমর্পণ;
করুণার সিন্ধু নাথ! হৃদে উপজিল দয়া,
এ দাসীরে করিলা হরণ।
সত্য। তুই দিদি বড় হাবি, এমন সুলভ দরে
বেচিতে কি আছে নারী-প্রাণ?
আমি হলে দেখাতাম্ কেমন সে বাঁকা শ্যাম,—
কি করিব পিতা দিলা দান।
রুক্মি। সুলভ সে পদছায়া!— কি বলিস্ সত্যভামা?
ভাগ্যবতী আমরা দু' জন।

জগতে পূজিত সেই পতিতপাবন পদ
পারি হৃদে করিতে ধারণ।
নহে শত সত্যভামা, রুক্মিণী সহস্র শত,
তার এক ধূলির সমান।
একটি চরণ-রেণু পড়ে যথা, সেই স্থান
জগতের মহাতীর্থধাম।

সত্য। থাক সেই গুণগান, 'হরণই' মানিলাম,
পার্থ কেন করে না হরণ
সেইরূপে সুভদ্রায়? তবে ত মিটিয়া যায়
এই প্রেম সঙ্কট বিষম।

রুক্মি। কেশবের প্রিয়তমা ভগ্নী শিষ্যা অনুপমা,
নখাগ্রও পরশিবে তার,—
করে চক্র সুদর্শন যেই সুধা সংরক্ষণ,
হরিবে এমন সাধ্য কার?
তবে যদি অনুকূল হন প্রভু দয়াময়,—

সত্য। তাতেও ফলিবে কিবা ফল?
ওই সিন্ধু তীর মত আছে কৌরবের কত,
মহারথী সমরে অটল।
হেন বীর্য্য-পারাবার আছে কোথা বল, দিদি,
সেই বেলা করিবে লঙ্ঘন?

কক্মি। আছে এই রৈবতকে ; দেখ নাহি তুমি কি হে
নারায়ণী সেনার বিক্রম ?
সত্য। দেখিয়াছি ; কিন্তু রাম- প্রতিকূলে অস্ত্র, দিদি,
তাহারা কি করিবে ধারণ ?
রুক্মি। থাক্ নারায়ণী সেনা, কি ভয় অভয় যদি
দেন পার্থে নিজে নারায়ণ।
অগণন মৃগগণে বল কিবা প্রয়োজন,
সহায় কেশরী নিজে যার ?
নিজে প্রভাকর যদি করে প্রভা-বিকীরণ
প্রতিবিম্ব কেবা চাহে তার ?
সত্য। তোমার যে নারায়ণ, তিনি কি কখন পণ
করিবেন বিফল ভ্রাতার ?
রুক্মি। সত্য কথা, মূর্খা আমি, ভাবি নাহি এতখানি,
সে যে বড় বিষম ব্যাপার !
পৌর নরনারী যত সাধিয়াছে কত মত
ক্রোধে অগ্নিমূর্তি বলরাম !
যত সাধে বাড়ে ক্রোধ, কহেন গর্জিয়া তত—
'কথা মম না হইবে আন।'
তবে, বোন্, সুভদ্রার নাহি কি নিস্তার আর,
(মহিষীর ভিজিল নয়ন)

একে প্রেম, অন্যে প্রাণ, এরূপে করিতে দান
রমণী কি পারে লো কখন ?
রাজ-দণ্ড, রণ-অসি, জ্ঞান- ত্ত্ব সুধারাশি,
প্রাণ-অবলম্বন অশেষ
রহিয়াছে পুরুষের ; আমাদের ক্ষীণ যষ্টি
এক প্রেম, নারী নির্ব্বিশেষ।
তোমারো রমণী-প্রাণ, রমণীর মণি তুমি
বুঝ না কি দুঃখ সুভদ্রার ?
রমণী মাথার মণি করুণায় নাথ যদি
বুঝিতেন এ দুঃখ তাহার !
সত্য। তবে কেন তুমি দিদি, দেখ না বলিয়া যদি
পার তাঁর হৃদয় দ্রবিতে ?
রুক্মি। বলিব বলিব, দিদি, ভাবিয়াছি কতবার,
বলি বলি পারি না বলিতে।
কেমন দুর্ব্বল প্রাণ, প্রাণনাথে যেই ক্ষণ
দেখি, দিদি, সম্মুখে আমার,
কি স্বর্গ ভাসে নয়নে, কি অমৃত বহে প্রাণে,
কি যে মোহ হয় লো সঞ্চার !
নর-নারায়ণরূপ নিরখি নয়নে যাই
আপনার ক্ষুদ্রত্বে মরিয়া।

ইচ্ছা হয় মনে মনে,— চিরজীবনের তরে
পদপ্রান্তে পড়ি ঘুমাইয়া।
তুমি কেন একবার বলিয়া দেখনা বোন্,
এই কর্ম্ম নহে লো আমার—
সত্য। বলিয়াছি গুণধাম হেসে হন আটখান্,
ব্যঙ্গে অঙ্গ পুড়ে হয় ক্ষার।
বলেন—"মঙ্গলময় নারায়ণ, ইচ্ছা তাঁর
অবশ্যই হইবে পূরণ।
নাহি সাধ্য মানবের সে মঙ্গল নিয়তির
এক রেখা করিবে লঙ্ঘন।"
এইরূপে রেঁধে বেড়ে দেন যদি নারায়ণ
—বোকারে বুঝাব কিবা বল ?—
রুক্মিণী অমৃতরাশি পড়িত কি পাতে তাঁর ?
সত্যভামা তপ্ত হলাহল ?
রুক্মি। হইয়া অমৃতরাশি সেবিব প্রাণেশে, বোন,
হেন ভাগ্য হবে কি আমার ?
বারিবিন্দু হ'য়ে যদি পারি পদ প্রক্ষালিতে,
নারীজন্ম হইবে উদ্ধার।
পতি জ্ঞান-পারাবার,— আমরা শফরী ক্ষুদ্র,
কি বুঝিব সে লীলা বিশাল !

ক্ষুদ্র শফরীর মত থাকি তাহে লুকাইয়া,
আমাদের নীরবতা ভাল।
সত্য। জ্ঞানের চূড়ান্ত ফল,— গলায় সতিনী দুটি!
জ্ঞানের মহিমা বলিহারি!
এমন লক্ষ্মীর পায়ে আমি সতিনীর কাঁটা
ফুটাল যে, তার জ্ঞান ভারি!
রুক্মি। দিদি রে! দুর্ব্বল প্রাণে কত ব্যথা দিবি আর,
তোর ত হৃদয় দয়াময়;
এমন প্রতিভাময়ী সপত্নী পতির যোগ্যা,
জন্মজন্মান্তরে যেন হয়।
কি যে অভাগিনী আমি, পতিসেবা নাহি জানি,
আপনি মরমে মরে রই।
পতির প্রসন্ন মুখ দেখি যবে পাই সুখ,
তোর কাছে কত ঋণী হই।
আমরা কে, সত্যভামা? জগতের পতি যিনি,
তুই ক্ষুদ্র নারী পত্নী তাঁর?
পত্নী তাঁর নারীজাতি, পত্নী তাঁর বসুমতী,
পত্নী তাঁর অসংখ্য অপার।
অনন্ত প্রকৃতি সতী, অনন্ত রূপেতে সাজি,
সেবে নিত্য চরণ যাঁহার,

তাঁর প্রেমে ক্ষুদ্র কীট পায় যাহা, ততোধিক
আমাদের নাহি অধিকার।
যিনি বিষ্ণু অবতার, প্রকৃতি রাধিকা যাঁর,
সত্যভামা রুক্মিণী কি ছার!
আমাদের প্রাণনাথ, দিদি, তিনি জগন্নাথ,
আমাদের সপত্নী সংসার!
সত্য। এ কভু মানবী নয়, কি হৃদয় প্রেমময়!—
জগতের পুণ্য-প্রস্রবণ!
সপত্নী ইহার আমি? নহে যোগ্যা এ দেবীর
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ।
কি যে পাপ অভিমান, হৃদয়েতে মূর্ত্তিমান
কিছুতেই ধ্বংস নাহি হয়;
পরশি প্রাণেশ-অঙ্গ বহে যদি সমীরণ,
ঈর্ষ্যানলে দহে এ হৃদয়।
জগৎ কি নাহি জানি, তুমি আমারই স্বামী,
তুমি সত্যভামার সংসার!
জগৎ যে হয় হোক্, তুমি যে সত্যভামার,
সত্যভামা তেমতি তোমার!

ধীরে ধীরে বাসুদেব, অধরে ঈষৎ হাসি,

উপবনে দিলা দরশন।
হাসিল কুসুমবন, হাসি দুই নারী প্রাণে
অমৃত বহিল সমীরণ।

কৃষ্ণ। কিবা দুই চিত্র!
এক দিকে শান্তি, দ্বিতীয়ে সমর!
এক দিকে বারি, অন্যে বৈশ্বানর!
এক দিকে কুলু কুলু নির্ঝরিণী!
অন্য দিকে বিধূনিত তরঙ্গিণী!
এক দিকে মন্দ মলয় পবন!
অন্য দিকে চক্র-বাত্যা বিভীষণ!
এক বিনয়ের কুসুম-হার!
অন্য অভিমান হিমাদ্রি-ভার!
এক দিকে প্রীতি-কৌমুদী-ছবি!
অন্য দিকে ক্রোধ-মধ্যাহ্ন-রবি!
এক দিকে বহে যমুনা নির্ম্মলা!
অন্য দিকে গঙ্গা ধবলা পঙ্কিলা!

সত্য। সমর কে?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। বৈশ্বানর?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। বিধূনিত তরঙ্গিণী আর?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। চক্রবাত্যা বিভীষণ?

কৃষ্ণ। সত্যভামা।

সত্য। অভিমান হিমাদ্রির ভার?

কৃষ্ণ। গরবিনী সত্যভামা!

সত্য। ক্রোধে মধ্যাহ্নের রবি?

কৃষ্ণ। সত্যভামা ভাস্কর বিভব!

সত্য। পঙ্কিলা জাহ্নবীধারা, সেও তবে সত্যভামা?

কৃষ্ণ। সত্যভামা—সত্যভামা সব।

সত্য। দেখিলি দেখিলি, দিদি, কেমন যমুনা গঙ্গা
এক কণ্ঠে বহালেন স্বামী?
কেমন নির্জ্জল নিন্দা! কেবল আমার দোষ,—
তোর মত হাবি নহি আমি।
তাই লো যমুনা তুই, ব্রজলীলা-রঙ্গভূমি,
আমি সে পঙ্কিলা ভাগীরথী—
(বাজাতে বাজাতে শাঁক্ আসি কহে সুলোচনা)—
"মাঝখানে আমি সরস্বতী।"

কৃষ্ণ। কি লো সুলোচনে, এত শঙ্খধ্বনি কেন আজ?

সুলো। কালি শুভ বিবাহ আমার।

কৃষ্ণ। এমন যৌবন ডালা কারে দিবি উপহার ?
সুলো। ঢালিব মাথায় সুভদ্রার।
কৃষ্ণ। অপরাধ সুভদ্রার ?
সুলো। কি দোষ সত্যভামার ?
তাহার মিলেছে যেই স্বামী,
পুরুষত্বে শতবার সুলোচনা শ্রেষ্ঠ তার,
তার চেয়ে যোগ্যপতি আমি।
কৃষ্ণ। গালি দিস্, বিষমুখি, টানি বজ্র জিহ্বা তোর
সাজাইব তোরে মহাকালী,—
সুলো। বোকা পুরুষের বুকে নাচি তবে মন-সুখে
রণরঙ্গে দিয়া করতালি।
ব্রহ্মাস্ত্র জিহ্বায় ধরি, বরুণাস্ত্র নেত্র-কোণে,
করে বজ্র ধরি ভীমা ঝাঁটা,—
এরূপে দুর্য্যোধনের দেখি পৃষ্ঠ-পরিসর,
ইচ্ছা করে দেখি বুক-পাটা।
শিখাই পুরুষে আর কেমনে পত্নীর পণ,
ভগিনীর প্রেম রক্ষা হয় ;
এই বীরকার্য্য যদি নাহি পারে সুলোচনা,
সত্যভামা পারিবে নিশ্চয়।
সত্য। দূর হও, কালামুখি !

সুলো। যাহা আজ্ঞা, সোনামুখি,
দেখিব সোনার কত ধার,
কৃষ্ণ নহে দুর্য্যোধন, অভিমান চাপে আর
পৃষ্ঠভঙ্গ হবে না তাহার।

সত্য। দুর্ম্মুখি! আবার! ফের!— জিজ্ঞাসে প্রভুরে দাসী
ভগ্নীপতি হবে কয় জন?
জিজ্ঞাসে চরণে আর, এরূপে সত্যভামার
পতি কিহে রাখিবেন পণ?

কৃষ্ণ। সতী রমণীর পণ, জানি নাহি কদাচন
নারায়ণ করেন লঙ্ঘন,—
শুনি, বড় মহিষীর এ বিবাহে কিবা মত,
শুনি তাঁর বাসনা কেমন।
রুক্মিণী প্রশান্তমুখে চাহি প্রাণেশের পানে
কহিলা—"দাসীর কিবা মত!
তুমিই করিবে নাথ অর্জ্জুনের সুভদ্রার
এ সঙ্কটে পূর্ণ মনোরথ।"
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ— "জানিলাম ধনঞ্জয়
যাদুকর হইবে নিশ্চয়।
সকলি গ্রাহক তার, হই পাছে স্থানচ্যুত,
মনে হইতেছে বড় ভয়।

সরলে! উপায় তার হইয়াছে, দুর্য্যোধন
করিয়াছে সন্দেশ প্রেরণ,
পায় যদি সত্যভামা, ফিরিবে সে হস্তিনায়,
এ সঙ্কট হইবে মোচন।
করিয়াছি অঙ্গীকার, দিব তারে সত্যভামা,
কি করিব চারা নাহি আর।
আরো বলিয়াছি, প্রিয়ে, সঙ্গে দিব সুলোচনা,

সুলো। সম্মার্জ্জনী সহিত তাহার।
কেমন গো, ঠাকুরাণি, সন্দেশটি সোনামুখে
কেমন লাগিল দেখি বল?

সত্য। বেশ লাগিয়াছে, বোন, সত্যভামা সুভদ্রার
স্থান বিনিময় হবে চল।
তবু ভাল ভার্য্যাদান দিয়া ভগিনীর মান
রাখিলেন পতিচূড়ামণি!
দেখাইব পত্নী আমি, কেমনে মাথার মণি
রক্ষা করে দলিত ফণিনী।
রাখিব সতীর পণ,— এই দণ্ডে সুভদ্রার
পাণি পাইবেক ধনঞ্জয়।

সুলো। আমি বাজাইব শাঁক, দেখি হস্তিনার পতি
কত দীর্ঘকর্ণ,—তাহা সয়।

চলে গেল ক্রোধে রাণী সখীর গলায় ধরি
শঙ্খশব্দে কাণ ফেটে যায়,
হাসিয়া স্বগত কৃষ্ণ কহেন—"কি পুণ্য মম
দুই চিত্র অতুল ধরায়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা, নিষ্কাম সকাম প্রেম
প্রবাহিণী যুগল ধরায়,
পবিত্রা যমুনা গঙ্গা, বহে এক সিন্ধু মুখে,
আমি সেই পুণ্য-পারাবার!
সরল সকাম বেদ ভক্তিময়ী সত্যভামা,
জ্ঞান উপনিষদ্ রুক্মিণী।
নির্জ্জীব নিষ্কাম ভাব আছে তাহে লুক্কায়িত,
অন্তঃশীলা প্রীতি-প্রবাহিণী।
উভয় মিলন স্থান, সুভদ্রা তাহার নাম,
বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবতার!
ভারতের ভাবী ধর্ম্ম, বেদ উপনিষদের
পূর্ণ প্রেম-তত্ত্ব পারাবার।"
কাতরে রুক্মিণী কহে— "সতু যে মানিনী, নাথ!
ফিরাইয়া ভাঙ্গ মান তার।"
কহেন কেশব হাসি— "সমরের নাহি সাধ,
শান্তি আজি বাসনা আমার।"

ষোড়শ সর্গ ।

রাখি-বন্ধন ।

সেই অপরাহ্নশেষে ধীরে ধনঞ্জয়
কানন অপর প্রান্তে চিন্তাকুল মন
ভ্রমিছেন অধোমুখে। ভাবিছেন মনে—
"ইন্দ্রপ্রস্থ হতে দূত আসিয়াছে ফিরি।
ভ্রাতাদের এই মত—ভেবেছিনু যাহা—
গোবিন্দের ইচ্ছা যদি সুভদ্রার কর
অর্পিতে আমার করে, তবে পাণ্ডবের
নাহি ততোধিক আর গৌরব মঙ্গল।
রামের প্রতিজ্ঞা-বার্ত্তা গেছে হস্তিনায়;
সাজিতেছে দুর্য্যোধন; ছুঁয়েছে আকাশ
অভিমান-শিখা তার। ভীত ধর্ম্মরাজ
কৌরব যাদবকুল হইলে মিলিত
ভাসিবে পাণ্ডবগণ অকূল সাগরে
শুষ্ক তৃণরাশি মত, ভীত ধর্ম্মরাজ
ততোধিক—কৃষ্ণরাম অভিন্ন-অন্তর!—
যৌবনসুলভ কোনো চাপল্যে আমার
কৃষ্ণের বিরাগ হয় পাণ্ডবের প্রতি।

হরি! হরি! কি সঙ্কট! পারি ভুজবলে
করিতে এ ব্যূহভেদ। পুরনারীগণ—
কালি যবে দ্বারকায় করিবে গমন
করিতে বিবাহসজ্জা, পারি সুভদ্রায়—
আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—করিতে হরণ,
ভুজবলে যদুকুল করি পরাজিত।
যাদব-বিক্রম-সিন্ধু মথি ভুজবলে
পারি উদ্ধারিতে এই অমৃত শীতল,—
সুভদ্রা জীবন্ত সুধা! কিন্তু হলাহল
উঠে যদি সে মন্থনে—কৃষ্ণের বিরাগ?
অম্লানবদনে পারি ত্যজিতে জীবন,
ত্যজিতে জীবনাধিক পারি সুভদ্রায়,
জীবন-সুভদ্রাধিক ভ্রাতা চারি জন,—
পীতাম্বর-পদছায়া তথাপি কখন
না পারি ছাড়িতে,—হরি! কি ঘোর সঙ্কট!”
একটি অশোকমূলে বসি ধনঞ্জয়
অধোমুখ, ন্যস্ত শির যুগ্ম করাধারে,
চিন্তিলেন বহুক্ষণ। “ঘোরতর পাপ!”
ভ্রমিতে লাগিলা পুনঃ—“ঘোরতর পাপ!
একে ত অতিথি আমি; তাহাতে আবার

কি যে অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতিপারাবার,
ঢালিছে আবালবৃদ্ধ কিবা নারী নর
এ পবিত্র যদুপুরে; সর্ব্বোপরি তার—
সেই বাসুদেবপ্রীতি! এই কয় দিনে
কি ত্রিদিব খুলিয়াছে নয়নে আমার!
ঘটিয়াছে জীবনের কিবা রূপান্তর!
কি ছিলাম? বন্য-বশু, গর্ব্ব ভুজবল;
ধরা ভাবিতাম সরা আত্ম-গরিমায়।
এই নর-হিমাচল বিশাল ছায়ায়
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপী,—দাঁড়াইয়া এবে
দেখিতেছি কি যে ক্ষুদ্র বালুকণা আমি।
অথচ কি আত্মজ্ঞান, মহত্ত্ব অসীম,
সে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বতে হয়েছে সঞ্চার!
রাম-পদ-পরশনে অহল্যা-উদ্ধার,—
কবির কল্পনা নহে। পাষাণ হৃদয়,—
নৃশংস বীরত্বে দৃঢ়,—হইল উদ্ধার
দেখিলাম দিব্যচক্ষে। পতিতপাবন,
বিষ্ণু সনাতন তুমি! নর-নারায়ণ!
দ্বাপরের অবতার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান!
আমি ক্ষুদ্র নর, আমি সখা ভ্রাতা তব!

না না, দেব, আমি শিষ্য সেবক তোমার,—
তব পদানত দাস।" আকাশের পানে
রহিলা চাহিয়া পার্থ। ভিজিল নয়ন
ভক্তিরসে। ভক্তিছবি রয়েছে চাহিয়া
সেই আকাশের পানে সুভদ্রা বসিয়া
এক অশোকের মূলে। হইল মিলন
চারি চক্ষু প্রীতিময়, কি যেন তরঙ্গ
হৃদয়ে অমৃতময় ছুটিল নাচিয়া।
ভদ্রা ভাবিলেন মনে,—"কিবা রূপান্তর
ঘটিয়াছে প্রাণেশের এই কয় দিনে!
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন-রবি বীরত্বে কেবল
নহে সেই মুখ আর। জ্ঞানেতে মধুর,
উন্মেষ ভক্তিতে আর্দ্র, বালার্কের শোভা
ধরিয়াছে সেই মুখ। ছায়া গাঢ়তর
ঢালিয়া জলদচিন্তা, গাম্ভীর্য্যে তাহার
করিয়াছে অতুলন মহিমাসঞ্চার।
ভ্রাতার দেবত্ব-আভা ভাসিতেছে তাহে,
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে। কিন্তু হৃদয়েতে
নাহি যেন শান্তি তাঁর। কারণ তাহার
এ দাসী কি, প্রাণনাথ? আমি, হা অদৃষ্ট!

ক্ষুদ্র পতঙ্গের দুঃখ সহিতে না পারি,
আমি তব এ গভীর দুঃখের কারণ!"
দেখিলেন ধনঞ্জয় ভদ্রার বদন
শান্তির বিচিত্র ছবি, রেখাটিও তার
হয় নাই রূপান্তর। কৃষ্ণের মতন
সতত প্রসন্ন, শান্ত, স্থির, চিন্তাশীল,
প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, প্রীতিতে শীতল।
চমকিলা সব্যসাচী। ভাবিলেন,—"একি!
বিলোড়িত এ হৃদয় যেই ঝটিকায়,
একটি হিল্লোল ওই কোমল হৃদয়ে
তোলে নাহি? তবে অনুরাগিনী আমার
নহে কি সুভদ্রা?"

সম্ভ্রমে অর্জ্জুন
গেলেন অশোকতলে। সম্ভ্রমে সুভদ্রা
উঠিলা, বসিলা পুনঃ বেদীতে দু' জন,—
সুশ্যামল নিরমল মর্ম্মর-নির্ম্মিত।
ঈষৎ হাসিয়া পার্থ কহিলা মধুরে—
"জানিতাম আমি এই অশোকের বনে
বনদেবী সুভদ্রার পাব দরশন।"
নহে, সুলোচনে, তব কামিনীকুসুম

ভদ্রা আর, ক্রমে ক্রমে রজনীগন্ধায়
হইয়াছে পরিণত সুভদ্রা এখন,—
সহে দরশন, বুঝি সহে পরশন।
ঈষৎ হাসিয়া ভদ্রা, হাসিল ঈষৎ
সায়াহ্ন-গগন-আভা, করিলা উত্তর—
"বড় ভালবাসি আমি অশোক-কানন।
ত্রেতার তরল-তত্ত্ব, করুণার গীত,
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত ইহার
দেখি আমি; পত্রে পত্রে দেখি পবিত্রিত
লোক-মাতা জানকীর পদচিহ্ন আর।
দেখি দূর্ব্বাদলে সেই অশ্রু-পরকাশ,
শুনি সমীরণে সেই শোকের নিশ্বাস।
পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, আত্ম-বিসর্জ্জন
পতিপদে, দেয় শিক্ষা অশোক-কানন।
অশোক করিতে শোকে রমণীহৃদয়,
নাহি হেন শান্তি-স্থান জগতে নিশ্চয়।"
বুঝিলেন পার্থ, এই কয়টি কথায়
কি গভীর প্রেম-কাব্য রয়েছে নিহিত,
কিবা অপার্থিব চিত্র নারীহৃদয়ের।
কহিলেন উচ্ছ্বসিত গদ গদ স্বরে—

"পড়িয়াছি রামায়ণ; আমিও মোহিত,
সুভদ্রে, সীতার সেই চরিত্রে অতুল।
কিন্তু কি যে স্বর্গ তাহে আছে অধিষ্টিত,
কি স্বর্গ, কবিত্ব, এই অশোক-কাননে
বুঝি নাই এত দিন। অশোক-কানন
আজি হ'তে মহাতীর্থ হইবে আমার—
পাইলাম এই বনে আজি সুভদ্রার,
দ্বাপরের সীতা সহ, শেষ দরশন।"
হলো ক্রমে কণ্ঠরোধ, ফাল্গুনী নীরব
রহিলেন কিছুক্ষণ—সুভদ্রা নীরব।
"রজনী প্রভাতে"—পার্থ অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে
বলিতে লাগিলা পুনঃ—"রজনী প্রভাতে
যাবে তুমি দ্বারকায়, রজনী প্রভাতে
ভাঙ্গিবে আমার, দেবী, আশার স্বপন;
সুখের শর্ব্বরী মম হইবে প্রভাত।
লুকাব হৃদয় আর নাহি সে সময়,
নাহি সেই শক্তি মম। হৃদয়মন্দিরে
যেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রণয়বেদীতে
করিয়াছি প্রতিষ্ঠিত, যার উপাসনা
করেছি জীবনব্রত, সেই দেবী মম

লইবে কাড়িয়া পরে, কাপুরুষ মত
সহিব কেমনে বল ক্ষত্রিয়শোণিতে ?"

সুভদ্রা। বীরবর! এ কি কথা? তব হৃদয়ের
হবে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রমণী এমন
আছে কি জগতে, প্রভু? সুভদ্রা তোমার
একটি চরণরেণু নহে সমতুল।
বিশ্ব-মস্তকের মণি ওই সুধাকর,
ওই চেয়ে দেখ, প্রভু, ঊর্দ্ধে সমাসীন;
মানবের শিরোমণি, বীরেন্দ্র, তেমতি
মানবের বহু ঊর্দ্ধে আসন তোমার।
ভার্য্যা তব জীব-জাতি, তারার মতন
অনন্ত, অসংখ্য; প্রেমকৌমুদী তোমার
আলোকিত, পবিত্রিত, করিবে সংসার।
যার যথা শক্তি তারে ব্রতে অনুরূপ
করি ব্রতী সমুচিত করেন সৃজন
নারায়ণ; প্রভাকর প্রভার আকর,
বাঁচাইতে, বাড়াইতে, বিশ্বচরাচর।
তোমার অনন্ত শৌর্য্য, উন্নত হৃদয়,
জগৎমঙ্গল কাব্যে তব অভিনয়
অমর, অমৃতপূর্ণ। তুচ্ছ নারী তরে

কেন, বীরচূড়ামণি, পাও মনস্তাপ ?

অর্জ্জুন। জ্বলিবে যে মহামরু জীবনের তরে
নিরাশার তীব্রানল হৃদয়ে আমার
রজনীপ্রভাতে ভদ্রে, আশঙ্কাও তার,
এ বিশাল ভুজ মম, বীরের হৃদয়,
করিয়াছে শক্তিহীন বালকের মত।
আগ্নেয় ভূধর মত, অর্জ্জুন তোমার
আপনি হইবে ভস্ম, ভস্মিবে জগৎ,—
শান্তির সলিল, তুমি শান্তিনির্ঝরিণী,
নাহি ঢাল যদি, ভদ্রে, হৃদয়ে তাহার।
ভদ্রা-নারায়ণ-সেবা—জীবনের ব্রত
লইয়াছে ধনঞ্জয়, করিও না তারে
ব্রতহীন, ধর্ম্মহীন। হব তব স্বামী
নাহি সে যোগ্যতা মম, দেও অনুমতি,
হৃদয়ে রাখিয়া, দেবি, পূজিব তোমারে
পবিত্র প্রণয়পুষ্পে। দেও অনুমতি,
হরিব সুভদ্রা-সুধা নমি সুদর্শন ;
বুকে, সুধাকররূপে, ধরি সেই সুধা
সাধিতে নিয়তি তব অর্পিব জীবন।

সুভদ্রা। জানি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু, বীরমণি,

নর-রক্তে রৈবতক করিয়া রঞ্জিত,—
যাদবের রক্ত প্রভু রক্ত সুভদ্রার,
নর-প্রাণ মম প্রাণ,—নারায়ণ প্রাণ,—
কি ধর্ম্ম সাধিবে বল? নরমুণ্ডমালা
পরাবে গলায় প্রভু, তব সুভদ্রার?
নারায়ণ! এই ছিল অদৃষ্টে তাহার!

অর্জ্জুন। সুভদ্রে! করুণাময়ি! এই রণক্ষেত্রে
যাদববিক্রম সহ কৌরববিক্রম
হয় যদি সম্মিলিত, হন অগ্রসর
সমগ্র ক্ষত্রিয়-জাতি সিন্ধুপরাক্রমে
প্লাবিতে আমারে, দেবি, প্রতিজ্ঞা আমার,—
নিবারিব অস্ত্র, নাহি করিব প্রহার।
একটি কণ্টকে যদি হয় বিদ্ধ কেহ,
একটি শোণিতবিন্দু করে কলঙ্কিত
ফাল্গুনীর কর যদি, সেই কর আর
অর্পিব না তব করে; কাটি সেই কর
নিক্ষেপিব সিন্ধুগর্ভে সহ ধনুঃশর।
একমাত্র ভয় মম,—বাসুদেব যদি
হন অগ্রসর রণে! পড়িবে খসিয়া
শরাসন; বক্ষ মম পারিবে সহিতে

অস্ত্র তাঁর, অপ্রীতিতে পড়িবে ভাঙ্গিয়া !
সুভদ্রা বীরের জায়া, বীরের রমণী,
বীরা রমণীর মণি,—প্রদীপ্ত বীরত্বে
অবিচল আত্ম-ধৈর্য্য নিল ভাসাইয়া,
তুষারের রাশি যেন। আকাশের পানে
নিরখিয়া বিস্ফারিত নীলাব্জনয়নে,
রমণী-হৃদয় ঢালি কহিতে লাগিলা !—
"নারায়ণ ! ভ্রাতঃ !"—পার্থ দেখিলা সে কণ্ঠ
তরলিত, উচ্ছ্বসিত—"করিলে অঙ্কিত
এত যত্নে যেই চিত্র মহিমামণ্ডিত
দাসীর হৃদয়পটে, দয়াময় তুমি
মুছিবে কি সেই চিত্র, ভাঙ্গিবে সে পট ?
কতবার তুমি স্নেহ-উচ্ছ্বসিত-প্রাণে
চুম্বিয়া বদন, বুকে লইয়া তোমার
সুভদ্রায়, বলিয়াছ জননীর কাছে—
'সুভদ্রা আমার, মাতঃ ! করিবে পবিত্র
দুইটি বিশাল কুল ! এই পুষ্পহারে
অর্জ্জুনের বীরকণ্ঠ করিয়া ভূষিত
শিক্ষা, দীক্ষা আশা, মম করিব সফল—
ভূতলে দ্বিতীয় যোগ্য পতি নাহি তার।'

সে অর্জ্জুন সুভদ্রার, ভদ্রা অর্জ্জুনের,—
ভদ্রার কি ভাগ্য আজি। তাহাতে অপ্রীত
হইবে কি প্রীতিময় প্রেমপারাবার?
তুমি নরনারায়ণ। জানি আমি তব
জগৎমঙ্গলনীতি। সুভদ্রারো তবে
সূত্রমাত্র রূপান্তর হইবে না তার।
সে মঙ্গলনীতিপথে হ'য়ে থাকে যদি
কণ্টক সুভদ্রা তব, নাহি দুঃখ তার,
তোমার মঙ্গল-নীতি হউক পূরণ।
তব দেব-করে তুমি করিলে রোপণ
যেই লতা, সে লতায় ফলিতে কি পারে
বিষফল? না না"—ভদ্রা উন্মাদিনী মত
উঠিয়া চকিতে কহে—গলদশ্রু বামা—
"অর্জ্জুন! ফাল্গুনী! পার্থ! আর্য্য! ধনঞ্জয়!
নীলমণিময় ওই আকাশের পটে,
নীলমণিময় বহু দেখ নারায়ণ—
শত সুধাকর কান্তি, করে শঙ্খ চক্র,
আনন্দাশ্রু দু' নয়নে, অধরে সুহাসি।
ওই দেখ ভ্রাতা মম বিষ্ণু-অবতার!
ধনঞ্জয়! বীরবর যুগল হৃদয়

আইস করিব ঐ চরণে বিলীন,
জগতের মোক্ষধাম! লভিব নির্ব্বাণ;
ভগবান! কর পূর্ণ তব মনস্কাম!"
নীলমণিময় সেই আকাশের পটে,
নীলমণিময় ব,পু দেখিলা অর্জ্জুন,—
নহে ভ্রান্তি। ভদ্রা পার্শ্বে বসিলা ভূতলে
জানু পাতি, দর দর বহিতে লাগিল
চারি প্রীতিধারা, চারি অচল নয়নে।
পার্থের হৃদয়ে উগ্র কামনা অনলে
কি যেন শান্তির সুধা হইল বর্ষণ,—
বারিধারা দাবানলে; করিল হৃদয়
নিষ্কাম; কহিলা পার্থ উচ্ছ্বসিত স্বরে—
"ভগবান! কর পূর্ণ তব মনস্কাম!"
হইলেন দুই জনে প্রণত ভূতলে।
বহিল কি যেন সুধা সান্ধ্য সমীরণ!
কি যেন সৌরভে পূর্ণ হইল কানন!
জিনিয়া জীমূতমন্দ্র ঘোর শঙ্খধ্বনি
ঘোষিল প্লাবিয়া বিশ্ব, জগতে জগতে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি প্রীতির সঙ্গীত—
"ভগবন্! কর পূর্ণ তব মনস্কাম!"

সে সমীর, সে সৌরভ, সেই শঙ্খধ্বনি,
গেলে মিশাইয়া ধীরে, উঠিয়া দু' জনে
দেখিল সে নীলাকাশে গেছে মিশাইয়া
সেই নীলমণি-রূপ। চিত্রিতের মত
রহিলা চাহিয়া সেই আকাশের পানে।
আবার কি শঙ্খধ্বনি! চমকি ফিরিয়া
দেখিলেন সত্যভামা, অগ্রে সুলোচনা,
শঙ্খ-নিনাদিনী বামা হেলিয়া দুলিয়া,
চাপা হাসি মুখে যেন উঠিবে ফুটিয়া।

সত্যভামা। বীরমণি! বল তুমি চাহ কি ভদ্রায়?

অর্জ্জুন। না,—দেখেছি সুন্দরতর রূপ কোহিনুর।

সত্যভামা। কে সে, পার্থ?

অর্জ্জুন। সত্যভামা!

সত্য। সুভদ্রা অভাগি!
কি দশা হইবে তোর?

সুলো। সেও শ্রেষ্ঠতর
দেখিয়াছে বীরবর।

সত্য। কে সে?

সুলো। সুলোচনা!
তার তরে শাঁক জানি বাজিবে না কভু,

বাজাবে না কেহ যদি, আয় তবে ভাই,
হৃদয়ে লইয়া তোরে হৃদয় ভরিয়া,
হৃদয় ঢালিয়া, শাঁক বাজাইব আজি।
না না, ভাই, পারিব না সহিতে এ প্রাণে
পরের হইবি তুই, হবে তোর পর
সুলোচনা। দুই লতা গেছে জড়াইয়া
আশৈশব, প্রাণে প্রাণে, বিচ্ছিন্ন এখন
কেমনে হইব বল।

হাসিতে হাসিতে
কাঁদিতে লাগিল বামা গলা জড়াইয়া
সুভদ্রার, সেই সঙ্গে উঠিল কাঁদিয়া
চারিটি পরাণ; বেগে পড়িল খসিয়া
হৃদয়ের আবরণ; চারিটি হৃদয়
নিরখিল পরস্পরে, দর্পণে দর্পণ।
অতল গভীর সিন্ধু রাণীর হৃদয়
বহিল ঝটিকা তাহে। লইলা ভদ্রায়
তরঙ্গিত সেই বুকে। তরঙ্গিত বুক
সুভদ্রার; মধ্যে শুভ্র কুসুম-প্রাচীর
ভাঙ্গি দুই মত্ত সিন্ধু গেল মিশাইয়া;
উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বুক

যাইছে ভিজিয়া, রাণী সুভদ্রার কর
অর্পি অর্জ্জুনের করে কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"ধনঞ্জয়! করিলাম আজি সমর্পণ—
তব করে সুভদ্রায়,—সাক্ষী নারায়ণ।
সুভদ্রা আমার, দেব, জগৎগৌরব,
স্নেহে কন্যা, জ্ঞানে গুরু, দেবত্বে কেশব।
যাদবের কুলদেবী সুধায় সৃজিত,
পাণ্ডবের কুলে আজি হইল স্থাপিত।
শিশুদের চিরানন্দ, আরাধ্যা যুবার,
স্থবিরের শান্তি-ছায়া, প্রেমপারাবার
জগতের, জগতের প্রাণ যার প্রাণ,
সেই সুভদ্রায়, পার্থ, করিলাম দান।
যথা নরদেব ভ্রাতা, ভগ্নী নারী-দেবী।
যথা পূর্ণ-ব্রহ্ম-পতি পাদপদ্ম সেবি
ভাগ্যবতী সত্যভামা, তথা ভাগ্যবতী,
সুভদ্রা ননদ মম, তুমি তার পতি।
পবিত্রতা, মহত্ত্বতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
আজি হতে, সব্যসাচী, হইল তোমার।"
ধনঞ্জয় আত্ম-হারা, স্তম্ভিত, বিস্মিত,
চাহি ছল ছল নেত্রে আকাশের পানে।

কহিলা—"মঙ্গলময়! নিয়তি-নিদান,
এইরূপে কর পূর্ণ তব মনস্কাম?
বুঝিলাম বলদেব বলে অবতার,
কি সাধ্য নিয়তি বল খণ্ডিবে তোমার!"
আপন প্রকোষ্ঠ হ'তে পুষ্পের বলয়
খুলি সত্রাজিৎ-সুতা, দিল পরাইয়া
পার্থের প্রকোষ্ঠে, গর্ব্বে কহিলা তখন—
"হও সুভদ্রার পতি, করিনু বরণ
শুভক্ষণে এই রাখি করিয়া বন্ধন।
সমগ্র জগৎ যদি হয় সম্মুখীন
লঙ্ঘিতে প্রতিজ্ঞা মম, ধরিয়া মস্তকে
নারায়ণ-পদ-চিহ্ন, প্রবেশিও রণ,
রাখিও 'রাখির' মান, এ দাসীর পণ।
ধনঞ্জয়! যোগ্য পতি হও সুভদ্রার,
ততোধিক আশীর্ব্বাদ নাহি জানি আর।"
সেই মুখে সেই বুকে দেখিলা ফাল্গুনী
কি মহিমা, কি মহত্ত্ব! উত্তরিলা ধীরে—
"এরূপ না হ'লে, দেবি, পতি নারায়ণ
হইবেন কেন তব। জলধরবক্ষে
কে পারে দামিনী বিনা করিতে বিহার?

কৌমুদী বিহনে নভে, কার সাধ্য আর
আলোকিবে, উচ্ছ্বাসিবে মহা-পারাবার ?
আকুল এ প্রাণ, দেবি, সুভদ্রার তরে ;
কিন্তু বুঝিয়াছি আজি লভিতে সে স্বর্গ
কতই অযোগ্য আমি, অযোগ্য কেমন
তোমাদের পদপ্রান্তে পাইতে এ স্থান !
এক মুখে অস্ত্র ধরি আসুক জগৎ,
নাহি ডরে ধনঞ্জয় ; আসুন কেশব,
উঠিবে না অস্ত্র করে, অর্পেছি এ প্রাণ
যেই পদে, সেই পদে লভিবে নির্ব্বাণ।
যতক্ষণ, ভগবতি, থাকিবে এ প্রাণ,
পবিত্র 'রাখি'র তব রাখিব সম্মান।
তোমার পবিত্র কর, যে পবিত্র কর
অপবিত্র করে মম করেছে অর্পণ,—
অসির নাহিক শক্তি ঘুচাবে মিলন।
কিন্তু পশুবলে বলী আমি দুরাচার,
নাহি সাধ্য হ'ব যোগ্য পতি সুভদ্রার।
হৃদয়ে তাহারে মাত্র করিয়া স্থাপন
পূজিব, সেবিব নিত্য তোমার চরণ।
কৃষ্ণের সেবক আমি, ততোধিক আর

ধর্মবাম কামনায় নাহি আকাঙ্ক্ষার।”
“আজি মম কি সুখের, কি দুঃখের দিন!
আয় ভদ্রা, আয় বুকে,”—সুখাশ্রু নয়নে—
কহিতে লাগিলা রাণী আনন্দে অধীর—
“আয় ভদ্রা, আয় বুকে। অভাগিনী আমি
পাপ অভিমানবিষে, ক্রোধের অনলে,
পুড়িব যখন, বুকে মেয়ের মতন
কে বল রাখিয়া মুখ কাঁদি অবিরল
ঢালিয়া তরল স্নেহ, নিবে ভাসাইয়া
সেই বিষ, সেই বহ্নি?” চুম্বিতে চুম্বিতে
সুভদ্রার অশ্রুসিক্ত বদনকমল
কহিতে লাগিলা রাণী বাষ্পাকুল স্বরে—
“এই মুখ, এই চোক, এ দেবী-মূরতি—
পুণ্যের স্বপন-সৃষ্টি, দেখিব না আর
নিত্য নিত্য; নিত্য নাহি শুনিবে শ্রবণ
শীতল প্রীতির ধারা কণ্ঠবরিষণ।”
“হা কৃষ্ণ! তোমার”—হাসি-কান্না-ভরা মুখে
কহে সুলোচনা ধীরে—“হা কৃষ্ণ! তোমার
নিষ্কাম ধর্ম্মের চেলা ইহারা সকল?
এই দেখ কত সুখ গলায় গলায়

লভিতেছে দুই জন, বিন্দুমাত্র তার
না দেয় এ অভাগীরে। নাহি অভিমান,
নাহি ক্রোধবহ্নি বিষ, তাই পোড়ামুখী
সুলোচনা নহে কেহ? আয় বোন্ আয়,
বারেক গলায় আয়! আসি জড়াইয়া
দুই লতা এত দূর, তুই বোন আজি
শুভক্ষণে সহকার করিয়া আশ্রয়
ছুটিলি আকাশ মুখে, কিন্তু পদমূলে
উভয়ের আমি বোন, পাই যেন স্থান,
তোর ফুলে, তোর ফলে, জুড়াইতে প্রাণ।”
সুখসমুজ্জ্বল চারি ধারা নিরমল,
বহে সুলোচনা সত্যভামার নয়নে;
সুভদ্রার মুখ স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর,
নাহি সুখ-দুঃখ-রেখা; বহিছে নয়নে
দুই স্রোতে প্রীতিধারা; ভাসিছে নয়নে
কোমলতা, কাতরতা, স্নেহের উচ্ছ্বাস।
“দিদি, তোমাদের আমি,”—কহিলা কাতরে—
“দিদি তোমাদের আমি; আমরা সকল
নারায়ণপদাশ্রিতা। অনন্ত জগৎ
যে চরণ-সমাশ্রিত, আমরা বল্লরী,

জগতের প্রাণ সহ আমাদের প্রাণ
গাঁথা সেই পদমূলে। দিদি, আমাদের
অবিচ্ছেদ সে মিলন, অনন্ত সে প্রেম।"
হাসি হাসি সুলোচনা কহে,—"প্রাণ ভরি,
মহিষি, বাজাই তবে শাঁক একবার।"
কত ফুঁ, তথাপি শাঁক বাজিল না ভাল,
কি যেন বোধিল চারু কণ্ঠ বাদিত্রীর।

সপ্তদশ সর্গ।

মহাভারত

১

সুপ্ত রৈবতক-অঙ্কে সচন্দ্র শর্ব্বরী
নিদ্রা যায়, পরকাশি
মৃদু সুখ-স্বপ্ন হাসি
নিরমল জ্যোৎস্নায়, চুম্বি মনোহর
পুরোদ্যানে স্ফুটোন্মুখ পুষ্প থরে থর।
এখনো সে ফুলবনে
ফাল্গুনী নিরজনে,—
নাহি নিশীথিনী জ্ঞান, রৈবতক মত
শান্তির জ্যোৎস্নাময় হৃদয় তাঁহার
শান্ত, স্থির, সমুজ্জ্বল;
মেঘছায়া সুকোমল
ঈষৎ মিশায়ে চিন্তা, করিছে বিকাশ
সুখের তরঙ্গে মৃদু বিষাদ উচ্ছ্বাস।

২

প্রমত্ত তটিনী-তটে তরু,ভগ্নমূল
ছিলা পার্থ দাঁড়াইয়া ;
পর্ব্বত-প্রবাহ ছিল রুদ্ধ ক্ষুদ্র শৈলে ;
ভেবেছিলা মনে
বসি সুভদ্রার পার্শ্বে প্রণত ভূতলে,—
নারায়ণ-পদে করি আত্ম-সমর্পণ,
রহিবেন স্থির-ব্রত,
এই রৈবতক মত ;
একটি তরঙ্গে,
সত্যভামা সেই তরু ফেলিলা উপাড়ি,
দিলা উড়াইয়া শিলা একই নিশ্বাসে।

৩

নিশ্চয় এখন তরু যাইবে ভাসিয়া,
নাহি সাধ্য দাঁড়াইবে।
নিশ্চয় প্রবাহ এবে যাইবে ছুটিয়া,
কার সাধ্য ফিরাইবে ?
হরিতে হইবে ভদ্রা,—পরিণাম তার ?
এইখানে জ্যোৎস্নায় ছায়ার সঞ্চার !
অপ্রীত কি নারায়ণ

হইবেন? তাঁর মন
জানে না কি সত্যভামা? অসম্ভব নয়!
তাঁহার ইঙ্গিত আছে নাহিক সংশয়।
অথবা রমণী-প্রাণ,
চঞ্চলতা মূর্ত্তিমান;
তাহাতে যে বেগবতী হৃদয় রাণীর!—
হ'লো জ্যোৎস্নায় ছায়া দ্বিগুণ গভীর।
এইরূপে
শারদআকাশ মত ফাল্গুনি-হৃদয়ে
কখনো ভাসিছে মেঘ; কখনো জ্যোৎস্না
হাসিতেছে মেঘান্তরে;
কভু ছায়া গাঢ়তর; কভু সুখ-হাসি
ফুল্ল প্রেম চন্দ্রালোক,—সুখ-স্বপ্নরাশি।

৪

বাজিল কালের কণ্ঠ; শ্যেনপক্ষিচয়
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বৃক্ষচূড়ে সুপ্ত চরাচর
প্লাবিয়া ঘোষিল,—নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
চমকিয়া ধনঞ্জয় চলিলা আবাসে
অন্য মনে; অন্য-মনে কর-পরশনে
খুলিল নীরবে এক কক্ষের দুয়ার।

এ কি কক্ষ ? এতো নহে আবাস তাঁহার !
এ কি কক্ষ ? নহে ইহা দৃষ্ট-পূর্ব্ব তাঁর !
দেখিলা বিস্ময়ে পার্থ, শোভিছে প্রাচীরে
নানারূপ মানচিত্র, চিত্র নানারূপ।
শোভে কক্ষে স্থানে স্থানে গ্রন্থ রাশি রাশি
সুবাসিত দীপালোকে ; স্তবকে স্তবকে
শোভিতেছে স্থানে স্থানে পুষ্প সুবাসিত।
দীপগন্ধ, ধূপগন্ধ, কুসুমসৌরভ,
বহি মুক্তদ্বার-পথে মোহিল পাণ্ডব।
এ কি কক্ষ ? সব্যসাচী ভাবিলেন মনে
কি যেন মহান্ তত্ত্ব তাঁর জ্ঞানাতীত,
সেই সব মানচিত্রে আছে প্রকটিত।
কি যেন গভীর কথা, সেই চিত্রাবলী
কহিতেছে জ্ঞানাতীত, নীরবে সকলি।
গ্রন্থে গ্রন্থে অতীতের মনস্বী সকল
মূর্ত্তিমান কক্ষে, যেন সবিতৃমণ্ডল।
এ কি কক্ষ ? অতীতের অনন্ত আলয় !
দেখিলা ফাল্গুনী, যেন নিবিড় তিমিরে
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে নক্ষত্রের মত
অমর মানবগণ ; মধ্যস্থলে তার

ও কি মূর্ত্তি! ও কি জ্যোতি! কিরণপ্রবাহ!
অতীতের গ্রহগণ করি বিমলিন,
প্লাবি বর্ত্তমান, যেন জ্যোতি নিরমল
আলোকিছে ভবিষ্যৎ, অনন্ত, অসীম।
কক্ষকেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণ বসি যোগাসনে
সমাধিস্থ, সংজ্ঞাশূন্য দেব-অবয়ব
শোভিতেছে যেন সিন্ধু নিষ্কম্প নীরব।
সমাধিস্থ চরাচর। বাতায়নপথে
কেবল বহিছে ধীরে নিশীথসমীর
নীরবে ভকতিভরে, কেবল আলোক
নীরবে ভকতিভরে কাঁপিছে ঈষৎ।
সকলি নীরব স্থির, পার্থের হৃদয়
হইল ভক্তিতে পূর্ণ পবিত্রতাময়।
ভীত ধনঞ্জয়, যেন কার্য্য তস্করের
করেছেন আসি এই পবিত্র মন্দিরে;
করেছেন কলুষিত, এ পবিত্র ধাম
পদপরশনে তাঁর, নিশ্বাসসমীরে।
ভাবিলেন মনে মনে যাইবেন চলি
কৃষ্ণের অজ্ঞাতে—সেও কার্য্য তস্করের!
রহিবেন দাঁড়াইয়া অজ্ঞাতে যোগীর—

সেও তস্করের কার্য্য! দেখিতে দেখিতে
যোগীর শরীরে যেন জীবনসঞ্চার
হইতেছে ধীরে ধীরে, কাঁপিতেছে ধীরে
সেই প্রসারিত বক্ষ, শান্ত সরোবরে
বহিছে হিল্লোল যেন অতি ধীরে ধীরে।
গোবিন্দ মেলিলা আঁখি; কি যেন কি আভা
ভাসি সেই চক্ষে পুনঃ গেল মিশাইয়া।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ, বড় প্রীতি-মাখা
সেই হাসি, ডাকিলেন—"সখে ধনঞ্জয়!"
সভয়ে সম্ভ্রমে পার্থ হ'য়ে অগ্রসর
হইলা প্রণত পদে, সাদরে কেশব
বসাইয়া পার্থে কাছে অজিন-আসনে,
বলিতে লাগিলা প্রীত সস্মিতবদনে—
"অতীত নিশার্দ্ধ, সখে, কেন এতক্ষণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত? সুপ্ত চরাচর
নিদ্রার কোমল অঙ্কে।"

অর্জ্জুন। বসিয়া উদ্যানে
দেখিতেছিলাম, দেব, রৈবতক-শোভা
মনোহর চন্দ্রালোকে। অজ্ঞাতে কেমনে
বহিল শর্ব্বরী-স্রোত, ফিরিতে আলয়ে

ভ্রমে প্রবেশিয়া এই পবিত্র নিবাস,
তীর্থধাম, করিয়াছে কলুষিত দাস।
কৃষ্ণ। এই আত্মগ্লানি, সখে, মহত্ত্ব তোমার।
অপূর্ব্ব বীরত্বে, দেবচরিত্রে যাহার,
পুণ্যবান ধরাধাম,—একি গ্লানি তব?
থাকুক কৃষ্ণের কক্ষ, বক্ষও তাহার
হয় পবিত্রিত দেহপরশে তোমার।
নহে ভ্রম, নারায়ণ আনিলা হেথায়
তোমায় ফাল্গুনী। তব রৈবতকবাস
হইতেছে শেষ, তবে আইস দু' জনে
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয়,
পবিত্র সলিল মত, করি প্রক্ষালন
নারায়ণ-পাদপদ্ম, নিরখি তাহাতে
আমাদের কি নিয়তি রয়েছে অঙ্কিত।
পারিয়াছ সেই লেখা পড়িতে কি তুমি?
অর্জ্জুন। না, দেব; অধম আমি পাইব কোথায়
সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-নেত্র, দয়া করি দাসে
নাহি দেও যদি তুমি, সহস্রকিরণ
নাহি দেন দীপ্তি যদি, পাইবে কোথায়
আলোক স্ফটিক-খণ্ড? নিয়তি তাহার

এই মাত্র জানে দাস—যথা ক্ষুদ্র স্রোতঃ
অবিরামবেগে ক্ষুদ্র জীবন তাহার
অনন্ত সিন্ধুর পদে ঢালে, নরোত্তম,
তেমতি এ দাস ক্ষুদ্র জীবন তাহার
ঢালিবে অশ্রান্ত ওই পদ-পারাবারে,—
জগৎ-জীবন-সিন্ধু,—ততোধিক আর
নাহি জানে ধনঞ্জয় নিয়তি তাহার।

কৃষ্ণ। সংসার সমুদ্র, পার্থ; আমরা মানব
অনন্ত সমুদ্র-যাত্রী; জ্ঞান ধ্রুব তারা;
গম্য স্থান সুখধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম;
অনন্ত তাহার পথ; জ্ঞান ধ্রুবলোকে
আপন নিয়তিপথ,
আপনার কর্ম্মব্রত,
যে পায় দেখিতে, সখে, সেই পুণ্যবান,
সে পায় বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণু-পদে নিরবাণ।
বিশ্বরাজ্য কর দৃষ্টি,
সর্ব্বত্র সার্থক সৃষ্টি,
কিবা কীট, কি পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সলিল,
আকাশ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অনল, অনিল।

সেই অর্থ মূলধর্ম্ম
তাহার সাধন কর্ম্ম,
যার যত উচ্চ শক্তি, তত গুরুতর
কর্ম্ম তার, দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর।
এ বীরত্ব দুরলভ,
অতুল মহত্ত্ব তব,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে, জননী ভারত,—
রয়েছে মহত্ত্বপূর্ণ তব কর্ম্মব্রত।
দেখ ফিরাইয়া মুখ, দক্ষিণ প্রাচীরে
কি দেখিছ ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। ক্ষুদ্র দেশ-চিত্রচয়।

কৃষ্ণ। মগধ, মিথিলা, চেদী, অযোধ্যা, হস্তিনা,
বিদর্ভ, বিরাট, সিন্ধু, মথুরা, গান্ধার,
অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল,—
চেয়ে দেখ মহাবল
পূরব প্রাচীরে—

অর্জ্জুন। সিন্ধু ভূধর-মালায়
সুরক্ষিত মহাদেশ,—অনন্ত বিস্তার!
যেন সসাগরা ধরা,
সরিৎভূধরাম্বরা,—

প্রকৃতির মহারাজ্য!

কৃষ্ণ। দেখ, মহারথ,

পুণ্যভূমি আমাদের জননী ভারত!

এক দিকে কর দৃষ্টি

স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি,

অতুল সাম্রাজ্য, অন্য দিকে, ধনঞ্জয়,

ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয়!

পশ্চিমে চাহিয়া দেখ—

অর্জ্জুন কি ভীষণ চিত্র এক!

অসংখ্য গৃধিনী,—কিবা বিকটদর্শন!—

কেবা সে দেবী, গোবিন্দ,

—কিবা মুখ-অরবিন্দ!—

খণ্ড খণ্ড করি যারে শকুন নির্ম্মম,

কেহ হস্ত, কেহ পদ, করিছে ভক্ষণ?

বিঁধিতেছে পরস্পরে,

কি হিংসা কটাক্ষশরে!

একে অন্য গ্রাস যেন লইবে কাড়িয়া,

একে অন্যে আক্রমণ

করিতেছে ঘন ঘন,

কিবা পাকসাট! কিবা চীৎকার ভীষণ!

পশিতেছে কর্ণে যেন আকুলিয়া মন !

ছিন্ন নারী-অঙ্গ, হায়,

তবু কিবা মহিমায়

বিমণ্ডিত বর বপু! সহস্র ধারায়,

ছুটিতেছে অঙ্গে অঙ্গে কি শোণিত হায় !

কি করুণা মুখে তাঁর !

দেখিতে না পারি আর,—

পেতেছি হৃদয়ে, দেব, দারুণ আঘাত !

এ কি চিত্র,—কে সে নারী,—কহ, নরনাথ ?

কৃষ্ণ। চিত্র ভারতের, পার্থ, আর্য্যলক্ষ্মী দেবী।

খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ ;

দেখ গৃধ্রনির্ব্বিশেষ

ভারত নৃপতিগ্রাম ! দেখ দুর্ব্বিষহ

বর্ত্তমান ভারতের চিত্র শোকাবহ !

হায় মা !—(তিতিল নেত্র,

প্রীতির পবিত্র ক্ষেত্র)

হায় মা ! ধরিয়া কিবা মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী,

করে খড়্গ, দানবের সদ্যঃ-ছিন্ন শির,

রণরঙ্গে উন্মাদিনী,

মুণ্ডমালাবিশোভিনী,

দানবের মহাকাল দলি পদতলে,
মহাকালী, ক্রোধে মহা মেঘস্বরূপিণী—
বিজলী শোণিতধারা,
ঘোরারাবী, ধ্বংসাকারা,
দলিয়া দানববল নৃশংস দুর্জ্জয়,
সত্যযুগে পুত্রগণে দিলা বরাভয়।
সিন্ধুগর্ভে বিতাড়িত
করি পুনঃ শিরোত্থিত
ত্রেতায় অনার্য্যশক্তি, প্রতিহিংসাপর,
ভারত দক্ষিণাপথে বাড়াইলে কর,
আবার মা রণরঙ্গে
ডুবালে সিন্ধুতরঙ্গে,
অনার্য্যের অধর্ম্মের শেষ অভ্যুত্থান,
নাচিলে আনন্দে, তারা, তারিয়ে সন্তান।
অনার্য্যের ধর্ম্ম শব
পড়িয়া চরণে তব,
শিরে অর্দ্ধচন্দ্র মালা, করে কুবলয়!—
সত্যযুগে রণমূর্ত্তি, ত্রেতায় বিজয়!
দ্বাপরে বল তারিণী
এরূপে আত্ম-ঘাতিনী

হইবে কি? মা! আমরা যত কুলাঙ্গার,
বিফলিব দু' যুগের শ্রম কি তোমার?
না না, দেখ, বীরবর,
উত্তর প্রাচীরোপর
রাজরাজেশ্বরী, মাতা, সাম্রাজ্ঞী-রূপিণী!
শিরে ধর্ম্ম-সুধাকর,
শোভে পঞ্চ ভূতোপর
জননীর রাজাসন; দূর রণশ্রম,—
হইয়াছে জননীর অরুণবরণ।
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
দেখ কিবা মনোহর
সাম্রাজ্ঞীর সমরাস্ত্র, রাজ্য প্রহরণ
চারি দিক্ চারি ভুজে শোভিছে কেমন!
ত্রিকাল ত্রিনেত্রে ভাসি,
অধরে প্রীতির হাসি,
পার্থ! জগন্মাতা-রূপ, দেখ নেত্র ভরি,
মহাভারতের চিত্র রাজরাজেশ্বরী!
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ,
দেখিলেন দুই জন,
সে চিত্র মহিমাময়; চারিটি নয়ন

ভক্তিভরে অচঞ্চল করিল দর্শন।

অর্জ্জুন। এ মহা রহস্য জ্ঞান
হয় নাই, ভগবান,
এ মূঢ় দাসের তব; কহ দয়া করি,
কহ কি অভীষ্ট তব,
এই খণ্ড রাজ্য সব
ধ্বংসিয়া, সাম্রাজ্য এক করিবে স্থাপিত,
আবার ভারত রক্তে করিয়া প্লাবিত?

কৃষ্ণ। সমর সর্ব্বত্র পাপ নহে, ধনঞ্জয়!
রক্ষিতে দেশের ধর্ম্ম,
নহে, পার্থ, পাপ কর্ম্ম
একের বিনাশ। পার্থ, নিষ্কাম-সমর,—
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর!
দেখ, সখে, সৃষ্টি রাজ্য,
স্বয়ং স্রষ্টার কার্য্য,
দেখ তাহে ধ্বংসনীতি অলঙ্ঘ্য কেমন!
সাধিতে সৃষ্টির তত্ত্ব
প্রতিকূল, কি অশক্ত
যেই জন; ধ্বংস তার ঘটিছে তখন;
কি রহস্য! মৃত্যু এই জগত-জীবন!

কি ছার নৃপতি শত!
স্রষ্টার মঙ্গলব্রত,
বিফলি, কোটীর সুখে হইবে কণ্টক;
পবিত্র ভারত-ভূমি করিবে নরক।

অর্জ্জুন। ধ্বংসনীতি প্রকৃতির
যদি, দেব, সত্য স্থির,
প্রকৃতি রক্ষিবে তবে নীতি আপনার,
অমাদের তাহাতে কি আছে অধিকার?

কৃষ্ণ। ফুটিলে কণ্টক দেহে,
নির্গত করিতে কি হে
সে কণ্টক, আমাদের নাহি অধিকার?
ধর্ম্ম যাহা মানবের,
ধর্ম্ম তাহা সমাজের;
—যেই বারিবিন্দু, সখে, সেই পারাবার,
সমাজ-কণ্টক তথা করিবে উদ্ধার।
অন্যথা কণ্টক-বিষ,
যেন তীব্র আশীবিষ,
করিবেক জর্জ্জরিত সমাজ-শরীর।
অচিরে পড়িবে গ্রাসে সে ধ্বংস-নীতির।

অর্জ্জুন। সমাজ কণ্টক;—কিসে পাব পরিচয়?

কৃষ্ণ। শরীর কণ্টক যাতে জান, ধনঞ্জয়!
মানব-শরীরে ব্যথা,
সমাজ-শরীরে তথা,
অশান্তি ও অবনতি,—জ্বলন্ত যেমন
দেখিছ সর্ব্বত্র, পার্থ, ভারতে এখন।

অর্জ্জুন। কিন্তু হেন নরমেধ যজ্ঞ বিভীষণ,
দয়াময়! হেন রণ
করিবে কি সঘংটন?

কৃষ্ণ। বরং নিবাব সেই ভীষণ বিগ্রহ,
হইতেছে প্রধূমিত যাহা অহরহ।
গৃহ-ভেদ, জাতি-ভেদ,
রাজ্য-ভেদ ধর্ম্ম-ভেদ,
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি, করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্য্যজাতি!
চাহি আমি বক্ষ পাতি
নিবারিতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চির-শান্তি; নহে, সখে, সমর দুর্ব্বার।
যেই রাজ্য অসিধারে
সৃজিত, সে পারাবারে

বালির বন্ধন ক্ষুদ্র; মানব-হৃদয়
কার সাধ্য অসিধারে করিবে বিজয়?
যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম্ম,
শাসন নিষ্কাম কর্ম্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়, নহে পশুবল।

অর্জ্জুন। ভীষণ শার্দ্দূলগণে,
নাহি বিনাশিলে রণে,
শান্তিতে সাম্রাজ্য, দেব, হবে কি স্থাপিত?

কৃষ্ণ। উপায় মায়ের চিত্রে রয়েছে লিখিত!
বাঁধি ধর্ম্ম-নীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব-মর্ম্ম;
এক জাতি, এক ধর্ম্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!
পাশাঙ্কুশে যদি, পার্থ,
সাধিতে এ পরমার্থ

নাহি পারি, জননীর আছে ধনুঃশর,
প্রবেশিব ধর্ম্মরণে নিষ্কাম-অন্তর।
যুদ্ধ পাপ ঘোরতর,
যতক্ষণ বীরবর
থাকে অন্য পথ ধর্ম্ম করিতে পালন;
নিরুপায়ে বীরব্রত পুণ্যপ্রস্রবণ!

অর্জ্জুন। ধর্ম্ম তবে বলি কারে?
নরহত্যা ধর্ম্ম? ধর্ম্ম কর্ম্ম বা কেমন,
দাসে দয়া করি কহ কংসনিসূদন।

কৃষ্ণ। যাহাতে ধারণ যার
সেই, পার্থ, ধর্ম্ম তার;
যেই নীতিচক্র করে জগৎ ধারণ,
সেই জগতের ধর্ম্ম চক্র সুদর্শন।
তাঁর সূক্ষ্ম অংশমাত্র,
মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র;
ওই নীতিচক্র কার্য্য অশ্রান্ত জগতে,
তিলেক নাহিক সাধ্য তিষ্ঠি কোন মতে।
উন্নতি কি অবনতি,—
জগতের এ নিয়তি;
ধর্ম্ম-কর্ম্ম,—নীতিশিক্ষা, নীতির সাধন,

কর্ম্মফল নিয়ন্তায় করি সমর্পণ।
আর্য্য-সমাজের গতি
আজি ঘোর অবনতি
নীতির লঙ্ঘন পাপে ; আইস দু' জন,
ধরার এ পাপভার করিব মোচন।

অর্জ্জুন। জ্ঞানাতীত নারায়ণ,—
কর্ম্মফল সমর্পণ
কেমনে করিব, দেব, চরণে তাঁহার ?

কৃষ্ণ। জননীর ওই চিত্র দেখ আরবার।
বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা,
পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিতা,
—পঞ্চভূতময়ী সৃষ্টি,—সর্ব্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু অধিষ্ঠান!
পার্থ! সর্ব্বভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম্ম,—ধর্ম্ম ; পুণ্যফল তার
হয় সর্ব্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার।

অর্জ্জুন। কি উদ্দেশ্য এ ধর্ম্মের ?

কৃষ্ণ। সখে, মোক্ষসুখ!
বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়,

জন্ম মৃত্যু কিছু নয়,
জলবিন্দু জলে জন্মে, জলে হয় লয়।
'সোহং' সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়!
জগতের সুখ যাহা,
আমাদের সুখ তাহা,—
সকলে জগৎসুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ-অধিষ্ঠান!
অন্যথা সকলে, পার্থ,
সাধে যদি নিজ স্বার্থ,
কি পশুত্বে পরিণত হইবে মানব,
আজি এ ভারত তার দৃষ্টান্ত, পাণ্ডব!

অর্জ্জুন। তবে যাগ-যজ্ঞ সব
নহে ধর্ম্ম, হে কেশব?

কৃষ্ণ নহে পূর্ণধর্ম্ম, যদি না হয় নিষ্কাম;
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
অপূর্ণ মানব-মন,
অপূর্ণে পূর্ণের জ্ঞান, অন্তে অনন্তের,—
দুরূহ তপস্যা সাধ্য।
অনন্ত সে বিশ্বারাধ্য,—

পূজিয়া অনন্ত মূর্ত্তি অনন্ত শক্তির,
লভিবে বিভক্তি হ'তে জ্ঞান সমষ্টির।
দেখ ওই নীলাকাশ,
অনন্তের কি আভাস!
নাহি সাধ্য পূর্ণমূর্ত্তি করি দরশন।
যার সাধ্য যতটুক
দেখি সে অনন্ত মুখ
লভি যথা, ধনঞ্জয়, আকাশের জ্ঞান,
যাগ যজ্ঞ তথা পার্থ, পূর্ণব্রহ্ম ধ্যান।

অর্জ্জুন। এ মহা নিষ্কামধর্ম্ম জগতে প্রচার
যদি মহাব্রত তব,
কি কাজ, মহানুভব,
ভারত-সাম্রাজ্যে তবে? যে রাজ্য তোমার,
ক্ষুদ্র নররাজ্য তার কাছে কোন্ ছার!

কৃষ্ণ। যত দিন খণ্ডরাজ্য
রহিবে ভারতে, আর্য্য-
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয়,
রহিবে সমাজভেদে ধর্ম্ম ভেদময়।
ফল ফুল ভিন্ন যথা,
তরু ভিন্ন হবে তথা,

প্রকৃতির এই নীতি ; ক্ষুদ্র ভিন্নতায়
করে ধর্ম্ম-বিভিন্নতা যথায় তথায়।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য, নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
তত দিন হিংসানল,
হায়! এই হলাহল,
নিবিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত ;
আর্য্যজাতি, আর্য্যনাম, হবে স্বপ্নবৎ।
ধর্ম্মভিত্তি নাহি যার,
বালিতে নির্ম্মাণ তার,
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ, নিজ পাপভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙ্গি কাল-পারাবারে।
তেমতি, হে মহাবল,
সমাজ-সাম্রাজ্য-বল
নাহি যে ধর্ম্মের, তাহা হবে না প্রচার,
নহে সত্ব-গুণমাত্রে সৃজিত সংসার।
পবিত্র নিষ্কাম-ধর্ম্ম,
তুমি কি তাহার মর্ম্ম,—

বুঝিয়াছ, করিয়াছ, সে ধর্ম্ম গ্রহণ?

অর্জ্জুন। করিয়াছি,—লইয়াছি চরণে শরণ।

কৃষ্ণ। দেখ তবে, মহারথ,

তোমার কর্ত্তব্যপথ,

জননীর ওই চিত্রে অঙ্কিত সুন্দর,

ততোধিক নর-ব্রত নাহি মহত্তর!

এস, মিলি দুই জন

করি আত্ম-সমর্পণ

এই কর্ত্তব্যের স্রোতে, যাইব ভাসিয়া

ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া।

এক ধর্ম্ম, এক জাতি,

এক রাজ্য, এক নীতি,

সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূত-হিত;

সাধনা নিষ্কাম-কর্ম্ম

লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম,—

একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত

ওই ধর্ম্ম-রাজ্য মহাভারত স্থাপিত।

ধনঞ্জয় ভক্তিভরে,

কৃষ্ণের চরণ করে

পরশিয়া কহিলেন, প্রণত ভূতলে—
"কি সাধ্য, পুরুষোত্তম,
আমি ক্ষুদ্র কীটোপম,
একটি ত্রিদিব আমি করিব সৃজন !
নাহি জানি কিবা ধর্ম্ম,
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম,
জানি এই মাত্র,—তুমি নর-নারায়ণ,
জানি ধর্ম্ম,—তব পদে আত্ম-সমর্পণ।"
ভাসি অশ্রু-প্রীতি-নীরে,
নারায়ণ ফাল্গুনীরে
কহিলেন প্রীতিভরে শান্ত অবিচল,—
"এত দিনে মনে লয়,
বুঝিলাম নিঃসংশয়
মহর্ষি গর্গের সেই ভবিষ্যদ্বাণী।
দুটি নদী অর্দ্ধপথে,
মিলি মা গো এই মতে,
অদৃষ্টের পারাবারে চলিল বহিয়া,
তব অই মূর্ত্তি-ধ্যানে হৃদয় ভরিয়া !"
কিছুক্ষণ দুই জন
করিলেন দরশন,

জননীর সেই মূর্ত্তি, সজল নয়ন,
কহিলেন গদ গদ স্বরে জনার্দ্দন।—
“সব্যসাচি! সন্ধ্যাকালে
উদ্যানের অন্তরালে
বসি সুভদ্রার সহ, করিলে জ্ঞাপন
যেই হৃদয়ের ভাষা,
সেই হৃদয়ের আশা,
যোগবলে শুনিয়াছি আমি, শক্তিমান!
আশীর্ব্বাদ করি হও পূর্ণমনস্কাম!
প্রভাতে অরুণোদয়
হবে যবে, ধনঞ্জয়,
দারুক যোগাবে রথ, যাবে মৃগয়ায়—”
(লুকাইল মৃদু হাসি অধর-কোণায়।)
“রজনী বহিয়া যায়,
চিন্তা-অবসন্ন কায়
করগে বিশ্রাম, সখে, কালি জগন্নাথ
করিবেন আমাদের জীবন প্রভাত।”
সে মৃগয়া, সেই মৃদু হাসি মনোহর,
বুঝিলেন ধনঞ্জয়।
বন্দি পদকুবলয়

চলিলেন নিজ কক্ষে, নীলাকাশে আর

নাহি মেঘ, কিবা হাসি ফুল্ল-চন্দ্রিকার!

অষ্টাদশ সর্গ।

তপস্বিনী।

পাতাল—নাগপুর।

"তুই রে পোড়ার মুখ।"—নিশীথসময়ে
জরৎকারু বসি নিজ কক্ষ-বাতায়নে;
মৃগচর্ম্ম শয্যা-অঙ্কে; সস্মিত-হৃদয়;—
ভাসিছে সরস হাসি অধরে নয়নে।
ভাসিছে শারদশশী, শারদ-আকাশে;
শারদ জলদমালা ঐরাবত মত
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে মন্থর-বিলাসে,—
আবেশে অবশ অঙ্গ। বিলাসীর মত
আবেশে শারদানিল অতি ধীরে ধীরে
কিবা যেন প্রেমকথা যাইছে কহিয়া।
অধর টিপিয়া যেন হাসিতেছে ধীরে
সম্মুখে সরসী-নীর; অধর টিপিয়া
হাসিতেছে জরৎকারু তপস্বিনী-বেশ,
পরিধান রক্তবাস, রুদ্রাক্ষের মালা

শোভে অঙ্গে অঙ্গে, ধূলাধূসরিত কেশ,—
ভস্মে ঢাকা যৌবনের অপরূপ ডালা।
কহিছে অধর টিপি—
"তুই পোড়া মুখ।
তুই শশী নিত্য আসি কেন রে আমায়
জ্বালাস্ এরূপে বল্? ফাটে এই বুক,—
বারেক বাহিরে যদি এক পদ যাই,
যেই প্রেমভরে তুই দিস্ আলিঙ্গন
অধীর করিয়া প্রাণ; এসে বাতায়নে
মুখ বাড়াইয়া তুই করিস্ চুম্বন।
গেলে কক্ষে, উঁকি মেরে কটাক্ষ নয়নে
করিস্ রে জ্বালাতন! নিদ্রা যাই যদি
তুই বাতায়ন-পথে চুরি করি আসি
থাকিস্ রে ঘুমাইয়া বক্ষে নিরবধি,
সতী-নারী আমি, মম সতীত্ব বিনাশি।
ওরে গুরুপত্নী-চোর! একবার তোর
ঋষিপত্নী চুরি করি পুড়িয়াছে মুখ,
আমি জরৎকারু-পত্নী, মম মন-চোর
হইবি বাসনা পুনঃ এত বড় বুক?
আসিয়াছে ঋষি আজি নটবর মম,

তোর ব্যভিচার-কথা দিব রে কহিয়া ;
এক দীর্ঘ অভিশাপে দেখিস্ কেমন
মুহূর্ত্তে চন্দ্রত্ব তোর দিবে ঘুচাইয়া।
তবু হাসে পোড়ামুখ! সাম্রাজ্য-প্রয়াসী
জানিস্ না ভ্রাতা মম, করেছে আমার
সমর্পণ এ যৌবন, এই রূপরাশি,
প্রজ্বলিত হোমানলে,—হাসি কি আবার?
এক অভিশাপে তোর বংশধরগণ—
যাদব কৌরব সব—যজ্ঞ-কাষ্ঠ মত
হবে ভস্মে পরিণত ; সাম্রাজ্য-স্বপন
ফলিবে ভ্রাতার, হবে পূর্ণমনোরথ।
হাসি বড় নহে, এ যে মুনি জরৎকারু!
এমন যৌটক আর মিলিবে কোথায়?
জরৎকারু জরৎকারু!—সোহাগা-সোণায়!
কুসুমের মালা পোড়া কাঠের গলায়!
তবু হাসে কালা-মুখ! তোর ও রগড়
আমি পতি-পরায়ণা দেখিব না আর।”
ক্রোধে জরৎকারু বেগে প্রসারিয়া কর,
রোধিল বজ্রের শব্দে গবাক্ষের দ্বার।
মুহূর্ত্তেক রূপবতী মুদিয়া নয়ন

রহিলা শায়িতা; ত্রস্তে উঠিয়া আবার
পড়ি ভূমিতলে—"পোড়া নিদ্রাও এমন,
কিছুতেই চক্ষে নাহি হইবে সঞ্চার।
জাগি কি বা নিদ্রা যাই কিছুই না জানি;
এক পিপাসায় প্রাণ সতত আকুল;
অনিবার হৃদয়তে কিবা আত্মগ্লানি!
বিঁধে কি কণ্টক শুষ্ক আশার মুকুল!
রাজ্য-স্বপ্নে প্রেম-স্বপ্ন পার ভুলিবারে,
তুমি সহোদর! হায়! আমি অবলার
নাহি সে সান্ত্বনা, কিবা বিধি বিধাতার—
একই সাম্রাজ্য প্রেম, সর্ব্বস্ব আমার!
হয়েছি সর্ব্বস্বহারা; বিদরে হৃদয়
কৃষ্ণ-প্রেমরাজ্যের যে ছিল আকাঙ্ক্ষিণী
—নিদারুণ অদৃষ্ট কি এতই নির্দ্দয়!—
আজি জরৎকারুর সে শয্যার সঙ্গিনী!
ফুলকুলেশ্বরী সেই গর্ব্বিতা পদ্মিনী
সদা ভানু-প্রয়াসিনী, যে বিধি তাহারে
নিক্ষেপিল পঙ্কে,—সেই মানিনী নলিনী!
নিক্ষেপিল যজ্ঞ-ভস্মে সেই কি আমারে?
ফুলরাণী কমলিনী যথা পঙ্কজিনী,

জরৎকারু তপস্বিনী হইল তেমন ;
মথি প্রেম-পয়োনিধি, সুধা-প্রয়াসিনী,
অদৃষ্টে কি হলাহল মিলিল এমন ?”

শয্যাপার্শ্বে ছিল পড়ি অযতনে
বিচিত্র দর্পণ,
লইয়া রূপসী গেল সুবাসিত
দীপের সদন।—
“তপস্বিনী-বেশ,— তথাপি কেমন
পড়িছে ঝরিয়া
রূপের মাধুরী, যৌবন-তরঙ্গ
যাইছে ছুটিয়া !
শরতের মেঘ শোভিছে কেমন
ধূসরিত কেশ !
উদাসীন সব, হইয়াছে যেন
সুখ-নিশি শেষ।
ফুটন্ত নলিনী দেখি ত তোমার
ভুলিল না মন ;
হয় ত ভুলিতে মুদিতা নলিনী
দেখি, প্রাণধন।
ফুটন্ত শোভায় কে বল না ভুলে,

ভুলে বালকের প্রাণ ;
মুদিতের শোভা যে বুঝিতে পারে,
সেই সে হৃদয়বান্।
জানি আমি, নাথ! তোমার হৃদয়
কোমল উচ্ছ্বাসময় ;
এই উদাসীন, ঘুমন্ত ঘুমন্ত
মেঘে ঢাকা চন্দ্রোদয়,
হয় ত ভুলিতে বারেক দেখিলে,—
না, না, প্রাণে নাহি সয়।
তুই মিথ্যাবাদী, তুই রে দর্পণ!
নিত্য প্রতারণা তোর
না পারি সহিতে, বুঝিয়াছি আমি
তোর এ চাতুরী ঘোর।
সত্য যদি হ'ত রূপের গগনে
এমন যৌবন-লীলা!
প্রেম-বিনিময়ে পাইতাম আমি
তবে কি এমন শিলা?
তুই প্রবঞ্চক, তুই ত প্রথম
এই প্রতিবিম্ব ধরি
করিলি গর্ব্বিতা, যে গর্ব্বে ডুবিয়া

এইরূপে আমি মরি!
আজি তপস্বিনী সাজিয়াছি আমি,
তবু প্রবঞ্চনা তোর?
দেখাইয়া ছবি মিছা অভিমানে
পোড়াস্ পরাণ মোর।
আর তোরে কাছে রাখিব না আমি,
দূর হও চাটুকার।"
বাতায়ন-পথে ছুটিল দর্পণ,—
আঘাতে কাঁপিল দ্বার।
"জরৎকারু! কুঞ্জ- দ্বারে নটবর!
শবগন্ধে সুবাসিত,
এসেছে রে ওই মনচোরা তোর,
পৃষ্ঠে কুব্জ দোলায়িত।"
দুর্ব্বাসা অধীর ক্রোধে; ভীম যষ্টি দিয়া,
করিতেছে কপাটেতে আঘাত ভীষণ।
"কি বালাই! পুরবাসী উঠিবে জাগিয়া"—
বলি জরৎকারু দ্বার করিল মোচন।
"রে নাগিনি! পিশাচিনি! ব্যঙ্গ মম সনে—
আমি ঋষি জরৎকার দাঁড়াইয়া দ্বারে
এতক্ষণ! কিছু তোর শঙ্কা নাহি মনে।

এখনি পাঠাব তোরে শমন-আগারে।”
উঠিল ভীষণ যষ্টি, ছাদেতে ঠেকিয়া
হ'লো কুব্জ কেন্দ্রচ্যুত, দুর্ব্বাসা ভূতলে
পড়িতেছে, জরৎকারু বাহু প্রসারিয়া
ধরিল,—পড়িল, ঘৃত জ্বলন্ত অনলে!
“পাপীয়সি! দুশ্চারিণি! ধরিলি আমারে,
ছুঁইলি পবিত্র অঙ্গ,—গরব এমন!”
করিলা শ্রীপদাঘাত; ফুল্ল-পুষ্প-হারে
বিঁধিল কঠিন শুষ্ক কণ্টক যেমন!
“ভ্রাতার সাম্রাজ্য যাক চুলায় এখন!
চূর্ণ করি এই দণ্ডে অস্থির পঞ্জর,
ইচ্ছা বাতায়ন-পথে করিতে প্রেরণ
যম-রাজ্যে; একি পাপ! কেমন বর্ব্বর!”—
স্বগত ভাবিয়া কারু, কহিল কাতরে—
“ভূতলে পড়িলে, প্রভো, লাগিত বিষম,
ধরেছিল তাই দাসী।”

দুর্ব্বাসা। পড়িবে ভূতলে!
জরৎকারু ধরাতলে হইবে পতন!
জরৎকারু মহাঋষি! ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে!

কারু। (স্বগত) জ্বলিতে কি আছে বাকি?

কপাল আমার !

দুর্ব্বাসা। আমার পতন চক্ষে দেখিবে বসুধা !—

কারু। (স্বগত)

তিন পদাঘাত ! ভাল অদৃষ্ট এবার,

পাইলেন বসুন্ধরা পদাম্বুজ-সুধা।

দুর্ব্বাসা। নিজে বসুমতী উঠি ধরিত আমারে,

তুই দুশ্চারিণী কেন ছুঁইলি আমায় ?

কারু। (স্বগত) চিরদিন তাঁর গর্ভে ধরুন তোমারে

মাতা বসুন্ধরা, কারু এই ভিক্ষা চায় !

দুর্ব্বাসা। কি বলিলি ভুজঙ্গিনি ?

কারু। কিছুই না, প্রভো !

দুর্ব্বাসা। কিছুই না প্রভো ! দ্বারে আমি জরৎকার

দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,—কিছুই না প্রভো !

মনের আনন্দে তুই করিস বিহার !

তখন পশিল কর রমণী-চাঁচরে,

কাস্তে যেন নব তৃণরাশির ভিতরে।

দুর্ব্বাসার দুই পদ ধরি দুই করে,

--দুইটি পঙ্কজ যেন পড়িয়া প্রস্তরে !—

বিস্ফারিত দুই নেত্রে চাহি করি ছল,

কহে জরৎকার, কণ্ঠ কোমল তরল !—

"নহে দুশ্চারিণী দাসী। হ'তে যেই দিন
পাইয়াছে স্থান দাসী পবিত্র চরণে,—
আশা সরসিজ তার,—হ'তে সেই দিন
সাজিয়াছে জরৎকারু যোগিনী যৌবনে
একই তপস্যা তার, হ'তে সেই দিন—
প্রভুর চরণাম্বুজ; দাসী উদাসীন
সংসার বিলাস-সুখে, হ'তে সেই দিন;
পাইয়াছে জরৎকারু জীবন নবীন।"
কেশ-মুষ্টি দুর্ব্বাসার হইল শিথিল।
বলিতে লাগিল বামা—দেখিনু যখন
প্রবেশিতে নাগপুরী পদ পুণ্যশীল
আনন্দে অধীর প্রাণ হইল তখন।
ভাবিতেছিলাম শুয়ে অজিনশয্যায়
কতক্ষণে এ হৃদয়ে করিব ধারণ
সে পবিত্র পাদপদ্ম; সঁপেছি যথায়
পাণি মম, প্রাণ তথা করিব অর্পণ।
না জানি কেমনে নিদ্রা শত্রুবেশে মম
আচ্ছন্ন করিল পাপ নয়ন আমার।
স্বপনে স্বামীর পদ করি দরশন
ছিনু সুখে অভিভূত; কপাটে প্রহার"—

দুর্ব্বাসা। শুনিলি না ভুজঙ্গিনি! জানি ছয় মাস
নিদ্রা যায় ভুজঙ্গিনী। কিন্তু ইচ্ছামত
নাহি মরে জরৎকার তোর অভিলাষ
করি পূর্ণ; নাহি হয় স্বপ্নে পরিণত।

কারু। (স্বগত)
দূর হক্ ইচ্ছামত,—যদি একবার
বুঝিতেন যমরাজ ভুল আপনার!
(প্রকাশ্যে) জন্মায়স্তি এ দাসীর। সমান তাহার
ধরাতলে ভাগ্যবতী কেবা আছে আর?

জরৎ। ঋষি-পত্নী ভাগ্যবতী! রহস্য নূতন!
বিলাসিনী জরৎকারু রাজার নন্দিনী
বেড়াইবে বনে বনে! বল্কল বসন,
আহার বনের ফল, অজিন-শায়িনী!

কারু। আপনি তপস্বী তুমি, ক্ষমিবে কি, প্রভু!
প্রগল্‌ভতা এ দাসীর?—রমণী-হৃদয়
কি যে রমণীয়,—তাই বুঝ নাহি কভু,
রমণীর প্রাণ কিবা সহিষ্ণুতাময়।
রমণী জগৎপত্নী, জগৎ-জননী,
জগৎ-দুহিতা নারী। হৃদয় তাহার
না হইলে রূপান্তর, সলিল যেমনি,

যখন যেরূপ হয় ছায়ার সঞ্চার;
সলিলের মত যদি রমণীর প্রাণ
না হইত সমভাবে সর্ব্বত্র বিলীন;
হইত জগৎ কিবা ভীষণ শ্মশান—
পত্নীহীন, মাতৃহীন, দুহিতৃ-বিহীন।
সলিলের মত নারী যাহাতে যখন
যায় মিশাইয়া, প্রভু, করে অধিকার
তার ধর্ম্ম; মিশাইয়া জীবনে জীবন
অবিচ্ছিন্ন, হয় সহধর্ম্মিণী তাহার।
শিখিয়াছি গুরুমুখে এ আত্ম-নির্ব্বাণ
রমণীর মহা-সুখ, মহত্ত্ব মহান্;
বিলাস প্রসাদ, কিবা ভীষণ শ্মশান,
রমণীর মহাব্রত সর্ব্বত্র সমান।
ছাড় প্রভো! অপবিত্র এই কেশভার—
পাপ বিলাসের সাক্ষী,—কাটিয়া এখন
দিব পায়ে; স্থান তথা দেও অবলার,
দেখাইব বিলাসিনী যোগিনী কেমন!
খসিল কেশের মুষ্টি, ভ্রমি কিছুক্ষণ
কহিলা দুর্ব্বাসা—"কিবা তত্ত্ব সুগভীর!
গুরু তব বিচক্ষণ!"

শারু। (স্বগত) না হ'লে কি কভু

বিকাতেম মন প্রাণ এই অভাগীর ?

শরৎ। সত্যই কি ইচ্ছা তব হবে তপস্বিনী ?

পারিবে সহিতে তুমি সে দুঃখ বিষম ?

শাক। নীরজা নলিনী, প্রভু, ভানু-আকাঙ্ক্ষিণী,

আতপের তাপে সে কি ডরায় কখন ?

সুখ দুঃখ, শুনিয়াছি সেই গুরুমুখে,

রূপান্তরে পরিণামমাত্র বাসনার।

সফল বাসনা সুখে, নিস্ফল যে দুঃখে

হয় পরিণত মাত্র ; মানব আবার

এত অবস্থার দাস, তাহার বাসনা

শতে এক নাহি ফলে ; মানবজীবন

তাহে এত দুঃখময়, এত বিড়ম্বনা !

যাহার আকাঙ্ক্ষা যত দুঃখও তেমন।

নিষ্কাম জীবন সুখ ; পতির চরণে

সকল কামনা তার করি সমর্পণ,

প্রবেশিবে এই দাসী শান্তির আশ্রমে,

হইবে তপস্যা তার পতির চরণ।

শরৎ। (স্বগত)

বিলাসিনী, ঘোর অভিমানিনী, ইহায়

ভাবি মনে করিলাম এত অপমান
করিবারে গর্ব্ব চূর্ণ; সত্যই কি হায়!
তপস্বীর নাহি নারী-হৃদয়ের জ্ঞান?
বৃথা ভস্ম ঘেঁটে মরি, মহর্ষি অমরা!
পুণ্য-খনি গৃহাশ্রম! কতই রতন
ফলে এইরূপে তথা; প্রকৃত আমরা
রমণী-হৃদয়, চির-শান্তি-নিকেতন।
কিন্তু এ "নিষ্কাম" কথা শেলসম কাণে
বাজিয়াছে, এই কথা শিখিল কেমনে?
শুনিয়াছি সেই পাপ ছিল এইখানে,
সে কি গুরু? সন্দেহ যে হইতেছে মনে!

(প্রকাশ্যে)

সরলে! "নিষ্কাম" কথা আনিও না আর
তব মুখে, নাস্তিকতা মূলে আছে তার।
সকাম মানব-ধর্ম্ম, তাহার সাধন
যাগ-যজ্ঞ; মূল বেদ; সাধক ব্রাহ্মণ।
পবিত্র বৈদিক-ধর্ম্ম শিখাব তোমারে
অবসরে জরৎকারু। করিতে উদ্ধার
রাহুগ্রস্ত সত্য-ধর্ম্ম, কারু! স্থাপিবারে
অনার্য্য-সাম্রাজ্য এই ভারতে আবার;—

সাধিতে এ মহাযজ্ঞ, বনবাসী আমি
পরিয়াছি পরিণয়-সংসার-বন্ধন।
হবে তপস্বিনী তুমি? আমি তব স্বামী,
এ মহা তপস্যা আজি করাব গ্রহণ,—
ত্যজিয়া বিলাস তুমি শক্তি-স্বরূপিণী,
স্বামী সহোদর সহ হইয়া মিলিত,
প্রবাহিয়া ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিণী,
ভারতে অনার্য্য-রাজ্য কর অধিষ্ঠিত।
হবে তুমি নাগমাতা অধিষ্ঠাত্রী তার,
রুদ্রাণীর মত পূজা হবে মনসার।

কারু। জরৎকারু-পত্নী আমি; ভগ্নী বাসুকির;
নাগরাজকুলে জন্ম; প্রতিজ্ঞা আমার
পরশি পতির পদ,—অসাধ্য নারীর
সাধিব, অনার্য্য-রাজ্য করিব উদ্ধার।

জরৎ। ধন্য ধন্য জরৎকারু! সিংহের কুমারী,
সিংহিনীর যোগ্যা এই প্রতিজ্ঞা তোমার!
অনুকূল দেবগণ,—হইয়া কাণ্ডারী
করাইব নাগরাজে এই সিন্ধু পার।
অনুকূল দেবগণ,—কুরুকুল-পতি
আসিতেছে ক্ষিপ্ত মত্ত মাতঙ্গের মত

রৈবতকে যে কৌশলে, নিজে রতিপতি
নিশ্চয় মানিবে হারি। মুক্ত আশা-পথ,-
ধনঞ্জয় দুর্য্যোধন আকুল উভয়
রূপসী সুভদ্রা তরে; ক্রুদ্ধ বলরাম
এক দিকে; অন্য দিকে কৃষ্ণ পাপাশয়;
আশু শুভ-পরিণয় হবে সমাধান!
আশু রৈবতকমূলে হইবে নির্ম্মূল
বিপুল ক্ষত্রিয়কুল,—যাদব কৌরব।
ফুটিয়াছে সুভদ্রার বিবাহের ফুল,
বাসুকি হইবে, কারু, সুভদ্রাবল্লভ।
তৃতীয় প্রহর নিশি, করিব বিশ্রাম
ক্লান্ত দেহ পথশ্রমে,—
মুদিয়া নয়ন
কুঞ্জোপরে মহা-মূর্ত্তি হইল শয়ান,
হাসি নিবারিয়া কারু সেবিছে চরণ।
সরি দাঁড়াইল বামা অন্য বাতায়নে।
শারদ-নিশির শেষ বহিছে সমীর
মৃদু মৃদু; ডাকিতেছে দয়েল কাননে;
জ্বলিছে হীরকরাজি আকাশ খনির।
বহুক্ষণ জরৎকারু চাহিয়া চাহিয়া

কহিল—"কঠোর কিবা পুরুষের প্রাণ!
কেমন হৃদয় স্বার্থ পাষাণে বাঁধিয়া
আমরা অবলাগণে দেয় বলিদান।
কি দশা ভদ্রার আজি! কি দশা আমার
দেখ আজি প্রাণনাথ! আদরে তোমার
এক দিন ছিল পূর্ণ হৃদয় যাহার—
আজি পদাঘাত, নাথ, অদৃষ্টে তাহার!
অনার্য্যা স্বার্থের পথে না হ'লে কণ্টক
ঠেলিতে কি পারে তারে? কিন্তু আর প্রাণ
না পারে বহিতে এই নিরাশা নরক,
জ্বলিতেছে বুকে সদা কি যেন শ্মশান।

পাপিষ্ঠের ঘূর্ণচক্রে ঝাঁপ দিয়া পড়ি
দেখিব নিবে কি জ্বালা, দেখিব কি করি
প্রতিদান দিতে আর পারি, প্রাণনাথ,
সেই প্রত্যাখ্যান,—আর এই পদাঘাত।"
ফিরি কক্ষে অভাগিনী করিল শয়ন
দুর্ব্বাসার পদপ্রান্তে, ক্লান্ত কলেবর।
নিদ্রার মাদকে মুগ্ধ হইল তখন।
পোহাল শর্ব্বরী, ঋষি জাগিলা সত্বর।

জরৎ। (স্বগত)

এ ত নহে নারীরূপ, জ্বলন্ত অনল!
বেড়াইব বনে বনে লইয়া ইহায়;
বর্ব্বর অনার্য্যজাতি পতঙ্গের দল
ঝাঁপ দিবে এ বহ্নিতে যথায় তথায়।
এইবার আশামত না ফলিলে ফল,
যে বিষ-অঙ্কুর তবু হইবে রোপিত,
কালে প্রধূমিত হ'য়ে বৈরিতা-অনল,
ক্ষত্রিয়ের দুই বাহু হইবে ভস্মিত।
তখন এ রূপানলে জ্বালি দাবানল,
বাহুশূন্য কলেবর করিব দাহন।
দেখিবি, দেখিবি, কৃষ্ণ, দেখিবি তখন
দুর্ব্বাসার অভিশাপ অব্যর্থ কেমন।

ঊনবিংশ সর্গ।

রৈবতক—অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ।

অদৃষ্টফল।

এইরূপে ভারতের অদৃষ্ট-আকাশে
দুই দিকে প্রতিঘাতী দুই মহামেঘ
করিয়া সঞ্চার, অস্ত গেলা নিশানাথ।
ভারতের ইতিহাসে, মানবজীবনে,
ঈষৎ জলদাচ্ছন্ন শান্ত সুগভীর
এক মহাদিন ধীরে হইল প্রভাত।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য; বৈতালিকগণ
গাইছে মঙ্গলগীত; পুরদেবীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী,—কুসুম-উদ্যান
মন্থর-তরঙ্গে যেন চলেছে ভাসিয়া।
তুরঙ্গের তীব্র-কণ্ঠ, মাতঙ্গগর্জ্জন,
বাদ্যের নিনাদ; উচ্চ-বৈতালিক গীত।
রমণীর হুলুধ্বনি রহিয়া রহিয়া,

মিলাইয়া একতানে মঙ্গলসঙ্গীত
শত-কণ্ঠে রৈবতক গাইছে গম্ভীরে।
ভাঙ্গিল পার্থের নিদ্রা। নবীন উৎসাহে
উঠিলা ফাল্গুনী যবে, দেখিলা বিস্ময়ে
সসজ্জিত রণসজ্জা সম্মুখে শয্যার।
কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শৈল
অনিমিষ দু' নয়নে রয়েছে চাহিয়া
অর্জ্জুনের মুখপানে.—বড়ই কোমল
দৃষ্টি, শান্ত, সুশীতল। ঈষৎ হাসিয়া
কহিলা প্রসন্নমুখে পার্থ স্নেহস্বরে,—
"কেমনে জানিলে, শৈল, প্রয়োজন মম
রণসজ্জা?" নিরুত্তর রহিল বালক
অন্য মনে, সেই দৃষ্টি দ্বিগুণ কোমল।
বিস্মিত হইলা পার্থ। জানিতা বালক
থাকে নিরন্তর চাহি মুখপানে তাঁর।
বালকের কুতূহল, প্রভুভক্তি কিবা,—
ভাবিতেন মনে, পার্থ। কিন্তু আজি যেন
পার্থের সেরূপ নাহি হইল বিশ্বাস।
সেই রণবেশ শূর উৎসাহে যখন
পরিতে লাগিলা, ধীরে হ'য়ে অগ্রসর

পরাতে লাগিল শৈল। যেখানে যখন
পরশিছে অঙ্গ কর, হইতেছে জ্ঞান
পরশিছে অগ্র যেন, পুষ্প সুকোমল ;—
পুষ্প যেন সেইখানে রহিবে লাগিয়া।
হইলেন অন্যমন, পার্থ কিছুক্ষণ।
কহিলেন —"শৈল, মম রৈবতকবাস
"হইয়াছে শেষ, তুমি ছাড়িয়া আমায়
"যাইবে কি গৃহে তব ?" দর দর দর
বহিল শৈলের অশ্রু ; কহিলা কাতরে
"নাহি গৃহ এ দাসীর।" সে কি ? "এ দাসীর!"—
পার্থ ভাবিলেন ভ্রম ; বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলেন—"শৈল, তবে চল হস্তিনায়,
পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্রনির্ব্বিশেষ
পালিবে তোমায় পার্থ। তব স্বার্থহীন
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা হইবে তাহার
জীবনের মহাসুখ। হৃদয় তোমার
জগতে দুর্ল্লভ, বৎস!" ছুটিল কাঁদিয়া
নিরুত্তরে ক্ষুদ্র শৈল কক্ষে আপনার।
প্রাচীরে একটি চিত্র চাহিয়া চাহিয়া
কি যেন ভাবিলা পার্থ, কি যেন সন্দেহ

ভাসিল হৃদয়ে,—চিত্র ও কি অন্যতর!
চাহিলেন পার্থ, চক্ষু ফিরিল না আর,—
মরি! মরি! কিবা শোভা স্বর্গ নীলিমার!
অপূর্ব্ব যোগিনীমূর্ত্তি, মাধুরী-মণ্ডিত;
অপরাজিতার সৃষ্টি, সত্ত সুবাসিত।
কোথায় স্তবকে পুষ্প, কোথা পুষ্পহার,
অঙ্গে অঙ্গে কি তরঙ্গ সশঙ্কে সঞ্চার!
কৃষ্ণার নীলিমা—সে যে প্রভাতগগন
বালার্ককিরণে দীপ্ত, নীল হুতাশন।
জরৎকারু নীলিমার উপমা কেবল,
বারি বিদ্যুতেতে ভরা জলদমণ্ডল।
নীলিমা এ রমণীর,—শারদ আকাশ
অস্ফুট চন্দ্রাভ, শান্তি-করুণা-নিবাস।
শীতল মাধুর্য্য অঙ্গ, মধুর রেখায়,
শান্তি ও করুণা যেন ঝরিছে ধারায়।
সে স্থির সুন্দর নেত্র ঈষৎ সজল,—
শান্তি করুণার স্বর্গ দর্পণযুগল!
ঈষৎ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর-কোণায়,
শান্তি করুণার স্বপ্ন, সমাধি, তথায়।
নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতনু শরীর,

শান্তি করুণার যেন পবিত্র মন্দির।
দেখ মুখ,—দেখিবে সে হৃদয় তাহার,
কি শান্তি-করুণামাখা প্রেম-পারাবার!
নীরব,—কি যেন এক করুণা-উচ্ছ্বাস
অন্তর অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিশ্বাস।
যোগিনীর পরিধান আরক্ত-বসন,
একটি কুসুমহার অঙ্গের ভূষণ।
সেই মুখখানি!—ওকি মুখ বালিকার?
কিবা সরলতা-মাখা কিবা সুকুমার!
কিন্তু সেই শান্তি শোভা স্থিরা সরসীর,
নহে বালিকার,—চিন্তা-রেখা সুগভীর।
"শৈল! শৈল!"—কহি পার্থ বিস্ময়ে বিহ্বল,
বসিলা পর্য্যঙ্কোপরি—"দেবী কি মায়াবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"
অতি ধীরে জানু পাতি বসি পদতলে,
দুই করে দুই পদ করিয়া গ্রহণ,—
কাতরে কহিলা বামা—"ছলনা দাসীর
ক্ষমা কর বীরমণি। ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে

সতত ব্যথিত প্রাণ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে। কহিব দাসীর—
আত্মপরিচয়, কিন্তু সেই শোকগীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।”—

আত্মবিস্মৃতের মত রহিলা চাহিয়া
ফাল্গুনী সে মুখ পানে—করুণার ছবি!
কহিতে লাগিল বামা—“নাগবালা আমি।
নাগকুলে জন্ম মম। নিবিড় কানন
যে খাণ্ডবপ্রস্থ আজি, শুনেছি তথায়
পিতৃরাজ্য যুগব্যাপী অলকা সমান
ছিল বিরাজিত, প্রভু; পিতৃগণ মম
শাসিতেন সেই রাজ্য প্রবল প্রতাপে।
যেই রাজছত্র তথা আছিল স্থাপিত
ছায়ায় ভারতভূমি ছিল আচ্ছাদিত।
শুনিয়াছি, যবে আর্য্য-বিপ্লব-ঝটিকা
নিল উড়াইয়া এই ছত্র সুবিশাল,
খাণ্ডব করিয়া সেই বনে পরিণত,
ধ্বংস-শেষ নাগজাতি লইল আশ্রয়
পাতালে পশ্চিমারণ্যে; পশ্চিম-সাগরে

অস্ত গেলা নাগ-রবি চিরদিন তরে।
আমার পিতৃব্যসুত, নাগপুরে যিনি
বাসুকি এখন, ক্রোধী দাম্ভিক যেমন,
বনের শার্দ্দূল নহে ভীষণ তেমন।
নাগরাজ কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণভক্ত পিতা,—
মতভেদে মনোভেদ; ত্যজিয়া পাতাল
কিশোর বয়সে পিতা সংসারসাগরে
দিলা ঝাঁপ অসিমাত্র করিয়া সহায়।
যুদ্ধক্ষেত্রে নাগরাজ্যে ছিল না সোসর—
জনকের; কিন্তু যেই প্রেমপারাবার
হৃদয়েতে, হ'ল অসি ভিক্ষা-যষ্টি সার।
বেড়াইলা বনে বনে, অচলে অচলে,
ভারতের নানা স্থানে। শুনিয়াছি, প্রভু,
শিখিলেন ছদ্মবেশে ঋষিদের কাছে
আর্য্যবিদ্যা, আর্য্যধর্ম্ম। নির্ম্মাইয়া শেষে,
এই বিন্ধ্যাচলশিরে, "সুনীরার" তীরে,
সুন্দর কুটীর ক্ষুদ্র—"পুলিনকুটীর",—
হইলা আশ্রমবাসী। সেই কুটীরেতে,
সেই শৈলে জন্ম, নাম "শৈলজা" আমার।
দেখেছ কি বীরমণি শোভা সুনীরার?

কি সুন্দর সরোবর! সলিলসীমায়
শোভিতেছে চারি দিকে তাল নারিকেল
নানা জাতি, শোভিতেছে স্তবকে স্তবকে
বেষ্টি চারি দিকে তীরে মেখলার মত
ফল পুষ্প লতা গুল্ম বৃক্ষ মনোহর,
সৃজিয়া নয়নানন্দ কানন সুন্দর।
শিলার বিচ্ছেদে তীরে ক্ষুদ্র পুষ্পবন
শোভিতেছে স্থানে স্থানে; জলজ কুসুম
শোভে তীরপার্শ্বে জলে; বাপী-মধ্যস্থল
সুনীল আকাশ সম পবিত্র নির্ম্মল।
জলে জলচর, স্থলে পশুপক্ষিগণ,
আনন্দকণ্ঠেতে পূর্ণ করিয়া কানন।
বাপীর পশ্চিম-তীরে, পুলীন কুটীর,—
তরুলতাসমাচ্ছন্ন; পশ্চিমে তাহার
দূরে নীলাকাশে মিশি মহাপারাবার।
শুনিয়াছি, ঋষি কেহ তপস্যার বলে
সৃজিলা সে সরোবর। সলিল তাহার
সুতরল পুণ্যরাশি; স্নিগ্ধ সমীরণ
পুণ্য-শ্বাস; পুণ্য-ভাষা বিহঙ্গকূজন।
"এই কুটীরেতে গেল শৈশব আমার,

জনকজননী-অঙ্কে, প্রকৃতির কোলে।
আমার জনক, প্রভু, আমার জননী,—
দেব-দেবী দুই মূর্ত্তি। সে প্রসন্ন মুখ,—
সেই প্রেমপূর্ণ বুক, সুনীরা যুগল,—”
কাঁদিতে লাগিল বামা,—“করুণার সিন্ধু,
অভাগিনী ইহজন্মে দেখিবে না আর।
অষ্টম বৎসর যবে, পড়ে মনে, প্রভু,
স্থলে স্থলচর সহ করিতাম ক্রীড়া,
জলে জলচর সহ দিতাম সাঁতার
সুনীরার তরঙ্গেতে ডুবিয়া ভাসিয়া।
কভু ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে পর্ব্বতশিখরে,
করিতাম কৃষি সুখে জনকের সহ;
কভু থাকি জননীর ছায়ায় ছায়ায়
করিতাম গৃহকার্য্য। জনক জননী
কি আদরে হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ।
কি আদরে নাচিত এ অভাগীর বুক!
কার্য্য-অবসরে পিতা কতই আদরে
শিখাতেন আর্য্য-ভাষা, অস্ত্রসঞ্চালন,—
লক্ষ্য ফুল ফল পত্র। কহিতেন পাপ
অকারণ জীবহত্যা, জীবমনস্তাপ।

"অষ্টম বৎসর যবে,—অষ্টম বৎসরে
ভাঙ্গিল কপাল, দেব, এই অভাগীর!—
অষ্টম বৎসর যবে, খাণ্ডবদর্শনে
গেলা সহৃদয় পিতা। যাইতেন সদা
দেখিতে সে অনার্য্যের গৌরব-শ্মশান,
মানিতেন তাহা যেন পুণ্যতীর্থস্থান।
শুনিয়াছি কত দিন সে গৌরবগাথা
গাইতে আকুল প্রাণে। জননীর কাছে
কহিয়া পূরব সেই গৌরব-কাহিনী
দেখেছি কাঁদিতে, মাতা কাঁদিতা বিষাদে,
শুনিতাম অঙ্কে আমি বসি অবসাদে।
হইনু পীড়িতা আমি; দুগ্ধ-অন্বেষণে
গেলা পিতা ইন্দ্রপ্রস্থে, ফিরিলা না আর,
তব অস্ত্রে"—রমণীর শোক-নির্ঝরিণী
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে। উঠিলা ফাল্গুনী—
"শৈলজে! শৈলজে! তুমি সে অনাথা বালা!
চন্দ্রচূড়-কন্যা তুমি!" উন্মত্তের মত
শোকের প্রতিমাখানি লইয়া হৃদয়ে,
চুম্বিলেন বার বার নীলাব্জ-বদন
অশ্রুসিক্ত। কহিলেন—"শৈলজে! শৈলজে!

আমি তব পিতৃহন্তা জানিয়া কেমনে
দেবতার মত তুমি সেবিলে আমায়
এতদিন? নাহি স্বর্গ, কে বলে ধরায়?
এ যে স্বর্গ বক্ষে মম পূর্ণিত সুধায়!
করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল! আমি। আমি পাপী, ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ"—মুখে হাত দিয়া নাগবালা
সরিল; বসিলা পার্থ বিস্ময়ে বিহ্বল;
বসিল শৈলজা ধরি চরণযুগল।
জিজ্ঞাসিলা পার্থ—"তব জননী কোথায়?"
"যথায় জনক মম; বৈকুণ্ঠ যথায়।"—
কহিতে লাগিল বামা—"শোকসমাচার—
শুনিলা জননী, চাহি মুহূর্ত্ত আকাশ
পড়িলা ভূতলে, ছিন্ন এ জীবনপাশ।
বিধির অপূর্ব্ব যন্ত্র,—দেবতা বিভব,—
মধ্য-গীতে ছিন্ন তার, হইল নীরব।
এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য যুগল আমার—
ডুবিল, বালিকা-প্রাণ করিয়া আঁধার।
মুখে মুখ বুকে বুক দিয়া জননীর
কত ডাকিলাম আমি কত কাঁদিলাম!

কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতা জননীর বুকে—
পড়িলাম ঘুমাইয়া,”—না ফুটিল মুখে
রমণীর কথা আর। অশ্রু অবিরল
বহিয়া তিতিল পার্থ-চরণ-যুগল।
মনোবেদনায় পার্থ হইয়া অধীর
ভ্রমিতে লাগিল কক্ষে। চাহি ঊর্দ্ধপানে
কহিলেন—“নারায়ণ! এ ঘোর পাপের
আছে কোন প্রায়শ্চিত্ত কহ এ দাসেরে।
কি পুণ্য-কুটীর শূন্য করিয়াছি আমি!
নিবায়েছি কিবা দুই পবিত্র প্রদীপ।
কি দুঃখীর সুখ-স্বপ্ন নির্দ্দয় অর্জ্জুন
করিয়াছে ভঙ্গ আহা! কপোত-কপোতী
পাপ মর্ত্ত্যে কি ত্রিদিব করিয়া নির্ম্মাণ
ছিল সুখে। সেই স্বর্গ মম ধনুর্ব্বাণ
করিয়াছে ধ্বংস। আজ শাবক তাহার
পড়ি পদতলে মম করে হাহাকার!
হা কৃষ্ণ! নারকী হেন সখা কি তোমার?
ধরিব না ধনুর্ব্বাণ; দেও অনুমতি,
বীরবেশ পরিহরি যোগিবেশ ধরি
দেশে দেশে গাব এই শোকসমাচার;—

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি বুঝি আর!"
কাতরে শৈলজা কহে পড়িয়া চরণে—
"ক্ষম এই অনাথায়; কি মনোবেদনা
দিতেছে তোমায় দাসী। বৃথা মনস্তাপ
কেন পাও বীরমণি? পিতৃমুখে আমি
শুনিয়াছি, সুখ দুঃখ পূর্ব্বকর্ম্ম-ফল।
তুমি যদি পাপী, তবে পুণ্যস্থান, হায়!
আছে কোথা ধরাতলে কহ অবলায়।"
অর্জ্জুন লইয়া বুকে পুনঃ অনাথায়
বসিলা পর্য্যঙ্কে, অঙ্কে লইয়া তাহায়।
কহিলা কাতরে—"শৈল! পাষাণে অন্তর
বাঁধিয়াছি, কহ শুনি এ দশ বৎসর
কটাইলে কত দুঃখে? নিকটে আমার
আসিলে কি এ পতিতে করিতে উদ্ধার?"
মুহূর্ত্তেক নাগবালা রহিল বসিয়া,—
সে মুহূর্ত্ত স্বর্গ তার; মুহূর্ত্তেক মুখ
রাখি সেই বীর-বক্ষে শুনিল নীরবে
বাজিতেছে কি সঙ্গীত; বুঝিল নিশ্চয়
দুইটি হৃদয়যন্ত্র একতান নয়।
কহিতে লাগিল পুনঃ বসি পদমূলে—

"পবিত্র খাণ্ডবে নাহি দিলা পিতৃগণ
অঙ্কে স্থান অভাগীরে। মূর্চ্ছান্তে আমার
দেখিনু পাতালপুরে বাসুকি-আলয়ে
রয়েছি শায়িতা আমি। দুঃখী নাহি মরে ;
মরিল না এ দাসী। আশ্রয়ে তাহার
বহিয়াছি এত দিন এ জীবনভার।
রৈবতকে যবে তব হলো আগমন,
কহিলেন নাগরাজ,—'পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে ; সম্মুখসমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে।
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্বগ্রহণ,
কালভুজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।
আমায় সুযোগ দেখি দিবি সমাচার,
হরিব সুভদ্রা, চির বাসনা আমার।
সন্দেহ আমার, সেই চক্রী নারায়ণ
পার্থে সুভদ্রার পাণি করিয়া অর্পণ,
যাদব কৌরব শক্তি করিবে মিলিত,
তা হলে অনার্য্য ধ্বংস হইবে নিশ্চিত।'
আসিলাম রৈবতকে, কি ঘটিল পরে
জান তুমি, বীরমণি।"

অর্জ্জুন।　　　　　　　　শৈলজা কি তবে
　　বাসুকি সে দস্যুপতি ?

শৈলজা।　　　　　　　　বাসুকি আপনি।

অর্জ্জুন।　কি যে অভিসন্ধি তব ; ক্ষুদ্র হৃদয়েতে
　　প্রেমময়, কি রহস্য রয়েছে নিহিত
　　বুঝিতে না পারি আমি। নারায়ণ তব
　　রহস্য অপার! ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে
　　ফলে মুক্তা, কি সৌরভ ক্ষুদ্র যূথিকায়!

শৈলজা।　দেখিলাম দেবরূপ রৈবতক-বনে ;
　　আসিলাম দেবপুরে ; শুনিলাম কাণে
　　শোকপূর্ণ অনুতাপ জনকের তরে,
　　অনাথার অন্বেষণ দেশদেশান্তরে ;—
　　ভরিল হৃদয় ক্ষুদ্র। করিনু অর্পণ
　　পিতৃহন্তৃ-পদে এই অনাথ জীবন।
　　দেখিলাম কত স্বপ্ন! পড়িল ভাঙ্গিয়া
　　অচিরে সে স্বপ্নসৃষ্টি আশার মন্দির,
　　যেন বালিকার ক্রীড়া-কুসুম-কুটীর।
　　প্রতিজ্ঞা বাসুকি সনে করিল ঈর্ষ্যায়
　　দৃঢ়তর ; আত্মহারা দিনু সমাচার
　　কুমারী-ব্রতের। নাথ! উঠিল ভাসিয়া

ঈর্ষ্যায় তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার
পূর্ণশশধর সম মুখ সুভদ্রার,—
সেই চন্দ্রালোক-ভরা হৃদয় তোমার।
শৈলজা অপরাজিতা পাইবে কি স্থান
সেই সমুজ্জ্বল স্বর্গে ? অনাথার নাথে
মাটিতে পাতিয়া বুক ডাকিনু কাতরে।
শুনিলেন দয়াময় ভিক্ষা এ দাসীর,
পাইনু অপূর্ব্ব শান্তি। কি ঘটিল পরে
জান তুমি, প্রাণনাথ !

"শৈলজে ! শৈলজে !

সাপটি ধরিয়া ক্ষুদ্র কর বালিকার
কহিলা কাতরে পার্থ,—"করেছি প্রতিজ্ঞা
জনক-শ্মশানে তব, দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি। অনুতাপ মম,
তব পিতৃ-হত্যা পাপ, জুড়াইব, শৈল,
দেখি সুখহাসি তব সুধাংশুবদনে।
চল ইন্দ্রপ্রস্থে, শৈল। অথবা খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে করিব উদ্ধার—
হিংস্র-বন্য-পশু-বাস ; স্থাপিব আবার
পিতৃ-রাজ্য তব ; তব পিতৃসিংহাসন,

শৈলজে, তোমায় বক্ষে করিয়া ধারণ,
শোভিবে চন্দ্রিকা-বক্ষ শারদ গগন।
কে আছে ভারতে, নারীরত্ন! তব কর,
হৃদয় অমরাবতী পবিত্র সুন্দর,
পাইতে আগ্রহে নাহি হবে অগ্রসর।
জীবনের মরীচিকা করি অনুসার
হইব সন্তপ্ত যবে, হৃদয় তোমার
হবে মম শান্তিরাজ্য; এই ক্ষুদ্র মুখ
লইয়া হৃদয়ে আমি জুড়াইব বুক।"

শৈল। দাসীরও বাসনা তাহা। দাসীর হৃদয়ে
যেই শান্তিরাজ্য, নাথ, হয়েছে স্থাপিত,
তুমি সে রাজ্যের রাজা। মাতা প্রকৃতির
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্বচরাচর
হবে সব পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর, নির্ঝরসলিল,
হইবে অর্জ্জুন মম; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক অনন্ত, ঈশ্বর।

যেই রক্তবাসে যোগী সাজি, প্রাণনাথ,
খুঁজিলে এ অভাগীরে ; পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জ্জুন তাহার।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য, পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী, যাও প্রাণনাথ,
শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত।
লও এই ফুলমালা ; রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা হার, ত্রিদিবভূষণ,
শুকায়ে পড়িবে মালা ; মালাদাত্রী, হায়!
হয় তো বাসুকি-অঙ্কে শুকাবে ধরায়।”

চাহি ঊর্দ্ধপানে অশ্রু দর দর মুখে
কহিলা কাতরে পার্থ—“ব্যাসদেব! আজি
তব ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলিল দুর্ব্বার,—
পিতৃহন্তা হ’লো আজি হন্তা অনাথার!”
মুছি অশ্রু ধনঞ্জয় দেখিলা বিস্ময়ে—
নাহি সেই অনাথিনী। “শৈলজে, শৈলজে!”
ডাকিতে ডাকিতে পার্থ গেলা গৃহদ্বারে,
ছুটিয়া নক্ষত্রবেগে। দেখিলা সম্মুখে

সরথ দারুক রথী, যেন স্বপ্নবৎ
এক লম্ফে ধনঞ্জয় আরোহিলা রথ

বিংশ সর্গ।

অঙ্কুর।

অমল মর্ম্মরে চারু সুনির্ম্মিত মনোহর,
বিখ্যাত "সুধর্ম্মা" নাম যার,
রৈবতক সভাগৃহ, যেন মর্ম্মরের স্বপ্ন
বালার্ক-কিরণে মহিমার।
অষ্টকোণসমন্বিত কিবা কক্ষ সুবিশাল,
কোণে কোণে স্তম্ভ মনোহর।
বিরাজিত স্তম্ভোপর বৈদিক দেবতাগণ,
সহ দেবী-প্রতিমা সুন্দর।
নীলাভ আকাশনিভ, বিশাল গুম্বজ বক্ষ,
রতন-নীলাব্জে ব্যাপ্ত কায়;
শতদল দলে দলে, শোভে গ্রহ উপগ্রহ,
পত্নীগণ সহ প্রতিমায়।
সেই সরসিজবক্ষে বিরাজিত নারায়ণ,
রত্নমূর্ত্তি শঙ্খচক্রধর;
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি, কিবা মহিমার রাশি

নীলমণি বপু মনোহর।
রত্ন ফুল, রত্ন পাতা, রত্ন ফল, রত্ন লতা,
রত্ন পুষ্প-কানন, প্রাচীর ;
অঙ্কিত প্রাচীরপটে রামায়ণ-চিত্রাবলী
জগৎপূজিত বাল্মীকির।
প্রশস্ত অলিন্দে শোভে স্তম্ভরূপী নারীনর,
শিরে ছাদ করিয়া বহন ;
শোভে স্তম্ভ-অবসরে, খচিত মর্ম্মর পাত্রে,
পুষ্পবৃক্ষলতা অগণন।
উড়িতেছে হর্ম্ম্যশিরে যাদবের বৈজয়ন্তী,
বালার্ক আতপে সুকেতন।
কক্ষকেন্দ্রে কি নির্ঝর, কি সুবাস-বারি
কি রঙ্গে করিছে উৎক্ষেপণ !
চারি দিকে রত্নবেদী, পৃষ্ঠে বীর-রত্নগণ,
পদ্মে যেন ভানুর কিরণ।
সুবাসিত তৃণময়, শিখিপুচ্ছসুশোভিত,
খেলিতেছে সহস্র ব্যজন,—
যেমতি শিখণ্ডী শত, উড়িতেছে অবিরত,
বেষ্টি শত শিখণ্ডিবাহন।
দ্বারে দ্বারে দ্বারপাল, প্রতিভাতি রবিকর

বস্ত্র অস্ত্র করে ঝল ঝল ;
সবার প্রফুল্ল মুখ ; ঈষৎ চিন্তার ছায়া
গোবিন্দের বদনে কেবল।
বল। যেমতি অনন্ত-কোলে, অনন্তের গ্রহদলে,
ভগবান সহস্রকিরণ,
তেমতি ভারত-রাজ্যে, ভারত নৃপতি মাঝে,
রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন।
কিবা শৌর্য্যে, কি ঐশ্বর্য্যে, ধন মান কুলে যশে,
দুর্য্যোধন মহা-পারাবার ;
মম শিষ্য প্রিয়তম, গদা-যুদ্ধে অনুপম,
অর্জ্জুন গোষ্পদ, কিবা ছার।
ব্যাস। সব সত্য মানিলাম, কিন্তু, বৎস বলরাম !
অনুরাগ-নীতি জ্ঞানাতীত।
দেখিয়াছ সরোজিনী সবিতার প্রয়াসিনী,
কুমুদিনী শশাঙ্কে মোহিত।
কমলিনী শশধরে, কুমুদিনী প্রভাকরে,
অনুরক্ত হইবে কি বলে ?
বল কর,—শুকাইবে ; সুদর্শন নীতিচক্র
মানবের নাহি সাধ্য ছলে।
বল। কে বলিল ধনঞ্জয়ে সুভদ্রা যে অনুরক্তা !

উদাসিনী সুভদ্রা আমার।

লঙ্ঘিবারে কথা মম, এ কল্পনা পরিজন

করিয়াছে কৌশলে বিস্তার।

ব্যাস। একবাক্যে পরিজন, চাহে যাহা, সঙ্কর্ষণ!

তাহে বিঘ্ন করা, সহৃদয়!

হয় কি উচিত তব? ব্যথিত করিয়া সবে

হবে তব কিবা সুখোদয়?

না জান ভদ্রার মন, কর তবে স্বয়ম্বর,—

বল। পাদপদ্মে ক্ষমা চাহে দাসে,

অন্যথা করিতে কথা—

ও কি শব্দ! শতভেরী

গরজিল একই নিশ্বাসে!

বাজে ভেরী ঘন ঘন, এ চাহে উহার পানে,

রৈবতক পূর্ণ কোলাহলে।

চমকিল সভাস্থল, কবি রণে আবাহন

"কি হলো? কি হলো?"—সবে বলে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে এক আসিয়া সৈনিক

কহে কৃতাঞ্জলিপুটে,—

"ঘটিয়াছে যাহা, কহিতে দাসের,
মুখে নাহি কথা ফুটে।
পূজি রৈবতক, পুরদেবীগণ
চলেছিলা দ্বারবতী,
সসৈন্য-বাদিত্র, পুষ্পময় রথে,
মৃদুল মন্থর গতি।
নক্ষত্রের বেগে কেশবের রথ
গেল সৈন্য ভাগ করি,
বারি বিদারিয়া ছুটিল মকর
যেন ভীম মূর্ত্তি ধরি।
দাঁড়াইল রথ,— বিক্রমে ফাল্গুনী
উত্তরিলা ধরাতলে ;
নমিলা বীরেন্দ্র, দেবীগণ-ফুল্ল-
চরণ-কমলদলে।
সত্রাজিৎ-সুতা সুভদ্রার সহ
যেই রথে বিরাজিতা,
গেলা ধীরে তথা হাসিয়া হাসিয়া,
সত্যভামা শুচিস্মিতা।
বন্দিলা চরণ, হাসিয়া দু' জন,
কি যেন কহিয়া কথা।

কহিয়া কি কথা, হাসিল জলদ,
হাসিল বিদ্যুৎলতা।
এক পদ রথে, এক কর কক্ষে
দেখিলাম সুভদ্রার ;
দেখিলাম ভদ্রা, ফাল্গুনীর বক্ষে
নীলাকাশে তারা-হার।
ধরি সুলোচনা করে টানাটানি,
ডাকি কহে—"চোর! চোর!"
অন্য করে তারে ধরিয়া অর্জ্জুন
তুলিলেন রথোপর।
ভীম কোলাহলে পূরিল আকাশ,
বাজিল শতেক ভেরী ;
ছুটিল সামন্ত, বাজিল সমর,
আসিনু নয়নে হেরি।"
শুনি বলরাম, কাঁপে থর থর,
ক্রোধে দন্তে দন্ত কাটি ;
লোহিত-লোচনে ছুটে বহ্নি যেন
আগ্নেয়-ভূধর ফাটি।
"শুনিলেন ভগবান!"—দুন্দুভিনির্ঘোষে
কহিলেন হলায়ুধ—"শুনিলা অচ্যুত!

কেমনে নীরবে বল রয়েছ বসিয়া
রৈবতকশৃঙ্গ মত ? এই অপমান
সহিবে কি পাতি বক্ষ কাপুরুষ মত ?
পালিয়াছে পার্থ ভাল ধর্ম্ম অতিথির
কুলাঙ্গার,—যেই পাত্রে করিল ভোজন
ভাঙ্গিয়া সে পাত্র ; দিল যে কর, হৃদয়,
প্রেমভরে আলিঙ্গন, কাটিয়া সে কর,
করি পদাঘাত সেই পবিত্র হৃদয়ে।
সুভদ্রা শুক্তির মুক্তা ভাবিয়াছে মনে।
মত্তগজমুক্তা ভদ্রা, ভুজঙ্গের মণি,—
নাহি জানে দুরাচার, দেখাইব তারে
মহাকাল বিষদন্ত ; দিব বুঝাইয়া
ভদ্রা নহে, সত্ত মৃত্যু, করেছে হরণ।
রে অন্ধক-ভোজ-বৃষ্ণি-বংশ-কুলাঙ্গার !
এখনও বসিয়া তোরা ? হইলি কাতর
একটি তস্করভয়ে ? কেশরীর পাল
একটি শৃগাল ভয়ে কাতর, হা ধিক্ !
বসিয়া তোদের রথে,—তোদের সারথি,—
হরিল তোদের মান, তোদের ভগিনী,—
যদুরাজ্যে নরনারী হাসিবেক লাজে !

যাও সভাপাল! আন সাজাইয়া রথ!
না লঙ্ঘিবে হলায়ুধ মৃত কলেবর,
না পাইবে ধনঞ্জয় সুভদ্রার কর।
পুনঃ কোলাহলে পূর্ণ হলো সভাস্থল!
আরো কত বীরবৃন্দ ছুটিলা তখন,
আহত মৃগেন্দ্র যথা। রথের ঘর্ঘর,
তুরঙ্গের হ্রেষারব, মন্দ্র মাতঙ্গের,
সিংহনাদ, অস্ত্রধ্বনি, রণবাদ্য সহ
মিশিয়া সমরভূষে ছুটিল বিক্রমে,—
বহিল ঝটিকা যেন মহা-পারাবারে।
বহুক্ষণ অধোমুখে রহিয়া কেশব—
কহিলা বিনীত-কণ্ঠে—"জান তুমি, দেব,
সর্ব্বশাস্ত্র। তব পদে ধর্ম্মকথা আর
নিবেদিবে কিবা দাস, কহিবে যথায়
বিরাজিত শাস্ত্র-সিন্ধু স্বয়ং ভগবান।
ভুজবলে হরি কন্যা করিতে বরণ
আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। জানে ধনঞ্জয়
সুভদ্রার স্বয়ম্বর নহে তব মত।
জানে যদুকুলে কন্যা না হয় বিক্রয়;
পশুবলে দুহিতায় নাহি করে দান।

আছে কি ক্ষত্রিয় তবে হেন কুলাঙ্গার
মাগিবে যে দারভিক্ষা? বীরকুলর্ষভ
ধনঞ্জয়! বীরকুলে হেন নরাধম
আছে কি অর্পিবে কন্যা ভিক্ষুকের করে?
সুভদ্রা বীরের জায়া, বীরবালা মত
বরিয়াছে ধনঞ্জয়ে, করি সম্মানিত
যদুকুল, দুই কুল করি সমুজ্জ্বল।
ভরতবংশের রবি, শান্তনু-তনয়,
পিতৃস্বসা কুন্তীসুত, মধ্যম পাণ্ডব,
অতুল চরিত্রে বীর্য্যে কীর্ত্তির কিরণে
উজ্জ্বল ভারতভূমি আসিন্ধু অচল,—
এ কি ভ্রান্তি, পূজ্যতম!—কোন্ মহাকুল
আছে এই ধরাতলে, করে ফাল্গুনীর
না হবে গৌরবান্বিত, পবিত্র শরীর।

ব্যাস। সুধাংশু হইতে দুই অমৃতের ধারা
অবতীর্ণ নরলোকে, এই পুণ্যভূমি
হইতেছে পবিত্রিত প্রবাহে যাহার,
মিলিলেক আজি সেই পুণ্য-ধারাদ্বয়,—
আজি মানবের, রাম, বড় শুভ দিন!
সে সুধাংশু বিষ্ণু-পদ; স্রোত সম্মিলিত

মানব-অদৃষ্ট, বৎস, করিবে গ্রথিত,
সেই সুধাকর সহ, জাহ্নবীর মত ;
মোক্ষধাম পথে শেষে হবে পরিণত।
যেই কীর্ত্তিরত্নরাশি ফলিবে হৃদয়ে
কালের তিমির-গর্ভ করি আলোকিত,
দেখাইবে ধর্ম্মপথ ; যেই সুধাসার
বহিবে অনন্তকাল, করিয়া বিধান
পাপে মুক্তি, দুঃখে শান্তি, পতিতে উদ্ধার,
করিবে এ ধরাতলে স্বর্গের সঞ্চার।
"কি বিচিত্র রণ, আসিনু দেখিয়া—"
কহিল সৈনিক আর,
আসি উর্দ্ধশ্বাসে শ্বাস-রুদ্ধ স্বরে—
"নাহি সাধ্য বর্ণিবার।
রাখি সুভদ্রায় রথের উপর--
পার্শ্বে তার শৈবলিনী,
শিবির-প্রাঙ্গণে চালাইতে রথ
আজ্ঞা দিলা বীরমণি।
কৃতাঞ্জলি কহে দারুক,—'হরিলে
প্রভুর ভগিনী মম ;
চালাইবে রথ কেমনে এ দাস ?

তার অপরাধ ক্ষম।'
কহিলা অর্জ্জুন,—'দারুক পালিলে
তব ধর্ম্ম, নাহি রোষ।
বীরধর্ম্ম মম পালিব এখন,
ক্ষমিও আমার দোষ।'
বাঁধিলা দারুকে উত্তরীয়বাসে
রথদণ্ডে ধনঞ্জয়।
কহে সুলোচনা—'আমি বুঝি আর
যাদবের কেহ নয়?'
হাসি ধনঞ্জয় তারো দুই কর
বাঁধিয়া বসনাঞ্চলে,
অঞ্চলাগ্র পার্থ অর্পিলা ভদ্রার
কোমল কর-কমলে।
কহে সহচরী,—'এইরূপে ভদ্রা
দিলি প্রতিফল মোর।
থাক্ থাক থাক্, জিহ্বা ত আমার
বাঁধিতে না পারে চোর।'
ধরিয়া চরণে অশ্বরশ্মিজাল,
—কি শিক্ষা বিস্ময়কর!—
বাজাইয়া শঙ্খ, চালাইলা রথ

পলকেতে বীরবর।
সৈন্য রঙ্গভূমে দাঁড়াইল রথ,
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন ;
বাজাইয়া শঙ্খ গেল যোদ্ধৃগণ,
বাজিল তুমুল রণ।
নিলা রশ্মি করে সুভদ্রা, শোভিল
মৃণালেতে মৃণালিনী ;
সিংহ সহ রণে মিলিল সিংহিনী,
সূর্য্যে উষা তেজস্বিনী।
নারায়ণী সেনা ছুটিল স্তবকে
বন্যার লহরী মত ;
অক্রূর, সারণ, বভ্রু, বিদূরথ,
বর্ষে শর শত শত।
অর্দ্ধপথে শর কাটিছে হেলায়,
কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রকর !
ফল্গু খেলা যেন খেলিছে ফাল্গুনী,
হাসি হাসি বীরবর।
ধনু আকর্ষণ, শর বিক্ষেপণ,
কিছু নাহি দেখা যায়।
আকর্ষিত ধনু দেখি স্থির, অস্ত্রে

অস্ত্রাঘাত শুনা যায়।
কি কৌশলে রথ ঘুরিছে ফিরিছে,
কি বিজলী খেলা ছলে!
যদি রথ কাছে গেল অস্ত্র, পড়ে
লক্ষ্যহীন ভূমিতলে।
মুক্তকেশরাশি, বিজয়-পতাকা,
উড়িছে ভদ্রার কিবা!
পতাকার গায়ে কি বিজুলি লেখা,
লেখার মহিমা কিবা!
পার্শ্বে ধনঞ্জয় নীলমণিময়
কিবা মূর্ত্তি মহিমার!
শোভিছে সুভদ্রা নভঃপ্রান্তে যেন
সুচন্দ্রমা পূর্ণিমার!
রূপ-বীরত্বের অপূর্ব্ব মিলন
সকলে চাহিয়া রয়;
নাট্য-রঙ্গভূমি হ'লো রণস্থল,
যুদ্ধ নাট্য-অভিনয়।
হাসে ধনঞ্জয়, অস্ত্রে অস্ত্র কাটে,
নাহি করে অস্ত্রাঘাত;
রণস্থলে, প্রভু, হয় নাই এক